প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
প্রশান্ত ভৌমিক

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও সনাতন হাজরা, প্রভাবতী প্রেস, ৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

চরিত্রলিপি

পুরুষ

হেষ্টিংস (গভর্ণর জেনারেল), রেনেল ও ক্লিফটন (ইংরেজ অফিসারদ্বয়), শশাংক দত্ত (রাজপুরের জমিদার), সাবর্ণ চৌধুরী (গোমস্তা), কৃপানন্দ (ভবানী পাঠক), জগাই (রাজপুর গ্রামবাসী পরে রামানন্দ গিরি), মধু (ঐ গ্রামবাসী পরে শিবানন্দ), সাদির শেখ (ঐ গ্রামবাসী পরে চেরাগ আলি), মুসা (ফকির), কিশোরী (প্রফুল্লমণির নায়েব), গৌর দাস (প্রফুল্লমণির পুত্র), ভবতারণ মুখার্জী (ইংরাজ গুপ্তচর), ইংরাজ ভদ্রলোক, সিপাহী, বরকন্দাজ, পাইক প্রভৃতি।

স্ত্রী

প্রফুল্লমণি (দেবী চৌধুরাণী), মহাকালি দেবী (ঐ শ্বশ্রুমাতা), সাগর (জনৈকা গ্রামবাসিনী), মুক্তো (জগাই-এর কন্যা), হরমণি (জগাই-এর মাতা), ইংরাজ ভদ্র মহিলা, গ্রামবাসিনী।

এক

[আলিপুরে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর গৃহ। ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলাদের নৃত্য ; তাহাদিগের মধ্যে ক্যাপ্টেন রেনেল। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে রেনেল কিঞ্চিৎ স্খলিত পদ। একটি নৃত্য শেষ হইতে, সকলে করতালি দিলেন। রেনেল অগ্রসর হইয়া দর্শককে কহিলেন :]

রেনেল ॥ এটা মহাপরাক্রমশালী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বাড়ি। এখানে অনবরত উৎসব হয়। দিবারাত্র পান, ভোজন ও নৃত্যে এঁরা মশগুল। আমাদের দেখে বুঝতে পারবেন না যে বাইরেই রাস্তার ওপর ক'টা কালো মানুষের দেহ ম'রে প'ডে আছে। আসতে আসতে দেখলামদেহগুলোকে—তারা খেতেনা পেযে ম'রে গেছে। দেশ জুডে তারা ম'রে প'ড়ে থাকছে, গ্রামের পথে, ক্ষেতে, মাঠে, হাটে। মন্বন্তরের সঙ্গে কোলাকুলি সেরে তারা যেখানে-সেখানে লম্বা হ'য়ে শুযে পড়ছে। সেইজন্যই বোধহয় এ-বাড়িতে পান-ভোজনের এই বাড়াবাড়ি। খুব খানিকটা চেঁচালে, গান করলে, নাচলে হয়তো মন্বন্তরের কান্না কাটিটা কানে পৌছবে না, এটাই এই ভদ্রমহোদয়দের আশা। [দীর্ঘ একটি পাইপে হলুদবর্ণ গুড়া পুরিতে থাকেন] না, এটা তামাক নয়, যা ভাবছেন তা নয়। এটা আফিম। এ-দেশে এসে এই এক অভ্যাস হয়ে গেছে। এই আফিমের ঘোরে আমি কখনো হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি, কখনো বা যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য। কখনো আবার মহাকবি শেকস্‌পিয়ার! এমন জিনিস আর নেই। এবং এছাড়া আমারো নিজের বলতে এ দুনিয়ায় কিছু নেই। যদিও আমি

ক্যাপ্টেন রেনেল, গোরা ফৌজের অফিসার, লক্ষ লক্ষ বাঙালির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ক'ড়ে আঙুল তুললে হাজার বাঙালি ম'রে যায়। সেই আমি—অথচ আফিম ছাড়া আমার কিছু নেই।

[আবার সংগীত ধ্বনিত হয়, নূতন নৃত্যের জন্য সকলে প্রস্তুত হন। রেনেল এক মহিলাকে অভিবাদন জানাইয়া কহেন :]

মে আই হ্যাভ দা প্লেজার অফ দিস ডান্‌স্‌,…মিস…মিস…?

মহিলা ॥ থাক, নামটা মনে নেই বুঝলাম।

রেনেল ॥ আমার সঙ্গে নাচবেন ?

মহিলা ॥ আপনি অনবরত পা মাড়িয়ে দেন, ক্যাপ্টেন রেনেল, আপনার সঙ্গে নাচা বিপজ্জনক ব্যাপার।

রেনেল ॥ তার দুই কারণ। প্রথমত আমি সর্বসময়ে কমবেশি মাতাল থাকি, তাই আমার পা দুটো আমার শাসন মানে না। দ্বিতীয়ত, আমি মজুরের বাচ্চা, গ্লাসগো শহরের শ্রমিক-বস্তিতে বড হয়েছি, এসব নাচের সূক্ষ্ম দিকটা আমার দখলে নেই।

মহিলা ॥ উঃ, কি বোঁটকা গন্ধ, এসব বিষ টানেন কেন ?

রেনেল ॥ এই অসভ্য দেশকে সভ্য করছি, ওদের সমস্ত বিষ আমি নিজের কণ্ঠে ধারণ করছি। নীলকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ কাকে বলে জানেন ?

মহিলা ॥ সে আবার কি ?

রেনেল ॥ শিভা—শিব, শিব। বাঙালিদের এক দেবতা। সে এবং আমি, আমরা দুজনেই বিষ খাই। জগতের মঙ্গলার্থে তিনি খান গাঁজা, আমি আফিম। আপনি হিন্দুধর্ম পড়েন ?

মহিলা ॥ আপনি বড় বেশি মদ খেয়েছেন।

রেনেল ॥ তা হ'লে নাচি আসুন।

[নৃত্য চলিতেছে। গোমস্তা সাবর্ণর প্রবেশ]

সাবর্ণ ॥ লেডিজ এণ্ড জেন্টলমেন ! [বলিয়াই সে টলিয়া যায়] উঃ, মাথাটা ঝমঝম করছে।

রেনেল ॥ এ লোকটা আমার চেয়েও বেশি টেনেছে।

সাবর্ণ ॥ [সামলাইয়া] ওয়ারেন হেস্টিংস এস্কোয়ার।

[সকলে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন জানাইলেন। হেস্টিংস-এর প্রবেশ, ডান হাত কোটের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত, বাঁ হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ—পরে নেপোলিয়ন এ-ভঙ্গীকে বিশ্ববিশ্রুত করেন]

হেস্টিংস ॥ হোয়াট্‌স্ দিস, হোয়াট্‌স্ দিস ? আপনারা মিনুয়েট নাচছেন ! নাচ আমার সহ্য হয় না।

এক ভদ্রলোক ॥ আপনি বড় সেকেলে [উচ্চহাস্য]

হেস্টিংস ॥ এ অভিযোগ আমি স্বীকার করি। আমি পুরাতন পন্থী। কিন্তু এ নাচ আমার ধারণা পুরুষকে মেয়ে বানিয়ে দেয়। আমার দরকার দুর্ধর্ষ সৈনিক, একদল মেয়ে নিয়ে যুদ্ধ লড়বো কি ক'রে ? [হাস্য]

রেনেল ॥ আবার যুদ্ধ কি ! যুদ্ধ বিগ্রহ তো শেষ, মিস্টার হেস্টিংস। সিরাজদ্দৌলা মীরকাশেম আলি—সবাই শেষ। শত্রু তো বাকি রাখেন নি একটাও। দরকারের সময়েও একটা শত্রু খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন অবস্থা। আমার মগজে মর্চে ধ'রে যাচ্ছে !

হেস্টিংস ॥ শত্রু যে একেবারে নেই তা নয়। [রেনেল চমকিত হন] লেডিজ এণ্ড জেন্টলমেন ! পাশের ঘরে আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছেন ইটালিয়ান বেহালাবাদক মেস্ত্রো করেলি ; উনি এখন আপনাদের বাজিয়ে শোনাবেন—আপনারা যান।

[রেনেল, হেস্টিংস ও সাবর্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

যাক, গেছে সব। কোমর দোলানো ছাড়া আর কিছু শেখে নি। অসহ্য !

রেনেল ॥ শত্রুর কথা কি বলছিলেন ?

হেস্টিংস ॥ আপনি বললেন শত্রু সব শেষ। আমি বলছি শত্রু মোটেই শেষ নয়, আরেকটা বড় রকমের যুদ্ধ আসন্ন।

রেনেল ॥ কার সঙ্গে ? আমরা কি এবার আউধ আক্রমণ ক'রে বসবো ? না কি খোদ দিল্লী দখল করতে ছুটবো ?

হেস্টিংস ॥ না। শত্রু অনেক কাছে। একেবারে অন্দর মহলে বলা যায়। গোমস্তা ! সানবার্ণ !

রেনেল ॥ ওর নাম সাবর্ণ, সাবর্ণ চৌধুরী।

হেস্টিংস ॥ নামে কি এসে যায় ?

[সাবর্ণর প্রবেশ]

সাবর্ণ ॥ হুজুর !

হেস্টিংস ॥ ক্রোকেট নিয়ে এসো ?

[সাবর্ণর প্রস্থান]

রেনেল ॥ এবার যুদ্ধ কারর সঙ্গে ? দুর্ভিক্ষে ম'রে সব শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন ? না কি দুর্ভিক্ষে মরছে বলেই যুদ্ধ ?

হেস্টিংস ॥ হোয়াট দা ডেভিল ডু ইউ মীন ?

রেনেল ॥ ম'রে গিয়ে শয়তানরা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে কলঙ্ক লেপে দিচ্ছে, কলকাতা শহর পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসে আমাদের নাচ গানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাই বলছিলাম ফৌজ নিয়ে গিয়ে কিছু কামান দেগে কয়েক ডজন মড়াকে বন্দী ক'রে আনি। তারপর স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর সকলের চোখের সামনে মড়াদের ফাঁসি দিই বেয়াদপির অপরাধে।

হেস্টিংস ॥ আপনি বেশি মদ খেয়েছেন।

[সাবর্ণ আসিয়া ক্রোকেট খেলার বল, ব্যাট ও উইকেট স্থাপন করেন। হেস্টিংস ব্যাট লন]

খেলবেন নাকি ?

রেনেল ॥ বেশি মদ খেয়েছি, বল সোজা যাবে না।

[হেস্টিংস নিজের মনে খেলিতে থাকেন]

যুদ্ধটা কার সঙ্গে ?

হেস্টিংস ॥ অতিরিক্ত কৌতূহলে বেড়াল মরে। জানতে পারবেন একটু পর। আপনি আপনার রিপোর্ট করুন।

রেনেল ॥ আপনি তো খেলায় মেতেছেন, শুনবেন কি করে ?

হেস্টিংস ॥ আমি কি কান দিয়ে খেলছি ? আপনি বলুন না।

রেনেল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইতিমধ্যে মরে গেছে, এই হচ্ছে রিপোর্ট।

হেস্টিংস ॥ যাঃ ফসকে গেল। দেখলেন ? কোণাকুণি স্ট্রোকটা আমার কিছুতেই রপ্ত হচ্ছে না। [আবার খেলিতে খেলিতে] কত লোক মরেছে এটা আগেই জানি। সেটার রিপোর্ট সংগ্রহ করতে আপনাকে পাঠানো হয় নি। আপনি আপনার কথা বলুন।

রেনেল ॥ আমি ঘুরে ফিরে যা দেখলাম, তাতে মনে হ'লো ইস্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানির শাসনকে অপদস্থ করার জন্য বাঙালিরা এক ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে—তারা প্রথমত মরতে শুরু করেছে, দ্বিতীয়ত খিদের নাম ক'রে সন্তান বেচতে আরম্ভ করেছে, তৃতীয়ত দু-এক জায়গায় নরখাদক হয়ে পরস্পরের মাংস খাচ্ছে।

হেস্টিংস ॥ বাঙালিরা মূলতঃ নরখাদকই। এ জাত সভ্যই হয় নি। আজ হঠাৎ তারা নরমাংস খাচ্ছে না, ওটাই ওদের স্বভাব।

রেনেল ॥ আমারও সেই কথা। এ জাত কোনোদিনই কিছু খেতো না, না খাওয়াটাই ছিল তাদের স্বভাব। খাদ্যের কোনো দরকারই হতো না। খাওয়া জিনিসটাই ওদের ধাতে ছিল না। আজ যখন হঠাৎ তারা খেতে না পেয়ে মরছে, তখন বুঝতে হবে এটা ওদের সুপরিকল্পিত প্যাচ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে জব্দ করার কৌশল।

হেস্টিংস ॥ [খেলা থামাইয়া] ক্যাপ্টেন রেনেল; আপনি সৈনিক, হুকুম

তামিল করা আপনার পেশা। অত শ্লেষ-রসিকতা-উপহাস কোথায় শিখলেন ?

রেনেল ॥ মার্জনা চাইছি। এ বোধহয় আফিমের ঘোর।

হেস্টিংস ॥ [পুনরায় খেলায় মনসংযোগ করিয়া] আসল কথায় আসুন।

রেনেল ॥ আসল কথাই তো বলছি। আমাকে বলা হয়েছিল, সুবে বাংলায় এখন দুর্ভিক্ষ চলছে বলে যে গুজব রটানো হচ্ছে, তার ভিত্তি আছে কি না দেখে আসতে। আমি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি ময়মনসিং এবং ফরিদপুর ঘুরে এসেবলছি—হ্যাঁ,দুর্ভিক্ষআছে।

হেস্টিংস ॥ না, নেই।

রেনেল ॥ এ কি ! তাহলে রিপোর্ট'টা আপনিই দিন, আমি শুনি।

হেস্টিংস ॥ আমি আপনাকে রিপোর্ট করতে যাবো কোন্ দুঃখে। দরকার হলে আমি রিপোর্ট করবো গভর্ণরকে। হ্যাঁ, বলুন, তারপর ?

রেনেল ॥ দ্বিতীয়ত আমার ওপর ভার ছিল দুর্ভিক্ষরোধের পথ বাতলাবার। তা দুর্ভিক্ষই যখন নেই তখন তা রোধ করবো কি করে ?

হেস্টিংস ॥ তবু বলুন।

রেনেল ॥ মানে তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরে নিই যে দুর্ভিক্ষ রয়েছে— ভুল বুঝবেন না, আসলে নেই, বিশুদ্ধ তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যেন দুর্ভিক্ষ রয়েছে—তা হলে কী করা দরকার ? এক, কৃষকদের খাজনা মকুব ; দুই, কোম্পানির যে সব ইংরেজ এবং তাদের যে সব বাঙালি গোমস্তারা চাল মজুত করে রেখেছে, তাদের ঘাড ধরে চাল বের করে আনা।

হেস্টিং ॥ দুটিই অসম্ভব। খাজনা এবার আরো বেশি তুলতে হবে। এবং যাঁরা চাল মজুত করেছেন বলছেন, তাঁরা কোম্পানির বিশ্বস্ত লোক, তাঁদের ব্যবসায়ে আমরা হাত দেবো না।

রেনেল ॥ তাছাড়া দুর্ভিক্ষই তো নেই। এসব কথা উঠছে কেন? [ছলনাময় হাস্য]

হেস্টিংস ॥ যা বলেছেন।

[হঠাৎ রেনেল আকুল স্বরে বলিয়া উঠেন :]

রেনেল ॥ ফর গড্‌স্ সেক্, ওয়ারেন, লেট্‌স নট সেল আওয়ার সোল্‌স টু দা ডেভিল! শয়তানের হাতে নিজেদের আত্মাকে এভাবে সঁপে দিচ্ছি কেন? একটা দেশকে ঝলসে দিযেছি, ঘোড়ার ক্ষুরের তলায় তার বুকের পাঁজর চূর্ণ করে দিয়েছি, তার নবাবের মুণ্ড কেটে নিযেছি, তাতেও নিবৃত্তি নেই? এখন ডাকাতি করে আর ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-খাদ্য সব কেড়ে নিয়ে, মৃতদেহের স্তূপ সাজিয়ে কি ইংলণ্ডের জয়স্তম্ভ গড়ছি?

হেস্টিংস ॥ ডোণ্ট শাউট এট মি!

রেনেল ॥ আই অ্যাম শাউটিং এট মাইসেল্‌ফ স্যার। চীৎকার করে নিজেকে ভৎসর্না করছি। নিজের অন্তরে করাঘাত করে প্রশ্ন করছি, আমরা কি বণিক না দস্যু?

হেস্টিংস ॥ দুয়ের মধ্যে কি খুব বেশি পার্থক্য আছে মনে করেন?

রেনেল। আমাদের দেখে দস্যুরাও লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। দস্যুরা পেটের দায়ে চুরি করে খুদকুঁড়ো; আমরা একটা গোটা দেশের কারিগরদের বন্দুকের জোরে পেশাছাড়া করেছি। তাঁতীদের আঙুল কেটে দিয়েছি, তাদের ঘর জ্বালিয়ে তাঁত বন্ধ করেছি।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, কারণ ইংলণ্ডে মাঞ্চেষ্টারের সুতোকলে কাপড় তৈরি হবে। সে কাপড় বিক্রি হবে এখানে, হিন্দুস্থানে, এখানকার তাঁতীরাও কাপড় তৈরি করলে কি করে চলে? বিলিতি কাপড় এখানে বেচবো কি করে?

রেনেল। কিন্তু তুলোটা এদেশের।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, এটা বর্বর অসভ্য দেশ। এরা ক্ষেতে তুলোর চাষ করবে। কল-কারখানার এরা কিছুই বোঝে না। চাষবাস করবে, সেই ভালো।

রেনেল ॥ আর সেই তুলোই বিলেতে নিয়ে গিয়ে কাপড় বানিয়ে আবার এদের কাছেই বিক্রি করা দশ গুণ দামে।

হেস্টিংস ॥ দশ গুণ তো কম বলছেন। ওটা হবে সাড়ে বারো গুণ।

রেনেল ॥ ইংলণ্ডের কোটিপতি মিলমালিকদের মুনাফার খেলায় বাংলাদেশকে অরণ্যে পরিণত করা হবে, এটা সুসভ্য ইংরেজ জাতির মহান ব্রত।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, লিখিতভাবে সেই নির্দেশ আমরা পেয়েছি লণ্ডন থেকে।

রেনেল ॥ লিখিতভাবে কাগজে-কলমে ডাকাতির হুকুম দেয়া হয়েছে?

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, জানো না? ১৭ই মার্চ ১৭৬৯ তারিখের চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতের শিল্প ধ্বংস করে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাও, যাতে সে ব্রিটেনের কলকারখানার জন্ত শুধু কাঁচা মাল সরবরাহ করে যায়। চিঠিটা আমার মুখস্থ আছে, Change the face of that industrial country in order to render it a field for the produce of crude materials subservient to the manufactures of Great Britain। এবার দূর থেকে বল মারা প্র্যাকটিস করতে হবে। ক্যাপ্টেন রেনেল, বাঙালী বর্বররা আমাদের ক্রীতদাস মাত্র, তাদের জন্ত এত অশ্রু খরচ করার অর্থ হয় না।

[খেলায় মগ্ন হন]

রেনেল ॥ [শান্তস্বরে] কিন্তু সবাই মরে গেলে কাকে ক্রীতদাস করবেন? তুলোর ক্ষেতে খাটবে কে?এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষে মরে গেছে। একদল মৃতদেহের সম্রাট হয়ে কোম্পানীর কী লাভ হবে?

হেস্টিংস ॥ বাঙালিরা শুকরের মতন দ্রুত বংশবৃদ্ধিও করে। খুব তাড়াতাড়ি আবার লোকসান পুরিয়ে নেবে।

[সাবর্ণর প্রবেশ]

সাবর্ণ ॥ বাবু শশাংক দত্তজ মহাশয়।

রেনেল ॥ উঃ, হোয়াট ড্রেডফুল ইডিয়ট।

হেস্টিংস ॥ ডিড ইউ সে সামথিং?

রেনেল ॥ ইয়েস। আপনার অতিথি শশাংক দত্ত সম্পর্কে বললাম, লোকটা অসহ্য রকমের নির্বোধ।

হেস্টিংস ॥ তিনি বাজপুরের জমিদার, একটু ভদ্রভাবে কথা বললে হয় না?

রেনেল ॥ তিনি আপনার বিশ্বস্ত বানিয়া, সুদখোর একটা মহাজন। বাজপুরের জমিদার হয়েছেন আপনার প্রসাদে।

হেস্টিংস ॥ তাই তিনি এখন জাতে উঠেছেন। সুতরাং সম্মান দেখানো উচিত।

রেনেল ॥ সম্মান আপনাকে দেখবো। আপনার পেটোয়া বানিয়াকেও সেলাম করতে হবে এটা মানছি না।

[শশাংক দত্তর প্রবেশমাত্র হেস্টিংস ক্রোকেটের ব্যাট তাহার মুখের সম্মুখে নাড়িয়া হুংকার ছাড়েন]

হেস্টিংস ॥ টাকা কোথায়? টাকা এনেছেন? টাকা দিন।

শশাংক ॥ [শিহরিয়া শামলা সামলাইতে সামলাইতে] আহাহা, করেন কি হুজুর? দু দণ্ড হাঁফ ছাড়তে দিন আগে। সেই বাজপুর থেকে আসছি। পালকির মধ্যে তিনদিন ধ'রে ছুঁচোর গোলাম চামচিকে হ'য়ে তাল গোল পাকিয়ে ছিলাম। এখনো সোজা হই নি, দুমড়ে গেছি, বেঁটে হ'য়ে গেছি। একটু হাত পা খুলতে দিন।

হেস্টিংস ॥ তাল গোল পাকিয়ে এখনো যান নি, যাবেন। খাজনা না দিলে যাবেন। আপনাকে বল বানিয়ে ক্রোকেট খেলবো, গোমস্তা, দলিল আনো।

[সাবর্ণর তথাকরণ]

শশাংক ॥ হুজুর দলিলের কি প্রয়োজন? আমি তো কবুল করছি, মবলগ যে মালগুজারি আমার দেয়ার কথা, তা এখনো দেয়া হয়নি। চৌদ্দ হাজার টাকার মধ্যে দশ হাজার দিয়েছি, এখন—

হেস্টিংস ॥ হিসেবে কারচুপি করছেন। আপনার দেয় চোদ্দ হাজার নয়, চোদ্দ হাজার এক শ' ছত্রিশ টাকা, দিয়েছেন দশ হাজার নয়, মোটে ন হাজার আট শ' বিয়াল্লিশ টাকা।

শশাংক ॥ [কিয়ৎকাল বিস্ফরিত নেত্রে তাকাইয়া] আমার ধারণা ছিল পাই-পয়সার হিসাবে আমার জুড়ি নেই। হুজুর আমার চেয়ে বড় পাটোয়ারি। হুজুর কি মালিক না মহাজন তাই গুলিয়ে যাচ্ছে।

হেস্টিংস ॥ আমরা পাকা সুদখোর মুনাফাবাজ ব্যবসাদার, এটা মনে রাখবেন। আপনাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার মত উচ্চ বংশের গর্ব আমাদের নেই, তাঁর মতন সন্ধ্যার পর গান-কবিতা শুনি না, দযামাযা দেখাই না। আমরা দোকানদার। জিনিষ বেচেছি দাম চাই। আপনি ছিলেন নগণ্য এক বন্ধকীর কারবারী, আপনাকে বিরাট জমিদারি বেচেছি, তার দাম ছাড়ুন।

শশাংক ॥ হুজুর, এ প্রত্যয আমার হযেছে যে এই পুরো দেশটাকেই আপনারা দোকানের সওদা ক'রে তুলেছেন। কিন্তু আমার অঞ্চলে আর কিছু নেই, খটখটে লবডংকা, বাঁশ ট্যাঁশ-ট্যাঁশ করছে, ছুঁচোরা খোল-করতাল নিযে কীর্তন গাইছে। তাই হুজুরের দরবারে অধীনের মিনতি হয, বাকী খাজনাটা এ বছর মুকুব হয।

হেস্টিংস ॥ [সামান্য নীরব থাকিযা সহজ কণ্ঠে] একে কোম্পানির নিজামি আদালতে সোপর্দ করা ছাডা আর পথ নেই। গোমস্তা, সেপাই ডাকো।

শশাংক ॥ হুজুর, আমাকে ছেড়ে দিন। গুখোরি ক'রে জমিদার হয়েছিলেম, এখন ঘি-ভাত খেতে গিযে ঠোঁট পুড়ে কালো হ'য়ে গেছে। আমার জমিদারি নিলামে চড়ান, কিন্তু আমায ছেড়ে দিন, আমি গিযে পিতৃ-পিতামহের তমস্থকের ব্যবসা করি।

হেস্টিংস ॥ এবসার্ড। চাষীদের ভালো ক'রে নিংড়ে খাজনা আদায় করার জন্যই আপনার মতন নির্দয অমানুষদের জমিদার ক'রে বসানো হযেছে। খাজনা আদায় করতে না পারলে আপনার কয়েদ হবে, বৈকুণ্ঠ হবে।

জেনেল ॥ বৈকুণ্ঠ মানে জানেন তো? বিষ্ঠাভরা গর্তে ঢোকানো হয়, আর—

শশাংক ॥ থাক, থাক, আপনি আর ফোড়ন কাটবেন না, হুজুর। আমার

রাত্রে ঘুম হয়নি, মূর্ছা যেতে পারি। হেস্টিং সাহেব, আমার ওপর নেকনজর দিন, ধর্মাবতার, আমার বাজপুরে আর নটে শাকটিও নেই, সব কেড়ে এনেছি।

হেস্টিংস ॥ বিশ্বাস করি না। চাষীদের চাবুক মারুন তাদের বউদের কয়েদ করুন—

শশাংক ॥ ওসব কি হুজুরের ধারণা বাকি রেখেছি কিছু? গলায় মাছের কাঁটা আটকে গেছে, আর আমি বেড়ালের পা ছুঁয়ে নমস্কার করতে বাকি রাখবো? হুজুর বলেন কি? চাবুক মেরেছি, ঘর জ্বালিয়েছি, আগুনের ছ্যাকা দিয়েছি, গলায় থান ইটের বস্তা বেঁধে রোদে দৌড় করিয়েছি—ঠন ঠনাঠন! বউ কয়েদ করার কথা বলছেন? গ্রামে আর স্ত্রীলিঙ্গ বস্তুটিই নেই। আমার কাছারি আর বাসায় গিজ গিজ করছে কিশোরী যুবতী, প্রৌঢ়া। বীভৎস দেখতে বৃদ্ধাও আছে দুটি। গিন্নী রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে গেছে কাণ্ড দেখে।

হেস্টিংস ॥ তবু টাকা দিচ্ছে না?

শশাংক ॥ আর নেই, দেবে কোত্থেকে? এখন মরতে শুরু করেছে। কাতারে কাতারে ম'রে পড়ছে সর্বত্র, রোগ দেখা দিয়েছে। কুয়ো, পুকুর, নদীর চড়া-সর্বত্র মড়া প'ড়ে আছে, এবার কি মরা মেয়ে-ছেলেদের ধ'রে এনে কয়েদ করবো? হুজুরের মনে যে কী আছে! উঃ, ঘুম হয় নি ব'লে আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে।

হেস্টিংস ॥ গোমস্তা, এঁকে শ্যাম্পেন দাও।

[সাবর্ণর তথাকরণ]

শশাংক ॥ হুজুর মা-বাপ। এ কি? হুজুর খাবেন না?

হেস্টিংস ॥ আমি মদ খাই না জানেন তো। [কিয়ৎকাল বল খেলেন]
শুনুন, আপনার কাছে আমাদের পাওনা হচ্ছে চার হাজার ছ'শ' চুরানব্বই টাকা, ঠিক তো?

শশাংক ॥ হুজুর যখন বলছেন তখন অবশ্য ঠিক। আমার চিন্তা ঝাপসা হ'য়ে এসেছে।

হেস্টিংস ॥ এ টাকা সহজেই তোলা যায়।

শশাংক ॥ কি প্রকারে?

হেস্টিংস ॥ রাজপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে একটা গ্রাম আছে, তার নাম যত দূর স্মরণ হয়—ভূতনাথ। ঠিক?

শশাংক ॥ এতক্ষণ অবাক ছিলাম, এবার হতবাক হলাম। হুজুর কি সবই জানেন? ব্রহ্মাণ্ডটা কি হুজুরের বিছানা?

হেস্টিংস ॥ সেই ভূতনাথ গ্রামের তালুকদার, কি যেন নাম?

শশাংক ॥ আজ্ঞে ব্রজেশচন্দ্র।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, ব্রজেশচন্দ্র, ব্রজেশচন্দ্র গ্রামে থাকে না, শুনছি কলকাতায় আছে তিন বছর ধ'রে। কেন? তার স্ত্রী প্রফুল্লমণি থাকে গ্রামে, কিন্তু সে থাকে কলকাতায়। কেন?

শশাংক ॥ হুজুর, এজমালি তালুকে ওদের সংসার চলে না ব'লে ব্রজেশ কলকাতায় চাকরী করে কোম্পানির লবণের আড়তে। তালুক চালায় প্রফুল্ল।

হেস্টিংস ॥ নারী হয়ে তালুক চালায়?

শশাংক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালই চালায়। পুরো খাজনা জমা দিচ্ছে।

হেস্টিংস ॥ সেটা আমি জানি। পাঁচ হাজার টাকা পুরো জমা প'ড়ে গেছে বছরের গোড়াতেই। কিন্তু বলছি, মেয়েদের এমন দাপট আপনাদের সমাজ সহ্য করে?

শশাংক ॥ বলেন কি হুজুর? ঘরের পাশে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী রয়েছেন! তিনি সাক্ষাৎ দশভূজা। তাঁর দেশে দাঁড়িয়ে মেয়েছেলেদের অবজ্ঞা করেন?

হেস্টিংস ॥ তলোয়ারের ওপর আর কথা নেই। দশভূজার আটটি হাত কেটে বাদ দিলে বাকি থাকবে দুটি। তখন দেবী আবার মানবী হ'য়ে যাবে।

শশাংক ॥ না, না হুজুর, দয়া করুন। এসব শুনলেও পাপ! কায়েত-চোষা গাঁয়ের জমিদার হ'য়ে এমন কিছু লবাবপুত্তুর হইনি যে রাণী ভবানীর সংগে লাগতে যাবো—

হেস্টিংস ॥ রাণী ভবানীর কথা কে বলেছে? তাঁকেও ধরবো, দেবী হ'য়ে পার পাবেন না—তবে পরে। আমি বলছি ভূতনাথ গ্রামের প্রফুল্লমণি চৌধুরাণীর কথা। তিনি অমন একা-একা থাকেন, এটা আপনারা সহ্য করেন?

শশাংক ॥ একলাই তো থাকবে, দোকলা কি ক'রে হবে? স্বামী থাকে কলকাতায়।

হেস্টিংস ॥ স্বামী তাকে ছেড়ে এসেছে কেন?

শশাংক ॥ ঐ যে বললাম, ভিটেয় ঘুঘু চড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই—

হেস্টিংস ॥ এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

রেনেল ॥ মানে সাহেব বলছেন, বাঙালি নারী মাত্রেই অসতী। বাঙালি মেয়ে সতী হ'তে পারে, এটা কোম্পানি বিশ্বাস করে না।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ অসতী। প্রফুল্লমণি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক না হ'লে স্বামী এভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করে না।

শশাংক ॥ বুঝেছি। হুজুরের ঢাকের পাশে আমি তো ট্যামটেমি। কি ফন্দীই না করেছেন। কিন্তু আমি যে প্রফুল্লমণির কলংক রটিয়ে তাকে ভিটেছাড়া করবো, খবর পেয়েই তো আপনার ঢাকের চেয়ে বড় ধর্মের ঢাক বেজে উঠবে, স্বামী দেবতা ব্রজেশচন্দ্র পাকসাট খেয়ে গ্রামে গিয়ে হাজির হবেন, প্রিয়াকে জড়িয়ে ধ'রে বলবেন, এ রমণী আমার প্রাণেশ্বরী। তখন?

হেস্টিংস ॥ সে ভয় আর নেই। ব্রজেশচন্দ্রকে আজ ভোর বেলায় তার ঘর থেকে গোপনে তুলে এনে ফোর্ট উইলিয়মে কয়েদ করা হয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যে তাকে [একটু থামিয়া]—গুমখুন করা হবে।

[সকলে শিহরিত]

কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং প্রফুল্লমণি বিধবা হচ্ছেন না, হচ্ছেন

স্বামী পরিত্যক্তা কুলটা। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় মনের দুঃখে স্বামী বিবাগী হয়েছেন।

শশাংক ॥ কিন্তু কোম্পানির এতে কি লাভ হচ্ছে?

হেস্টিংস ॥ কেন, সাত নম্বর আইনটা জানেন না? কোন পত্তনিদারের যদি চারিত্রিক দোষ দেখা দেয়—মরাল টার্পিচুড দেখা দেয়—তবে কোম্পানি তার জমি দখল ক'রে নিজ মনোনীত যে কোনো ব্যক্তিকে মুসাবিদা ক'রে দিতে পারে। প্রফুল্লমণি ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা। কোম্পানি তাঁকে উচ্ছেদ করেছে, এবং আপনাকে সে জমিতে কায়েমী পাটা দেওয়া হ'লো। গোমস্তা, আমলনামা দাও। যান, এবার ভূতনাথ গ্রাম মন্থন ক'রে ৪২৯৪ টাকা তুলে ফেলুন।

শশাংক ॥ [অধিকারপত্র গ্রহণ করিয়া] সাহেব নিদেনকালে যখন যমদূতেরা গদার ঘা মারতে মারতে নিয়ে যাবে, তখন এসব কাগজে শানাবে? উঃ ঘুম হয়নি তাই বিশ্রী লাগছে। আরেকট শম্পার রস পাবো?

সাবর্ণ ॥ শম্পার রস না, শ্যাম্পেন। [মদ্য প্রদান]

রেনেল ॥ প্রফুল্লমণি পুরো খাজনা মিটিয়ে দিয়েছে অথচ উচ্ছেদ হবে সেই। এই শশাংক দত্ত খাজনা বকেয়া রাখছে, অথচ এর জমিদারি আরো বেড়ে যাবে। মিস্টার হেস্টিংস, আফিমটা কে খাচ্ছে, আমি না আপনি?

হেস্টিংস ॥ কোনোরকম মাদক দ্রব্য আমি স্পর্শ করি না।

রেনেল ॥ তা হ'লে বোধহয় হাতে ভর দিয়ে পা উঁচু ক'রে উল্টো হ'য়ে দুনিয়াটা দেখেন। যে কোম্পানির অনুগত প্রজা, যথাসময় খাজনা মিটিয়ে দেয়, এভাবে—

হেস্টিংস ॥ সে দুশ্চরিত্রা যে। বাঙালিদের চরিত্র শুধরে দিতে হবে না? আমরা ছাড়া এদের আছে কে? হাজার হোক আমরা খৃষ্টান—

রেনেল ॥ আর যে লোকটাকে বিনা দোষে খুন করবেন, সে কখনো দুঃস্বপ্ন হ'য়ে আপনার খৃষ্টীয় নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবে না?

হেস্টিংস ॥ [চিন্তা করিয়া] না। বাঙালি তো। ওরা এমননিতেই মাছির

মতন মরছে। আর একটা বেশি মরলে ক্ষতি নেই। এশিয়ার মানুষ যীশুর বিধানের বাইরে।

রেনেল॥ আপনার কি ধারণা যীশু ইউরোপের মানুষ?

হেস্টিংস॥ কি?

রেনেল॥ আপনার অবগতির জন্য জানাই, যীশু এশিয়ার মানুষ ছিলেন।

[হেস্টিংস পরাভূত হইয়া বিব্রত হন]

শশাংক॥ হুজুর, আমি মনে বল পাচ্ছি না। আমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? আরশুলাকে কেউ পাখি বলে? ফড় ফড় ক'রে খানিক উড়লেই তো হয় না। এক হাঙ্গামার উদ্ভব হ'তে পারে।

হেস্টিংস॥ ধরুন, এটা ব্রজেশ্বরের আংটি, তার হাত থেকে খুলে নেয়া হয়েছে। এই আংটি দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারেন। আংটিতে শীলমোহর আছে, তাও ব্যবহার করতে পারেন। এই নিন ব্রজেশের হাতে লেখা কিছু চিঠি, কাজে লাগবে। তবু যদি হাঙ্গামা হয়, তবে ক্যাপ্টেন রেনেল আপনার সংগে যাচ্ছেন, উনি সামলাবেন।

রেনেল॥ আমাকে পাঠানো ঠিক হবে না। আমি আফিমের ঘোরে ভুল লোককে গুলি ক'রে বসতে পারি।

হেস্টিংস॥ তা হ'লে আবার আপনাকে গুলি খেতে হবে কোর্ট মার্শালের পর। যে-যুদ্ধের কথা বলছিলাম, এই সেই যুদ্ধ। আপনি সৈন্য নিয়ে কাল ভোরে শশাংক দত্তের সংগে বাজপুর যাচ্ছেন। প্রফুল্লমণি চৌধুরাণীর তালুক দখল ক'রে শশাংক দত্তকে দখল দিয়ে তবে ফিরবেন। আর এই সানবার্ণ চৌধুরী যাবেন কোম্পানির গোমস্তা হিসাবে।

রেনেল॥ হুকুম যখন দিচ্ছেন, যাবো, কিন্তু আফিম খাই, মদ খাই, আমাকে এসব কাজে পাঠানো সমীচীন নয়। ধরুন, হঠাৎ বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলতে পারি। ব্রজেশ্বর চৌধুরীর নিরুদ্দেশ হওয়ার আসল কাহিনীটা আচমকা মুখ থেকে উচ্চিংড়ের মতন লাফিয়ে পড়তে পারে।

হেস্টিংস ॥ [গর্জন করিয়া] ক্যাপ্টেন রেনেল, তা হ'লে আপনাকে তৎক্ষণাৎ গুলি ক'রে মারা হবে সামরিক আইনে। আপনি না ইংরেজ? বুঝতে পারেন না যে এদেশের সম্পদ নিয়ে ইংলণ্ড মহাধনী হ'য়ে উঠছে? এদেশের চাষীর খাজনায়, তুলো, লবণ, রেশম, গোলমরিচে ভ'রে উঠছে ইংলণ্ডের ভাণ্ডার। কয়েক বছরের মধ্যে ইংলণ্ড সারা বিশ্বকে পদদলিত করার শক্তি অর্জন করবে—শুধু এদেশের টাকায়। যদি ইংরেজ হ'য়ে থাকেন, সেটাই দিবারাত্র চিন্তা করবেন। ফলে কয়েক কোটি কৃষ্ণবর্ণ বাঁচলো কি মরলো সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

রেনেল ॥ যীশু যাই বলুন না কেন!

হেস্টিংস ॥ একজ্যাক্টলি সো। যে-ইংরেজ এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে—হি উইল বি চার্জড উইথ ট্রিজন—দেশদ্রোহিতার অপরাধে তার বিচার হবে। আমি যাচ্ছি, প্রফুল্লমণির মতনই আরেকটি মামলা ঘটছে বর্ধমানে। সেটা ফয়শালা করতে হবে। এরকম রোজ চার-পাঁচটা জাল মামলা সাজিয়ে থাকি ক্যাপ্টেন রেনেল, ফর দা গ্লোরি অফ ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের স্বার্থে ওয়ারেন হেস্টিংস জাহান্নমে গিয়ে খোদ শয়তানের সংগে করমর্দন করতে রাজী। আপনি সামান্য অফিসার মাত্র। পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। করবে আমায়। আর এও জেনে রাখুন ক্যাপ্টেন রেনেল, সর্বপ্রকার পারলৌকিক শাস্তি সইবার মতন বুকের পাটা আর মনের জোর ইংলণ্ডের সন্তান ওয়ারেন হেস্টিংস ধরে।

[প্রস্থান]

রেনেল ॥ চলুন বাজপুর যেতে হবে।

শশাংক ॥ কাল ভোরে যাবো তো, হুজুর, হেস্টিংস সাহেব যে ব'লে গেলেন—

রেনেল ॥ আমি বলছি এখুনি রওনা হবো। আপনি আফিম খান?

শশাংক। আজ্ঞে না।

রেনেল ॥ খেতেই হবে। নইলে স্বদেশবাসীর ওপর এই জুলুম চালিয়েও

বাঁচবেন কি ক'রে, দাঁত বার ক'রে হাসবেন কি করে, নারী সম্ভোগ করবেন কি করে? মনন্তরে মৃত চাষীর মুখ ভোলবার জন্য আফিম চাই। নিন, টানুন। হাসিমুখে নিজ মাতার বক্ষে যদি ছুরিকা হানিতে চান,তবে নিয়মিত রেনেলের আফিম সেবন করুন। মেড ইন ইণ্ডিয়া। প্রতি পাউণ্ডের দাম এক আঁজলা রক্ত।

শশাংক ॥ একি! পাগল নাকি! সাহেব, আমি শশাংক!

রেনেল ॥ আফিম টানুন!

শশাংক ॥ মেরে ফেললে।

দুই

[রাজপুরের গ্রামের পথ। জগাই এবং হরমণির প্রবেশ ; জগাই তাহার কন্যার মুমূর্ষু দেহ বহিয়া আনিতেছে।]

হর ॥ জগাই! জগাই! কোথায় যাস, বাবা? মেয়েটা খিদেয় মরো-মরো, তাকে ঘর থেকে বার ক'রে আনলি কেন?

জগাই ॥ [কন্যার দেহ পথে শোয়াইয়া] ও-ঘরে কে থাকবে মা? ও-ঘরে বিষ জন্মেছে, বিষ! মৃন্ময়ী চ'লে যায়নি এখনো। ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে, তার মেয়েকে নিয়ে যাবে ব'লে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি মেয়ে দেবো না। আমিও তো বাপ। মায়ের দাবীই সব বুঝি? আমার দাবী নেই? আমি মুক্তোকে ছাড়বো না।

হর ॥ জগাই! [ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া] জগাই! পাগল হোস্ নে। যতটুকু বুদ্ধিবিবেচনা এখনো বাকি আছে, তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাক। খিদের জ্বালায় উন্মাদ হ'লে তোর মুক্তোর কি হবে?

জগাই ॥ মুক্তো? তার মায়ের কাছে চ'লে যাবে। [হাসিয়া] এমনিতেই তো পালাই-পালাই করছে, মা।

হর ॥ জগাই, মুক্তোর মা ম'রে গেছে, তোকে আর মুক্তোকে শাপলা আর শ্যাওলা খাইয়েছে, নিজে কিছু খায়নি এক মাস। তারপর চ'লে গেছে। এখন তুই শক্ত না হ'লে মুক্তোকে কে বাঁচাবে বাবা?

মুক্তো ॥ মা! মা, পেটে বড় জ্বালা মা! বুকে—বুকে আগুন জ্বলে রে মা!

হর ॥ এই নে জল! জল, খা দিদি!

মুক্তো ॥ মা কই? ঠাকুমা, মা কই? আমার মা কই? মা!

জগাই ॥ শুধু মা-কে ডাকে। মা ওপার থেকে ইসারা করে, আর ও জবাব দেয়। এক পা—এক পা ক'রে ওপারের দিকে যায় আর আমাদের দুঃখ দেখে হাসে।

মুক্তো ॥ জল চাই না। খাবো। ঠাকুমা, খেতে দে। খাবো।

হর ॥ হ্যাঁ, খাবে, খাবে। এখুনি—এখুনি খাবার নিয়ে আসবে তোর বাপ। ভাত···ভাত খাবি এখুনি।

মুক্তো ॥ [ঘটি ঠেলিয়া দিয়া] জল চাই না আমি, ভাত খাবো। আমি ভাত খাবো।

[শিশু কাঁদিতে থাকে, বৃদ্ধা অসহায়ের মতন তাহার সর্বাংগে হাত বুলাইয়া কহিতে থাকেন]

হর ॥ হ্যাঁ, ভাত খাবি। এখুনি, এখুনি ভাত নিয়ে আসবে তোর বাপ।

জগাই ॥ ভাত নিয়ে আসবে তোর বাপ! কোথায় পাবে? কোথায় চাল? এ পথ ধ'রে আধকোশ গেলে পড়বে শশাংক দত্তের কাছারি। তার পেছনে হাতির পিঠের মতন দু কুড়ি গোলা। সেই গোলা ভর্তি আছে চাল। আর কোথাও নেই।

মুক্তো ॥ মা কোথায়? আমি ভাত খাবো! খেতে দে মা! তোর পায়ে পড়ি মা, দুটি খেতে দে।

হর ॥ মুক্তোদিদি, ভাত আনছে রে। তোর বাপ ভাত নিয়ে আসছে। এটা মুখে রাখ। এটা চিবো ততক্ষণ।

জগাই ॥ কি দিচ্ছো ওটা?

হর ॥ পাটের পাতা। মন্দ লাগে না খেতে।

[সাগরের প্রবেশ, ক্রোড়ে শিশু]

সাগর ॥ তোমরা একটা বাচ্ছা কিনবে? বাচ্ছা? ছেলে গো, ছেলে। বড় হ'য়ে কত কাজ করবে! কিনবে?

হর ॥ সাগর! কি করছিস তুই?

সাগর ॥ কে তোমরা? আমায় চেনো মনে হচ্ছে?

হর ॥ সাগর, তুই বাচ্ছা বেচতে বেরিয়েছিস?

সাগর ॥ হাঁ, আজ সকাল থেকে বাচ্ছার বাবা আর উঠতে পারছে না। আর বাচ্ছাটাকেও তো খেতে দিতে পারি না, বুকে আর দুধ নেই। দেখি কেউ যদি কেনে। বাচ্ছাটাও বাঁচবে, বাচ্চার বাপও বাঁচবে।

জগাই ॥ 'সাগর, বাচ্ছাগুলোই বড় জ্বালায় না রে? খাবো খাবো ক'রে এমন বীভৎস চীৎকার করে যে মনে হয়…মনে হয় তার টুঁটি চেপে ধরি, চীৎকারটাকে আঙুলের চাপে পিষে মারি।

হর ॥ বাচ্ছা কোথায় বেচবি রে পাগলি? কে কিনবে? কেউ খেতে পাচ্ছে না, কে কিনবে?

সাগর ॥ কেন, যাদের পয়সা আছে। বাজপুরে শশাংক দত্ত, কারবালাধামে শিব মুখুজ্যে, ভূতনাথে প্রফুল্লমণি। কারবলাধামে গিয়েছিলাম, বুঝলে? বলেছে সন্ধ্যেয় আবার আসতে। দু টাকা দেবে বলেছে।

হর ॥ দু টাকায় কোলের ছেলে বেচছ? নাড়ি ছিঁড়ে যে জন্ম নিয়েছে দু টাকায় তার সংগে সম্পর্ক ঘোচাবে?

সাগর ॥ হ্যাঁ। বেশি চেয়েছি? দেখো, এ ছেলে বড হ'য়ে কেমন শক্ত সমর্থ হবে তুমি দেখো।

মুক্তো ॥ আমি…আমি মায়ের কাছে যাবো। মা ভাত দেবে, মা ভাত বেড়ে বসে আছে। মায়ের কাছে যাবো।

[হঠাং জগাই হিংস্র চিৎকার করিয়া শিশুকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়—]

জগাই ॥ চুপ। একদম চুপ। চুপ ক'রে থাক! নইলে এইখানে পাথরের ওপর তোকে আছড়ে মারবো।

হর ॥ কি করছিস! কি করছিস!

জগাই ॥ সরে যাও মা। একবারেই শেষ করে দিই। দিনের পর দিন চীৎকার

ক'রে বুক ঝাঁজরা ক'রে দিচ্ছে ! আমরা ভাত লুকিয়ে রেখে তোকে দিচ্ছি না ? শয়তানি, নিজেরা গিলছি ? কোথায় পাবো ভাত ? চুরি ক'রে আনবো ? ডাকাতি করবো ?

হর ॥ [সজোরে] হাঁা, তাই করবি। সন্তানের কন্নায় যে ক্ষেপে ওঠে না, ঘরে কুড়ুল থাকতে যে মহাজনের গোলা ভাঙে না, সে আবার পুরুষ ? বাচ্চার জন্ম দেবার সময়ে মনে ছিল না ? বাপ ! তুই আবার বাপ ! স'রে যা, আমার মুক্তোকে ছুঁবি না। তুই মেয়ে মানুষের অধম, তোর হাতে মুক্তোকে দেবো না।

[টলিতে টলিতে জগাই সরিয়া আসে]

জগাই ॥ কাঁদবে ! শুধু কাঁদবে ! কিছু দেখবে না, বুঝবে না, বাপের বুকটায় কি হয় ভাববে না, শুধু কাঁদবে ! কুড়ুল ধরবো ? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র বুঝি, কুঠার কি ক'রে ছোঁবো ?

[গাহিতে গাহিতে মুসা নামক ফকিরের প্রবেশ]

মুসার গান

তোমায় করি মানা
ছিঁড়ো ছিঁড়ো না কলি পাবে বেদনা।
যে পাবে সে তুলে নেবে
অযতনে শুকাবে
রবে ধুলায় নীরবে ॥

জগাই ॥ ফকির সাহেব, এসো। তোমরা তো কি সব ঝাড়ফুক জানো। এই —এই মেয়েটার মুখে কিছু দিতে পারো না ? কিসের গুণীন্ তোমরা ?

মুসা ॥ কে বলেছে তোমায়, ঝাড়ফুক করলে খেতে পাবে ? চাল কি জিন নিয়ে গেছে, যে তুকতাক ক'রে তাকে বাঁধবো ?

জগাই ॥ আমার মৃন্ময়ীটা বুঝলে ? আমার বউ, এই মেয়েটার মা, আজ চ'লে

গেছে। [হাসিয়া] তাকে বাঁচাতে পারো? এসো না, ঐ ঘরে এখনো প'ড়ে আছে তার দেহটা, এখনো গরম। বাঁচাবে? এ্যাঁ? পারো না? কিসের বুজুর্গ গো তুমি?

মুসা ॥ আবার বলি, তোমার বউকে কে মেরেছে? জিন? দানো? দত্যি?

জগাই ॥ না, তা না।

মুসা ॥ কে মেরেছে?

জগাই ॥ গাঁয়ের তিনকড়ি একবার অমাবস্যার দিন লাঙল ছুঁয়েছিল। সেই জন্মেই হয়তো—

মুসা ॥ তা হ'লে এই সাগরের স্বামী? এ গাঁয়ের অর্ধেক লোক? মধুর বাপ? সাদিরের তিন বাচ্চা? জলিল শেখের আম্মা? সবাই কি লাঙল ছুঁয়েছে অমাবস্যার দিন? বামুনঠাকুর, এই তোমার বিধান? এই বিধান এতদিন দিয়ে এসেছো বুঝি?

জগাই ॥ না। না, নয়—তা কি ক'রে হয়—

মুসা ॥ তবে কে মেরেছে আমাদের? জিন, দৈত্য, আফ্রীদ?

জগাই ॥ না।

মুসা ॥ তবে?

হর ॥ মানুষ।

জগাই ॥ মানুষ?

হর ॥ হ্যাঁ, কয়েকজন মানুষ মারছে বহু মানুষকে।

মুসা ॥ শশাংক দত্ত, কোম্পানির সাহেব আর গোমস্তা-আমিনের দল। তাদের ঘরেই ধান, তাদের ঘরেই টাকা। তাই না?

জগাই ॥ হ্যাঁ।

মুসা ॥ তবে তুকতাক কেন? ঝাড়ফুঁক কেন? মানুষ মারতে একটা ছোট্ট তলোয়ারই তো যথেষ্ট। কষ্ট ক'রে মন্ত্রতন্ত্র কেন?

জগাই ॥ মানুষ মারতে!! [হাসিয়া] খিদের জ্বালায় ভুল বকছো, পীর সাহেব

ওদের বন্দুক আছে। [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আঘাত করবো কি ক'রে? সবাই সবাইকে মারতে থাকলে কি হবে জানো?

মুসা ॥ এর চেয়ে খুব খারাপ হবে কি?

[জগাই চমকিত হইয়া দেখে—সন্তান কাঁদিতেছে, সাগরকে দেখে, মাতাকেও]

জগাই ॥ এর চেয়ে খারাপ আবার কি হবে? তাহলে···পীর সাহেব···কি হবে?

মুসার গান

কে জানে কেমনে দিন বয়
জানি না কঠিন প্রাণে আর কত সয়।
বয় জীবন ভার
যন্ত্রণাই শুধু সার?
বেদনা রাখতে বিধি গাড়ছে হৃদয়?
একি হয়?
বেদনা মুঠিতে ধ'রে
পাষাণে আঘাত ক'রে
দেখো না হয়তো হবে জয়।

[মুসার প্রস্থান]

হর ॥ এ ফকির কে? কোত্থেকে এলো? কি বললো ও?

সাগর ॥ আজ দু-তিন দিন ধ'রে দেখছি, এসেছে উত্তর থেকে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রহস্যের গান গেয়ে।

হর ॥ বুঝেছি। আগেও হয়েছে এমন। এরা মজনু ফকিরের লোক।

জগাই ॥ মজনু? মজনু শা তো ডাকাত।

হর ॥ ডাকাত? তা হবে, ডাকাতের রাজ্যে ভালো লোকেরাই ডাকাত। হ্যাঁ

ভালো লোকদেরই এদেশে গারদে পুরে গুমখুন ক'রে দেয়, আর বলে ওরা ডাকাত। মহাস্থানগড় গাঁয়ে এমনই ঘটেছিল। প্রথমে এসেছিল ভবঘুরে ফকির, এসে গান গেয়েছিল। তারপর—

সাগর॥ তারপর?

হর॥ [চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে] তারপর এসেছিল মজনু শা আর ভবানী পাঠক, তলোয়ার, বল্লম, বন্দুক নিয়ে। [হাসিয়া] জমিদার মহাজন আর কোম্পানির সাহেব, পালিয়ে যে কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করতে পারেনি। র'ক্তে ভেজা লাল কাদায় ছটফট ক'রে মরেছে, ছটফট ক'রে মরেছে

জগাই॥ ভবানী পাঠকও ডাকাত, খুনে ডাকাত।

মুক্তো॥ [উঠিয়া বসে] কাঁটা! কাঁটা! কাঁটা ফুটছে—সারা গায়ে কাঁটা ফুটছে—

হর॥ [শিশুকে বুকে জড়াইয়া] জগাই, তোর মেয়েকে বুঝি আর রাখতে পারলাম না রে।

[টলিতে টলিতে সদির শেখের প্রবেশ]

সাদির॥ ঐ দিকে বেগুনি গ্রামে একটাও বাঁচেনি। সব ম'রে গেছে। একটাও বেঁচে নেই। চাচার ঘর ঐখানে। গিয়ে দোর ঠেললাম, ভেতরে দেখি চাচা-চাচী আর তাদের তিনটে ছেলেমেয়ে—সবাই গলায দড়ি দিয়ে ঝুলছে। মুখগুলো সব নীল, জিভ বেরিয়ে পড়েছে—আল্লা!

জগাই॥ সাদির মিয়া, সে গাঁয়ে চাল আছে? সবাই তো মারা গেছে, কারো ঘরে এঁটো প'ড়ে নেই? দেখেছিলে?

সাদির॥ দেখেছি। তুমি বামুন, এঁটোর খবরে তোমার কি কাজ? আছে শুধু শেয়াল, কুকুর আর শকুন। আর একজন কোম্পানির তাইদগির। সে হিসেব মেলাচ্ছে।

জগাই॥ কিসের হিসেব?

সাদির॥ মড়াদের মধ্যে কে কে খাজনা বকেয়া রেখে মরেছে তার দলিলটা

ঠিক ক'রে রাখছে। ম'রেও নিস্তার নেই, এরা তাড়া ক'রে ওপারে গিয়ে শমন ধরিয়ে দেয়।

জগাই ॥ সাদির মিয়া, আমার মেয়ে ম'রে যাচ্ছে, এক পা ওপারে রেখে সে আমার দিকে তাকিয়ে ভাত চাইছে আমি কি করি, সাদির ভাই?

সাদির ॥ [পিছাইয়া যায়, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি] আমার ঘরেও আমার কালুটা না খেয়ে মরছে। সরো, যাই।

জগাই ॥ তুমি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছো কেন?

সাদির ॥ ভয় পাবো কেন? তোমাকে ভয় পাবো কেন? সরো, সরো, ছেলে মরে, আমি ঘরে যাই—[কোমর হইতে পুঁটলি খসিয়া পড়ে]

জগাই ॥ তোমার পুঁটলিতে কি?

সাদির ॥ কিছু না, কাঠ কয়লার গুঁড়ো। স'রে যাও।

জগাই ॥ তোমার পুঁটলি দেখবো। বেগুনি গ্রাম থেকে তুমি কী এনেছো দেখবো।

সাদির ॥ গায়ে হাত দিবি না, জগাই গায়ে হাত দিবি না।—

জগাই ॥ তুমি লুকিয়ে খাবার এনেছো। আমার মেয়ে শুকিয়ে ম'রে যাচ্ছে চোখের সামনে। বাঘের মুখে পড়েছ, সাদির—

[আক্রমণ করে ; ক্ষুধিত শীর্ণ দুইটি মানুষ লড়িতে থাকে,
অবশেষে সাদির ছোরা বাহির করিতে, জগাই পিছাইয়া যায়]

সাদির ॥ আমারো ছেলে মরে, জগাই, এক পা এগুলে শিনায় ছুরি বসিয়ে দেবো। এ খাবার মুসলমানে ছুঁয়েছে—তুমি বামুন হ'য়ে সে মুখে তুলবে কি ক'রে?—খবরদার খবরদার— [সাদিরের প্রস্থান]

জগাই ॥ [হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া] স্বার্থপর। কৃপণ! যক্ষের ধন আগলাচ্ছিস? আমার মুক্তোকে এক মুঠো দিয়ে গেলে তোর ছেলের ভাগে কম পড়তো? আমার মুক্তোকে মেরে নিজের ছেলেকে বাঁচাবি। ও ছেলে মরবে—মরবে—মরবে। পুবদিকে মুখ ক'রে বললাম ফলবেই।

হর ॥ জগাই, এমন বলে না রে, ছি।

জগাই ॥ একটা বাচ্চাকে না মেরে আরেকটাকে বাঁচানো যাবে না, এ কোন্ নরকে এসে পড়লাম।

হর ॥ কেন এমন হ'লো? এমনতো কখনো হয়নি। নবাবের আমলে হয়তো রাজভোগ খাইনি, কিন্তু এমন ক'রে মরিনি কখনো। বছর বছর এমন ক'রে খাজনা তো বাড়েনি, তাঁতীদের ধ'রে তো কেউ আঙুল কেটে দেয়নি, কামারের হাতুড়ি তো কেউ কেড়ে নেয়নি, রক্ত শুষে আকাল তো কেউ লাগিয়ে দেয়নি।

[মধুর প্রবেশ, ক্ষুধার জ্বালায় সে অর্ধোন্মাদ]

মধু ॥ চাই মাংস! মাংস চাই। মানুষের মাংস কিনবে? মানুষের মাংস! দু গণ্ডা পয়সায় এক সের মাংস! সব ধ্বসছে, কুরুক্ষেত্রের পরের অবস্থা, সব মানুষ নরখাদক হ'য়ে যাচ্ছে—খুব ভালো। প'চে গেছে যে সব। ঘরের খুঁটিতে উঁই ধরেছিল, এবার চালটা পড়ছে মাথায়। কি মজা।

সাগর ॥ মধু দাদা পাগলামি কোরো না, বোসো।

মধু ॥ পাগলামি মানে? সাগর, তুমি চিরকাল খোঁটা দিয়ে কথা কও। আকালে একবার খেতে দিয়ে এক যুগ ধ'রে খোঁটা দিচ্ছ। জগার মা, তুমি শোনো। খাদ্য যে নেই তা নয়। খাদ্য মাঠে-ঘাটে টাল হ'য়ে প'ড়ে আছে। শকুন আর শেয়াল সব খেয়ে ফেলছে, আবার খেয়ে খেয়ে কি মোটা হচ্ছে দ্যাখো। আমাদের মাংস ওরা খাবে কেন? আমরাই নিজেদের খাই এসো। আমি ঘুরে ঘুরে সরেস মাংস কেটে এনে এখানে দোকান দেবো। তারপর মাংস ফুরিয়ে গেলে—নিজের মাংস কেটে কেটে বেচবো। [হাস্য] খাবে, সব শালা খাবে। গুঁতোর চোটে বাবা বলবে। গব গব ক'রে খাবে। টাঁকদহ গাঁয়ে দেখে এসেছি, আগুনে ঝলসে মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে।

হর ॥ তাই তো খাচ্ছে, মানুষ মানুষকে না খেলে এ অবস্থা হয় কখনো!

মহাজন আর জমিদার আমাদের মাংস খুবলে খাচ্ছে, কোম্পানির সাহেবরা খাচ্ছে—

মধু ॥ তাইতেই তো সাহেবদের অমন স্বাস্থ্য। চেয়ে দেখেছো কখনো ? কি তাগড়া, কি টসটসে গাল, কি রক্তচোষা লাল রং। মানুষের মাংস খেয়ে আকালের হাত থেকে বাঁচো, বুঝলে ?

[নেপথ্যে কোলাহল]

অনেক দিন বাঁচবে, অনেকদিন বাঁচবে। সামনেই গৌরাংগ !

জগাই ॥ কি ? ওখানে কি হচ্ছে ?

মধু ॥ গৌরাংগ আসছেন। গৌর অংগ যাঁহার তিনিই গৌরাঙ্গ, অর্থাৎ সাহেব। সংগে রয়েছেন কলির নিত্যানন্দ। দত্ত কারো ভৃত্য নয় ব'লে ফেলেই অভিমানে যাঁরা গড়াগড়ি খেয়েছিলেন সেই দত্ত বংশের নিত্যানন্দ। তোমরা জানো কি ব্রজের বলরামই নবদ্বীপের নিত্যানন্দ প্রভু ? দু'জনে নৃত্য করতে করতে আসছেন, প্রেম বিলোতে বিলোতে আসছেন।

[ক্লিফটন, রেনেল, শশাংক, সাবর্ণ, পাইক প্রভৃতির প্রবেশ।
এক ভৃত্য শশাংকের মস্তকোপরি ছত্র ধরিয়া রহিয়াছে।]

মরি মরি কি রূপ !

সাবর্ণ ॥ তফাৎ যাও, তফাৎ যাও বত্তমীজ !

[জগাই হঠাৎ সবেগে পতিত হয় শশাংকর পদতলে]

জগাই ॥ কর্তাবাবু ! [শশাংক ও সাবর্ণ দুইজনেই পিছু হটেন] কর্তাবাবু আমার মুক্তো চ'লে যাচ্ছে ! ব্রাহ্মণকে এক মুঠো চাল দিন, কর্তাবাবু, বদলে আমি নিজেকে বেচে দিচ্ছি আপনার কাছে ! সারা জীবন বেগার খাটবো !

সাবর্ণ ॥ [চাবুক চালাইয়া] স'রে যা হাড়হাবাতে আবাগীর ব্যাটা !

জগাই ॥ [চাবুক ধরিয়া] লাগে না—এ দেহে আর ব্যথা নেই—বউ মরেছে, মেয়ে মরছে চোখের সামনে, বুক পাথর হ'লে দেহে ব্যথা বাজে না, মেরে

কি করবি রে ভাড়াটে দালাল! কিন্তু চাল আমার চাই এক মুঠো [হেঁচকা টানে চাবুক কাড়িয়া] কর্তাবাবু চাল আমার চাই আজ।

শশাংক॥ এ কি! পলতা গাছে পটল ফলেছে নাকি? ব্যাঙে লাথি মারতে আসছে। একে আমার রাত্রে ঘুম হযনি! যে কোনো সময়ে মূর্চ্ছা যেতে পারি, তার ওপর রাজপথের ওপর এ হেন অপমান।

জগাই॥ অপমান! এক মুঠো অন্ন চাইলে আপনার অপমান হয বাবু? আর পেটের দায়ে বউকে ইজ্জত বেচতে দেখলে আমাদের অপমান হ'তে নেই? আধমডা মেয়ে বাপের কাছে অন্ন চাইলে সে অন্ন যোগাড় করতে না পারার কি অপমান বোঝো? ব্রাহ্মণের কদম্নে অপমান নেই? এক মুঠো চাল দিয়ে যেতে হবে।

শশাংক॥ আমি কি নবাব সিরাজদ্দৌলা নাকি যে দানছত্র খুলে বসবো? তোমায চাল দেবো কেন? কত টাকা দিতে পারবে শুনি? পরের ভাতে বেগুন পোডা খাওয়া আমার কাছে চলবে না বাপু। যাও, সরো রাত্রে ঘুম হযনি, মাথা টিপ টিপ করছে।

সাবর্ণ॥ চাবুক ফেলে দে জগাই, বাঁদরের হাতে খন্তা মানায় না।

ক্লিফটন॥ এ বাঙালি শয়তানের দেখছি বুটের লাথি খাওযার শখ হযেছে।

জগাই॥ বলছি চাল চাই—বার বার বলছি। আকাশ ফাটিযে বলছি—তোমরা শুনছো না কেন? তোমরা দু'কান বন্ধ ক'রে রেখেছো কেন? দে চাল দে—চাল দে।

ক্লিফটন॥ ইউ ব্ল্যাক সোয়াইন।

[ঝাঁপাইয়া পড়ে শশাংকর উপর। কোলাহল, জগাইকে সকলে মারিতে থাকে।]

মধু॥ [হাততালি দিয়া] ভাগাড়ে শকুন পড়েছে। শকুনের মতন ছিঁড়ে খাবে জগার মাংস। শকুন—শকুন—গৃধ্র নরমাংস ভোজী—পচা মাংস ওদের বেশী প্রিয়।

শশাংক ॥ এত বড় আস্পর্দ্ধা ছোটলোকটার। বলে চাল দে! পরের ঘি ঢেলে পিদিম জালবেন! এই সাহেবকে দেখছিস? পিস্তলের এক গুলি ঝাড়বে, তোর পৈতৃক মাথা ফুটো হয়ে যাবে।

রেনেল ॥ হ্যাঁ—এই মাংসপিণ্ডের নাম শশাংক দত্ত। এর গায়ে কেউ হাত দিলে আমি গুলি চালাবো।

শশাংক ॥ শুনলি? সাহেবের কথাটা—[বিলম্বে বুঝেন] এ কি, সাহেব আমাকে মাংস পিণ্ড বললেন?

রেনেল ॥ তা নয়তো কি? আপনার দেহরক্ষা করতে হবে, করবো। তা ব'লে আপনার মোসাহেবী করতে হবে এমন দাসখত কাউকে দিই নি। শুনুন সবাই, এই বদমায়েসটার গায়ে কেউ হাত দেবেন না। এই অর্থগৃধ্ন শয়তানের গায়ে হাত দেয়া মাত্র—

শশাংক ॥ থাক, থাক, হয়েছে, হাটে হাঁড়ি ফাটাবার দরকার নেই। চলুন ভূতনাথ গ্রাম।

[সাগর পথ আগলায়]

সাগর ॥ একটা কথা ছিল।

শশাংক ॥ না, আর কথা নেই। কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি…

সাগর ॥ একটা বাচ্চা কিনবেন, ব্যচ্চা? পুরুষ, পরে অনেক কাজ ক'রে দেবে।

শশাংক ॥ যা যা, ভাঙা ঘর দেখেই ভূতের মতন এসে ঘাড়ে চাপছে। যতসব

[হঠাৎ সাগরের দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া আকৃষ্ট হন]

কে ও? সাগর না? আমাদের হারাধনের বউ না?

সাগর ॥ হ্যাঁ, তার ভিটেয় সর্ষে বুনে খেয়েছেন কর্তা, ভুলতে কি পারেন? এটা তারই ছেলে—দেখুন না কিনবেন?

শশাংক ॥ না, না সাগর, ছেলে বেচে দেয়া ধর্মে সইবে না।.. অমন বলে না। মহাপাতক।

সাগর ॥ তা হ'লে আমায় কিনবেন ? কিনে এই ছেলে আর তার বাপকে বাঁচাবেন ?

শশাংক ॥ [থতমত খাইয়া] এ্যাঁ ? হ্যাঁ—তা—ইয়ে যা বললে। মহৎ লোকের আঁস্তাকুড়ও ভালো, নয় কি ? চলো বাছা, দেখি তোমার কিছু উপকার করতে পারি কি না। এটা বাংলাদেশ, দয়ার ঠাঁই, ভিখিরীর কি এক দরজা ? একটা বন্ধ হলে, একশ' খুলে যায়। চলো—

রেনেল ॥ [সাগরকে] এই, এই এদিকে কোথায় আসছেন ? এই মুনাফাবাজ শুযোরটার কাছ ঘেঁসে এলেই আমি গুলি করতে বাধ্য হবো।

শশাংক ॥ না, না, সাহেব ভুল করছেন। একে আমি আশ্রয় দিচ্ছি। আশ্রিতা, আশ্রিতা—

রেনেল ॥ ওসব জানি না। আমার ওপর হুকুম আছে শশাংক দত্ত নামক বেজন্মার কাছে কাউকে ঘেঁসতে দেয়া হবে না।

শশাংক ॥ আরে কি জ্বালা। ময়রার ছেলে গুড় খেতে শুরু করেছে ! আপন-পর চেনে না সাহেব এমনভাবে আমাকে রক্ষা করছেন যে দমবন্ধ হ'য়ে মরার যোগাড়। একটু কম হুঁসিয়ার হন তো।

রেনেল ॥ [হাসিয়া] শিগগির চ'লে আসুন, ঐ চাষীটা আবার উঠেছে। পেছন থেকে শশাংক দত্ত নামক বেশ্যাপুত্রকে মারবে ব'লে।

[সভয়ে সাগরের হাত ধরিয়া শশাংকর প্রস্থান, সংগে অন্যেরা]

মধু ॥ [উল্লাসভরে] এবার সতীত্ব যাচ্ছে। ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে ব'সে ব'সে সোয়ামির গুণ গাইতো, সোয়ামি এসে পিঠে চ্যালা কাঠ দিয়ে দাগড়া-দাগড়া দাগ ফেলে দিলে চোখের জল মুছতে মুছতে সেই শালা সোয়ামির পা টিপতো—এবার ধ্বসলো। সতীত্বের মুখে আগুন দিয়েছে।

হর ॥ বেশ করেছে। সতীত্ব ধুয়ে খেলে সোয়ামির পরাণটা বাঁচবে ? দুধের শিশুটা বাঁচবে। পেট ভরা থাকলে তবে সতীত্ব হয়। বেঁচে থাক সাগর আর সাগরের ছেলে। বেঁচে থাক সাগরের সোয়ামি। যদি বুদ্ধি থাকে,

তবে সাগরের রোজগারের পয়সায পেট ভ'রে খেয়ে আবার উঠে দাঁড়াবে সাগরের সোয়ামি হারাধন। প্রাণ বাঁচলে তবে না সতীত্ব আর স্বামীত্ব।

[হঠাৎ মুক্তো আর্তনাদ করিয়া উঠে, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলে]

মুক্তো ॥ মা ডাকছে! বাবা, মা আমায় ডাকছে গো। আমি যাই? বাবা, আমি এবার যাই? ভাত বেড়ে দাও, খেয়ে চ'লে যাই।

জগাই ॥ [কন্যাকে বুকে জড়াইযা] হ্যাঁ—দিচ্ছি মা, ভাত দিচ্ছি, কিন্তু মায়ের কাছে যাসনে মা, আমার বুক খালি ক'রে চ'লে যাসনে। আমাকে ভালোবাসিনা না? আমার কাছে থাকতে ইচ্ছে হয় না?

[মুক্তোকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয়া]

মুক্তো! মুক্তো, মা! কোথায় যাচ্ছিস? যাসনে, মুক্তো! আঁকড়ে থাক। পরানটুকু দু'হাতে জড়িয়ে থাক।

হর ॥ [শিশুর বুকে হাত দিয়া] প্রাণ আছে এখনো। খেতে পেলে বাঁচবে।

জগাই ॥ হ্যাঁ, খেতে দিতে হবে। অন্ন চাই, অন্ন কেড়ে আনবো।

মধু ॥ এই হাতের মাংস কেটে খাওয়াও, এই বয়স থেকে শেখাও নরমাংস ভোজন।

[জগাই ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিতে সে হাসিয়া উঠে]

জগাই ॥ লুঠ ক'রে চাল আনবো। খুন ক'রে চাল বার ক'রে আনবো।

[প্রস্থানোদ্যত, এই সময়ে সাদিরের প্রবেশ, হাতে পুঁটলি]

সাদির ॥ জগাই। আমার কালু মারা গেছে। তোমাকে মেরেছিলাম, তোমার লেগেছিল না? তুমি মেয়ের জন্য এক মুঠো চাইতে এসেছিলে, তাই তোমাকে মেরে গুণাহ হয়েছে। ঘরে গিয়ে দেখি কালু চ'লে গেছে, খাওয়ার লোক নেই।

জগাই ॥ আমার মুক্তোর শ্বাস উঠেছে।

সাদির ॥ এই নাও, খাওয়াও, মুক্তোকে খাওয়াও। কালু খায়নি, মুক্তো থাক, প্রাণ ভ'রে দেখি—যদি অবশ্য মুসলমানের ছোঁয়ায় আপত্তি না থাকে—

জগাই ॥ মুসলমানের ছোঁয়া। [আলিংগন] এই তো ছুঁলাম। ক্ষুধার আবার জাত !

[জগাই পুঁটলি লইয়া কন্যার নিকট আসে, পুঁটলি খুলিয়া এক মুষ্টি অন্ন ধরে মুক্তোর মুখের সামনে]

জগাই ॥ ভাত নিয়ে এসেছি।

[ততক্ষণে ঠাকুমার কোলে মাথা রাখিয়া মুক্তো তাহার মায়ের নিকট চলিয়া গিয়াছে]

হর ॥ মুক্তো আর নেই বাবা।

জগাই ॥ [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া] এক মুঠো খেয়ে যেতে পেলো না ? না খেয়েই চ'লে গেল মায়ের কাছে ? [কিছুক্ষণ মুষ্টির দিকে তাকাইয়া সে কাঁদিয়া উঠে, তারপর গোগ্রাসে গিলিতে শুরু করে] আমি এমন বাপ, মরা মেয়ের বুকে ভাত রেখে খাচ্ছি ! তোমরা হ্যাখো, আমি এমন স্বার্থপর উদরসর্বস্ব পিতা, এ ভাত খেতে আমার লজ্জা হচ্ছে না। মেয়েকে না দিয়ে নিজে খাচ্ছি—আমার খিদে পেয়েছে।

[মুসা ফকিরের পুনঃ প্রবেশ]

মুসার গান

আজ বাংলার ঘরে
লুকিয়ে ছোবল মারে
কেউটে সাপের ফণা
উর্দ্ধত বর্বর
নির্বোধ শিশুকে বধে ক্রুর ছলনার।
আমার সোনার বাংলার
হাজার হাজার ঘরে
হাজারো মায়ের ক্রোড়ে।

হর ॥ তুমি কে বাবা? কি তোমার আদেশ।

॥ মুসার গান ॥

আজ পলাশী মাঠে
সিরাজ বিস্ময়াকুল
কুচক্রী মীরজাফর
অধম কাফের
বেশরম শিরে ধরে জুতা বিদেশী কুত্তার
আমার সোনার বাংলার
পলাশী বুকের পরে
জাফরেরা অবাধে ঘোরে।

মুসা ॥ তোমাদের ডেকেছেন। এসো।

হর ॥ কে ডেকেছে বাবা? কোথায় যেতে হবে?

মুসা ॥ যেতে হবে সীমান্তের অরণ্যে, মোরাং যার নাম। তোমাদের ডাক এসেছে—এসো।

সাদির ॥ কে ডেকেছে পীর সাহেব?

মধু ॥ কার ডাক অরণ্য থেকে?

জগাই ॥ সে কি আমার মেয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে?

মুসা ॥ সে মড়া জাগায় না, জ্যান্ত মানুষ জাগিয়ে ফেরে। তার হাতে জুলফিকার তরবারি।

হর ॥ কি নাম তার?

মুসা ॥ সে এক নিষিদ্ধ নাম। তোমাদের ডাক এসেছে তাই বলি—মজনু শাহ।

সকলে ॥ মজনু শা।

॥ মুসার গান ॥

আজ ধানের ক্ষেতে
সাহেব চাবুক মারে
নিরন্ন ক্ষুধিত চাষী
রক্তাক্ত শরীর
আর্তনাদে ফেটে পড়ে রাগে শতবার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো ক্ষেতের পরে
খুনের আল্পনা পড়ে ॥

[মুসার পশ্চাতে সকলের প্রস্থান]

তিন

[ভূতনাথ গ্রামে চৌধুরী বাড়ির প্রাঙ্গণ, প্রফুল্লমণি ও দেওযান কিশোরী লালের প্রবেশ]

প্রফুল্ল ॥ রসুলাবাদেব মহাল জমিটা বিক্রির কি করলেন, দেওযানজী ? পবের বছরের কোম্পানির খাজনার ব্যবস্থা এখন থেকে করতে হলে জমি খানিক বিক্রী না করে উপায় কি ? চাষীরা তো আর দিতে পারবে না।

কিশোরী ॥ ইদরিসপুরের সুন্দর বাঁড়ুয্যে জমিটা নেবেন মনে হচ্ছে।

প্রফুল্ল ॥ দেওযানজী, এত বৎসর জমিদারি চালাচ্ছেন, আর এত বড ভুলটা চোখে পডে না।

কিশোরী ॥ কিসের ভুল, বৌদি ?

প্রফুল্ল ॥ ইদরিসপুরেব সুন্দর বাঁড়ুযোর হাতে রযেছে বাইশটা কটকোবালা। এ বাডির চুল পর্যন্ত তাঁর কাছে বিকিয়ে গেছে, শ্বশুর মহাশয় যত কর্জ করেছেন সব সুন্দর বাঁড়ুযোর কাছ থেকে। তার মধ্যে সাতটা তমসুকের মেযাদ হযে গেছে। সেই সুন্দর বঁড়ুয্যেরই কাছে গেলেন জমি বেচতে ? তিনি তো নগদ দেবেন না, জমিটা নিযে নেবেন ঋণ শোধের হিসাবে।

কিশোরী ॥ আবার তাঁর ঋণ শোধ না করলে তিনিও তো মামলা করবেন বৌদি।

প্রফুল্ল ॥ না, দেওয়ানজী তিনি আর কিছুই করতে পারবেন না। গতকাল আমিই তাঁর নামে আগে মোকদ্দমা করেছি। কারণ আমি বলছি তাঁর দলিলে শ্বশুর মশাইয়ের যে দস্তখত রযেছে তার সব ক'টা জাল।

কিশোরী ॥ জাল ?

প্রফুল্ল ॥ হ্যাঁ, এবং আমি দেওয়ানি আদালতে দাঁড়িয়ে যখন কেঁদে বলবো, অসহায়া রমণীর ওপর এই জুলুম বন্ধ হোক তখন কাজি-সাহেব কি করবেন আমার জানা আছে। সেই বানারসি প্রসাদ মহাজনের মামলা মনে আছে দেওয়ানজী ?

কিশোরী ॥ মনে আবার নেই। তুমি যত কাঁদো, বিচারপতি তত কাঁদে। আদালত জুড়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো।

প্রফুল্ল ॥ (হাসিয়া) সেই বন্যা সাঁতরে তীরে এসে উঠলাম আমিই, বানারসি প্রসাদ তলিয়ে গেল। এক্ষেত্রে অবশ্য আমার মামলার যুক্তি আছে, শ্বশুর মশায়ের দস্তখত সত্যিই মিলছে না।

কিশোরী ॥ সে কি ?

প্রফুল্ল ॥ হ্যাঁ। একবার সুন্দর বাঁড়ুয্যের বাড়ি গিয়ে, তাঁকে কাকাবাবু ডেকে, হেঁসেলে ঢুকে কাকীমার হাতের রান্নাখেয়ে তারপর দলিলগুলোদেখে এসেছি সই মিলবে না। কারণ——বলতে নেই——শ্বশুরমশাই দলিলগুলো সই করেছিলেন মদের ঘোরে। সুন্দর বাঁড়ুয্যে তাকে মদ খাইয়ে সই করাতো। আঁকাবাঁকা লেখা। তাঁর স্বাভাবিক দস্তখতের মতন নয়। এই নিন, আদালতের আমার এজাহারটা রেখে দিন সিন্দুকে। হিসেব দেখি।

কিশোরী ॥ দিদি, তুমি পুরুষ হয়ে জন্মালে আকবর বাদশা হতে।

প্রফুল্ল ॥ (হাসিয়া) না, পুরুষ হলে শ্বশুরমশায়ের মতন সব টাকা উড়িয়ে দিতাম !

কিশোরী ॥ দাদার চিঠি পেয়েছ ?

প্রফুল্ল ॥ অনেকদিন পাই নি।

কিশোরী ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কোথায় প্রবাসে দিন কাটাচ্ছে। এ বিরহ কি ক'রে সইছ, বৌদি ?

প্রফুল্ল ॥ কলকাতা এমন কিছু প্রবাস নয়, সাত দিনে পৌছুনো যায়। আর

বিরহের কি হ'লো। গেছে রোজগার করতে, নইলে এ বাড়ির হাঁড়ি চড়তো না।

কিশোরী ॥ সত্যি ক'রে বলো তো বৌদি, বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে না তোমার ?

প্রফুল্ল ॥ (একটু নীরব থাকিয়া হঠাৎ রুষ্ট স্বরে) সেটা আপনাকে বলার কোনো কারণ দেখি না, আপনি হিসেবে ভুল করেছেন কেন সেটা বলুন।

কিশোরী ॥ কি ভুল করেছি, বৌদি ?

প্রফুল্ল ॥ কাঙালিপুরের জমার ফর্দে অন্ততঃ ছ'টা নাম বাদ গেছে।

কিশোরী ॥ হতেই পারে না—

প্রফুল্ল ॥ কিরু শেখ কাঙালিপুরের প্রজা নয় ? আনন্দ, প্রহ্লাদ দাশ, আশগর আলি ?

কিশোরী ॥ ওরা কাঙালিপুরের প্রজা বলছ ? [মাথা চুলকান]

প্রফুল্ল ॥ নিজের প্রজাদের নাম মনে থাকে না ? আমার তো প্রত্যেকের চেহারাও মনে আছে। দেওয়ানজী, আপনার বড্ড বয়েস হয়ে গেছে, এবার বোধহয় বানপ্রস্থে যাওয়া দরকার।

কিশোরী ॥ ওখানটা দাগিয়ে রাখো আমি দেখছি।

[পুস্তকআদি হস্তে বালকপুত্র গৌরদাসের প্রবেশ]

প্রফুল্ল ॥ আয়, বোস। রঘুবংশ খোল, দশম সর্গ। অন্বয় ক'রে ক'রে পড়। কোথায় গিয়েছিলি ? পাড়া বেড়াতে ?

গৌর ॥ বেণীর সংগে খেলতে।

প্রফুল্ল ॥ আর কি করবে ? গাঁয়ের যেটা সবচেয়ে বজ্জাত ছোঁড়া তার দিকেই তুমি হেলবে, এ আগে থেকে জানা। ওটা বংশের ধারা। খোল রঘুবংশ।

কিশোরী ॥ বৌদি, ভাবছিলাম ওকেও এসব জমিদারির কাজ কিছু কিছু শেখালে হোতো না ? ওকেই তো একদিন ভার নিতে হবে।

প্রফুল্ল ॥ জমিদারির কাজ আবার শিখবে কি। এ তো বজ্জাতি বুদ্ধি থাকলেই

করা যায়, যেটা ওর ষোলো আনা আছে। আমি কি কিছু জানতাম নাকি ?

কিশোরী ॥ তোমার কথা আলাদা।

প্রফুল্ল ॥ মোটেই না এতে শেখার কিছু নেই। লোক ঠকাতে পারলেই হোলো, চুরি জোচ্চুরি খানিকটা জানলেই হোলো। চুরি শেখার পাঠশালা আছে নাকি, দেওযানজী ? তাছাড়া ও বোধহয আব বসতে পাবে না বাপের গদীতে।

কিশোরী ॥ একি অলুক্ষুণে কথা ভর সাঁঝের বেলা।

প্রফুল্ল ॥ এ পচে গেছে দেওয়ানজী, এর ভিৎ পর্যন্ত ক্ষযে গেছে, ধ্বসলো বলে। দরারওযালি ইমারতমে জিন্দগি কি আইস গুজারণা হ্যায, ব্যস। পাঁক আর কাদা ঘেঁটে কোনরকমে দাঁড করিযে রেখেছি—হঠাৎ ধ্বসে পডবে হুডমুড ক'রে। (গৌরকে) তুই হাঁ ক'বে কি শুনছিস রে ? পড়—

গৌর ॥ এটার অন্বয হচ্ছে না।

প্রফুল্ল ॥ চরণটা পড়্ না আগে বোকা ছেলে।

গৌর ॥ বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতস্ত্যজন্তু মরুতাং পথি।
পুষ্পকালোক-সংক্ষোভং—

[ক্ষ উচ্চাবণ গৌবের সঠিক হয নাই]

প্রফুল্ল ॥ (শুদ্ধ উচ্চারণে) সংক্ষোভং।

গৌর ॥ পুষ্পকালোক-সংক্ষোভং মেঘবরণ তৎপবাঃ।

প্রফুল্ল ॥ সবচেযে সহজ ছাত্রের অন্বয কবতে পাবিস নে ? তোর বাবা ফিরে এসে যখন পডা ধরবেন, তখন তোর কান দুটো না ছিডে নেন। মরুতাং অর্থাৎ দেবানাং পথি, অর্থাৎ আকাশে, নৈমালিকাঃ মেঘাবরণ তৎপরাঃ পুর্ণকৃতঃ পুষ্পকালোক-সংক্ষোভং তৎজন্তু। সহজ কথা। পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ যখন আকাপথে ব্যোমযানে বিচরণ করেন—দেওয়ানজী, এখানে সামান্য

যোগ করতেও ভুল করেছেন, আট আর পনেরো বাইশ লিখেছেন—তখন রাবণের পুষ্পকরথ দেখিলে তাঁহারা মেঘের পিছনে লুক্কায়িত হন।

[মহাকালী দেবীর প্রবেশ]

মহাকালী ॥ পুজোর ঘরের চাবি কোথায়? সাঁঝের বেলায় স্নান সেরে পুজো করতে পাবো না? কোথায় চাবি?

প্রফুল্ল ॥ এই যে চাবি, মা।

মহাকালী ॥ পুজোর ঘরে চাবি এ'টেছ কেন?

প্রফুল্ল। মদনমোহনের গায়ে সোনার গয়না আছে মা, দিনকাল ভালো নয়, চারদিকে ডাকাতি হচ্ছে, তাই আমি—

মহাকালী ॥ আমার পুজোর ঘরে চুরি হ'লো কিনা আমি দেখবো, তুমি সেখানে গিয়ে তালা ঝোলাবার কে? কি অধিকারে একাজ করেছ?

প্রফুল্ল ॥ আর করবো না। আমি ভালো ভেবেই করেছিলাম, কিন্তু আপনার আপত্তি থাকলে আর কথাই ওঠে না।

মহাকালী। আর কতভাবে আমায় বন্দী করবে? নিজগৃহে বন্দী হ'য়ে আর কতকাল কাটাবো?

প্রফুল্ল ॥ কে আপনাকে বন্দী করেছে?

মহা ॥ তুমি।

প্রফুল্ল ॥ আমি?

মহাকালী ॥ [সজোরে] হ্যাঁ, তুমি। আস্তে আস্তে আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছো, এ বাড়ির কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছো। এখন কোনোমতে তোমার অনুগ্রহের ওপর নির্ভর ক'রে টিকে থাকতে হচ্ছে।

প্রফুল্ল ॥ এ কথাটা আপনি মাঝে মাঝেই ব'লে থাকেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কথাটার অর্থ। আপনার কোন্ অধিকারটা কেড়ে নেয়া হয়েছে?

মহাকালী ॥ সিন্দুকের চাবি তোমার আঁচলে কেন? তুমি পরের মেয়ে। এ বাড়িতে বউ হ'য়ে এসেছো—

প্রফুল্ল ॥ আপনিও পরের মেয়ে, আপনিও বউ হয়েই এসেছিলেন। আর সিন্দুকের চাবি আপনার কাছে কোনোকালেই ছিল না, তাই আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবো কি করে?

মহাকালী ॥ তোমার দুরভিসন্ধি বুঝতে আমার আর বাকি নেই। সিন্দুকের চাবিই শুধু আঁচলে বাঁধোনি চৌধুরীদের যা কিছু আছে সব গ্রাস করতে চাও। এদের জমিজমা টাকাকাড়ি সব আত্মসাৎ ক'রে বাপের বাড়ি পালাতে চাও।

কিশোরী ॥ মা! কি বলছেন মা! বৌদি না থাকলে এ জমিদারির কিছুই থাকতো না, শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেতো।

প্রফুল্ল ॥ আপনি ওদিকে কান দেবেন না—এটা দেখুন, হকিযৎ নালিশের তারিখটা লেখেন নি।

মহা ॥ [চিৎকার করিয়া] সমস্ত খাতাপত্র তুমি গায়েব করেছো কেন? জবাব দাও, কেন সব সিন্দুকের চাবি যক্ষের ধনের মতন আগলে রেখেছ? এ বাড়ির কর্ত্রী আমি—আমায় দাও চাবির গোছা।

প্রফুল্ল ॥ সেটা তো সম্ভব নয়। আমার স্বামী আমায় চাবি দিয়ে গেছেন, ফেরৎ দেবো তাঁর হাতে। হিসেবও তিনি এলে তাঁকে বুঝিয়ে দেবো, আপনাকে নয়, কেননা তিনিই জমিদারির ভার আমায় দিয়ে গেছেন।

মহা ॥ তুমি ছোটলোক কায়েতের মেয়ে—এ বাড়িতে ছুঁচ হ'যে ঢুকে ফাল হ'যে বেরুতে চাও।

গৌর ॥ [হঠাৎ] ঠাকুরমা, তুমি রোজ রোজ মাকে যদি এমন ক'রে বকো, তা হ'লে ভাল হবে না।

প্রফুল্ল ॥ [গৌরকে ঠাস করিয়া চড় মারিয়া] চুপরও বজ্জাত, গুরুজনের মুখের ওপর কথা! এই সহবৎ এদ্দিনে শিখেছ?

মহা ॥ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলো! এ সংসারটাকে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিলো! আস্তে আস্তে সব হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। দুধকলা দিয়ে ঘরে কালসাপ পুষেছিলাম। আমার ছেলেকে কোথায় তাড়িয়েছ?

প্রফুল্ল ॥ সেটা আপনার ছেলে বলবেন আপনাকে, এখন যান পুজো করতে।

মহা ॥ তুমিই আমার ছেলেকে ঘরছাড়া করেছো। এখন খালি বাড়িতে বসে রাহাজানি করছো, ডাকাতি করছো।

[অসহ্য ক্রোধে প্রফুল্ল হিসাবের খাতা ভূমিতে নিক্ষেপ করে]

প্রফুল্ল ॥ বেশ, নিন না কুড়োন খাতা, ক্ষমতা থাকে চালান সাধের জমিদারি। কি হ'লো? পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন? অনেক দুঃখ-অপমান-লাঞ্ছনা নীরবে বুকে চেপে যদি ধূর্ততা আর শাঠ্যের কৌশলে সহস্র শত্রুর সংগে সংগ্রাম করতে পারেন তবে তুলে নিন ঐ খাতা, নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন, আমি চলে যাই ছোটলোক কায়েতের ঘরে।

[নীরবতা]

কিশোরী ॥ কেন অমন রাগ করছো বৌদি? মা, আপনি জানেন না, এই কায়েতের মেয়ে যদি একদিনের তরে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে এ জমিদারি অচল হয়ে যাবে।

[খাতা কুড়াইয়া প্রফুল্লকে দেন]

প্রফুল্ল ॥ [শান্তস্বরে মহাকালীকে]। অবশ্য আপনাকে দোষ দিই না। আপনি ছিলেন বড়বাবুর চার স্ত্রীর একজন, সারা জীবন কেটেছে বঞ্চনা আর অপমানে। নারীর মর্যাদা কখনো পাননি, তাই কোনো নারীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেখলে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে মরেন! পুরুষের কাছে চান পদাঘাত আর নারীকে দেখতে চান আপনারই মতন পদাঘাতে জর্জরিত। আপনাকে দোষ দেয়া আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করবেন। এবার যান, পুজো করুন গে যান।

[বাহিরে কোলাহল]

দেউড়িতে কিসের হট্টগোল। দেওয়ানজী দেখুন—

[কিন্তু কিশোরীলাল বাহিরে যাইবার পুর্বেই প্রবেশ করেন।
ক্লিফটন, শশাংক, সাবর্ণ, রেনেল, ভৃত্য ও পাইক]

ক্লিফটন ॥ ইনদ' কোম্পানিস, নেম, কেউ কোন অস্ত্রে হাত দেবেন না।

শশাংক ॥ ভূতনাথ গাঁয়ে এসে চৌধুরীবাড়ি ঘুরে না গেলে মহাপাতক হয়। [মহাকালীকে নমস্কার করিয়া] মায়ের পায়ের ধুলো না নিয়ে ফিরতে পারলাম না।

প্রফুল্ল ॥ [ঘোমটা টানিয়া]। সোজা আঙিনায ঢুকে আসাটা কি বাজপুরের রেওয়াজ, দত্তমশাই ? সংগে আবার ম্লেচ্ছ সেপাই নিযে !

রেনেল ॥ আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনবেন না, আফিম খেয়ে চূর হয়ে আছি।

প্রফুল্ল ॥ ও, এই সাহেব বাংলা জানেন বুঝি ? তা হলে তো কথাটা বেফাঁস হযে গেছে, ক্রটি মার্জনীয়। তা দত্তমশাই এভাবে অন্দরে না ঢুকে বৈঠক খানায বিশ্রাম করার আজ্ঞা হয।

শশাংক ॥ যে পিণ্ডিই পাবে না সে কীর্তন গায় কোন লজ্জায এটাই ভাবি। অন্দরে ঢুকবো না বার বাড়িতে বসবো সেটা আদেশ কববেন মা-ঠাকরুণ গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এখানে তুমি মুখ খুলছো কেন ?

[প্রফুল্ল চমকিত, একবার সকলের মুখ দেখিয়া লইয়া কহে —]

প্রফুল্ল ॥ দত্তমশাযের যেন কিঞ্চিৎ বাড বেড়েছে কিন্তু এটা বাজপুর নয ভূতনাথ। অন্দরে ঢুকে কূলবধূদের অপমান করা এই গাঁয়ের রেওযাজ নয়। দেওয়ানজী, বরকন্দাজ ডাকুন।

ক্লিফটন ॥ বরকন্দাজ কি করবে, বাড়ীর সামনে খাস গোরা ফৌজ মোতায়েন রয়েছে দরকার হলে গুলি চালিয়ে কোম্পানির হুকুম তামিল করবো।

রেনেল ॥ হ্যাঁ, আমাদের ওপর ভার পড়েছে এই গোরুটাকে রক্ষা করার।

শশাংক ॥ সাহেব সব সময পরিহাস ভালো লাগে না —হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ উপস্থিত থাকতে তুমি বরকন্দাজ ডাকো কোন্ লজ্জায় ? পেতলের সবার মতন জাঁক করে বাজছো কেন গো ?

কিশোরী ॥ খবরদার ! ভদ্রভাবে কথা বলুন !

সাবর্ণ॥ তুই চুপ কর! রাজায় রাজায় কথা হচ্ছে উলুখড় খস খস ক'রে উঠছে।

শশাংক॥ [মহাকালীকে] আজ্ঞা করুন মা ঠাকরুণ।

মহা॥ আপনারা··আপনারা কী বলছেন তো কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

শশাংক॥ সে কি? মা, আপনি এতো বড চৌধুরীবাডির খাস রাণী আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনাকে কি ভাঙ খাইয়েছে?

মহা॥ ভাঙ? কে খাওয়াবে?

শশাংক॥ এই পুতনা রাক্ষসী, আপনার পুত্রবধূ।

কিশোরী॥ খামোশ, বদমাশ! জবান সমহালো।

সাবর্ণ॥ চোপরও! পেটের নিমনিষিন্দে পেটে চেপে রাখো বাবা, নইলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

শশাংক॥ মা আপনি এই মেয়ে ছেলেটাকে ঘোডা ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে দিচ্ছেন কেন?

কিশোরী॥ অসহ্য এদের স্পর্ধা এই বদরুদ্দিন! শড়কি আন!

[পাইক তাহাকে ধরিয়া ফেলে]

ক্লিফটন॥ আমি এখানে থাকতে গণ্ডগোল করা উচিত হবে না, কেননা সংগে সংগে আমি কামান দেগে এই ভূতনাথ গ্রামকে ভূতপূর্ব গ্রাম বানাবো।

শশাংক॥ মা, এসে গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা করে ভাঙা পিঁডির আল্পনা হ'যে ব'সে, থাকবে, আপনি সেটা সহ্য করবেন।

মহা॥ ও আমার ছেলের-বউ, আমার ছেলে ব্রজেশচন্দ্রের স্ত্রী আমার ছেলেই ওকে তালুকের ভার দিযে গেছে।

শশাংক॥ আর ছেলে যদি সে ভার ফিরিয়ে নেন?

মহা॥ [নীরবতার পর] আমার ছেলেই এ তালুকের মালিক। সে যা বলবে তাই হবে। কিন্তু সে আমাদেরকে পত্র লেখেনি অনেকদিন—

শশাংক॥ কিন্তু তিনি কালকাতায় কোম্পানিকে পত্র লিখেছেন। পাপ

আর ছাইচাপা নেই। ঘর আঁধার ব'লে কি নিম মিষ্টি হয়ে যায়? তেতোর জাত তেতোই থাকে। ব্রজেশচন্দ্রের চিঠিতে সব ফাঁস হয়েছে। ইনি যে একলা ঘরের গিন্নী হয়ে চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাবেন, সেটি আব হচ্ছে না!

প্রফুল্ল ॥ [প্রবল আশংকায় অধীব, অথচ আত্মমর্যাদা না ভুলিয়া] কি লিখেছেন আমার স্বামী?

শশাংক ॥ [পত্র বাহির করিয়া] কোম্পানিকে লিখেছেন। এই যে সাহেব পড়ে দিন।

রেনেল ॥ আমি কি আপনার চাকর নাকি? নিজের বদমাইশি নিজে করুন।

ক্লিফটন ॥ আমি পড়ছি। এ পত্র গত ভাদ্র মাসের ৮ তাবিখে লেখা হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানি বাহাদুর—ইত্যাদি। আসল কথায় আসি—এই যে—আমার ধর্মমতে বিবাহিত পত্নী প্রফুল্লমণি—(চীৎকার করিয়া) চবিত্রভ্রষ্টা, কুলটা, তাই আমি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিব না।

[নীরবতা প্রফুল্লর গলা চিরিয়া অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হয়]

প্রফুল্ল ॥ মিথ্যে কথা। মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে—আমাব স্বামী একথা লিখতে পাবেন না।

মহা ॥ এ আপনি কি শোনালেন? আমাব ছেলে একথা আমাকে না বলে সাহেবদের লিখলো কেন?

ক্লিফটন ॥ আপনি ব্রজেশচন্দ্রের আংটির শীলমোহব চেনেন?

মহা ॥ চিনি।

ক্লিফটন ॥ [পত্র দেখাইয়া] এই দেখুন। হাতের লেখা চেনেন? এটা কার লেখা?

মহা ॥ আমি · আমি লেখাপড়া জানি না!

ক্লিফটন ॥ [কিশোরীকে] আপনি তো চেনেন ব্রজেশ্চন্দ্রের হাতের লেখা।

কিশোরী ॥ চিনি।

ক্লিফটন ॥ এই দেখুন।

[দেখিয়া হঠাৎ কিশোরীলাল কাতর আর্তনাদ করিয়া উঠেন]

কিশোরী ॥ দাদা, তুমি এ কী করলে আমাদের, দাদা! তুমি নিজের সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেলে।

প্রফুল্ল ॥ দেওযানজী! সত্যিই···সত্যিই তাঁর লেখা?

কিশোরী ॥ বৌদি, দাদা এসব কি লিখেছে দাদা। বৌদি তুমি

[আর বলিতে পারেন না।]

প্রফুল্ল ॥ [মৃদু ভযার্ত কণ্ঠে] জাল! শীল জাল করেছে, হাতের লেখা জাল করেছে!

শশাংক ॥ বাবা, তুমি যে দেখছি এক চোখে কাঁদো, এক চোখে হাসো, ধড়িবাজির আর শেষ নেই। বলি কলকাতার বড় বড় সাহেবরা ব্রজেশ-চন্দ্রের হাতের লেখা দেখলো কোথায যে জাল করবে? গভর্ণর কাটিযার সাহেব, ডাইরেক্টর হেস্টী সাহেব, তারা এক অজানা গণ্ডগ্রামের ব্রজেশচন্দ্রের লেখা আর শীল মোহর পাবে কোত্থেকে? এই নিন মা, পাছে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয তাই আপনার ছেলে আংটিটা সুদ্ধ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। চিনতে পারেন? নাকি কলির রাধা বলবেন আংটিটা সুদ্ধ জাল।

[মহাকালী আংটি লইয়া পুত্রবধুর নিকটে আসেন]

মহা ॥ আমার মন বলছিল, ছেলেকে ঘরছাড়া করেছিস তুই। কিন্তু তুই যে একটা বেশ্যা এটা বুঝতে পারিনি।

প্রফুল্ল ॥ মা, আমি···আমি এর কিছু জানি না মা।

শশাংক ॥ আহা হা! এদিকে উপপতির নামটি পর্যন্ত জানিযে দিযেছেন ব্রজেশচন্দ্র।

ক্লিফটন ॥ পড়ে দিন কে এই বেশ্যার উপপতি?

শশাংক ॥ [পত্র দেখিয়া] কদম গাছের কানাইটি হচ্ছেন—কোথায় গেল—এই যে ভোলা নাপিত। তাকে এই মেযেছেলে মাসে মাসে বিশ টাকা

দিত। অকালে ভোলা মরেছে, তাই বোধ হয় এবার ইনি নতুন নাগর। খুঁজছেন।

মহা॥ [কিশোরীকে] ভোলাকে এ টাকা দিত ?

কিশোরী॥ হ্যাঁ, মা আমি ভাবতাম গরীবের দুঃখে গলে গিয়ে—

[কাঁদিতে থাকেন]।

মহাকালী॥ [ক্রমশঃ ক্রোধে কাঁপিতে থাকেন] ভেবেছিলাম শুধু টাকা হাতিয়ে নিতে এ বাড়িতে ঢুকেছিস। এখন…এখন দেখছি…তুই এ-বাড়ির মান ইজ্জতে কালি মাখাতে এসেছিস। কুলটা! বেশ্যা! যা—ভোলা নাপিতের ঘরে! যা যাকে দেহ দিয়েছিস তার ঘরে যা! দেওয়ানজী, গাঁয়ের লোক ডাকুন, এর মুখে চুন-কালি মাখিয়ে একে গাঁয়ের বাইরে রেখে আসুন।

[পাইক ঢোল দেয়, বাইরে কোলাহল]

সাবর্ণ॥ সাক্ষী এসো, সাক্ষী এসো। সাক্ষী এসো। প্রফুল্লমনি কুলটা হয়েছে, সাক্ষী এসো।

মহা॥ অগ্নি পরীক্ষা হবে, আগুন দিন।

[এক মালসা আগুন আনিয়া দেয় সাবর্ণ]

শশাংক॥ শুন ভদ্রজন। এই প্রফুল্লমণির স্বামী ব্রজেশচন্দ্র অভিযোগ করেছে প্রফুল্ল নষ্ট মেয়েমানুষ। আপনারা সাক্ষী, মাতাঠাকুরাণী অগ্নিপরীক্ষা করাবেন।

মহা॥ আঙুল দেখি। যদি সতী হস তো আগুনে আঙুল পুড়ে কালো হয়ে গেলেও তোর কষ্ট হবে না দে আঙুল দে আগুনে যদি সাহস থাকে। যদি স্বামীপদে অচলা হস তাহলে যিনি সীতাকে রক্ষা করেছিলেন তিনি তোকেও রক্ষা করবেন। আর সাহসই যদি না হয় তো না বুঝবার বুঝবো।

[নীরবতা থমথম করছে ; প্রফুল্ল অসহায় চক্ষে সকলকে দেখে]

প্রফুল্ল ॥ জগদীশ্বর, দীনের সহায়, একবার ভুল করেও তোমার নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটাও ঠাকুর।

[আঙ্গুল আগুনে দিযাই সে চমকিযা হাত টানিয়া নেয়]

[সংগে সংগে ঢোল বাজিযা উঠে , শশাংক, সাবর্ণ প্রভৃতি পাগলের মতন নৃত্য করিতে থাকেন।] শুনুন। সতী অসতী সকলেরই সমান ব্যথা, আগুন বাছবিচার করেনা। বৈশ্বানরের কাছে পাপ পুণ্য সমান।

মহা ॥ সিঁদুর মোছ, হতভাগী। মুছে ফেল এয়োতীর গর্ব। ভাঙ শাঁখা।

প্রফুল্ল ॥ (এবার সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে) মা আমি কিছু করি নি মা। আমি স্বামী ছাড়া অন্য চিন্তা জানিনা। কেন তিনি আমাকে এ অভিশাপ দিলেন, আমি জানি না।

[সিঁদুর মুছিযা ফেলে শাঁখা খুলিয়া ফেলে]

শশাংক ॥ শুনুন—ভদ্রজন। নানা প্রমাণ ও অগ্নি পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইল যে প্রফুল্লমণি অসতী, ভ্রষ্টা, কুলটা। সুতরাং সামাজিক বিধানে ইহাকে গৃহ ও গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মহা ॥ এই নে, চুনকালি মাখা মুখে। এ বংশের মুখে যা মাখিয়েছিস, এবার নিজের মুখে মাখ্।

[গ্রামের এক রমণী তাহার মুখে চুন-কালি মাখায়]

প্রফুল্ল ॥ আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না।

গৌর ॥ মাগো। কি করছে তোমায ? তোমায় কেন এমন করছে ওরা ?

মহা ॥ চট পরাও।

[ক্লিফটন হাসিয়া চটের বসন পরাইয়া দেয়]

এবার নিয়ে যাও গাঁয়ের বাইরে।

কিফটন ॥ এতক্ষণে সত্যিই রাজরাণীর মতন দেখাচ্ছে। [হাস্য]

শশাংক ॥ চলো, বাপু, অন্য কোথাও গিয়ে চাঁদের হাটবাজার বসাও। আমরা

গেরস্ত মানুষ, আমাদের গাঁয়ে ওসব চলবে না। কেমন কি না?

[সমবেত সমর্থন]

নিয়ে যাও এবার।

[ঢোল বাজাইযা নৃত্য করিতে করিতে তাহাকে লইয়া অগ্রসর হয়—]

গৌর ॥ মা। কোথায যাচ্ছ মা? কোথায নিযে যাচ্ছে তোমায?

প্রফুল্ল ॥ একবার—একবার ছেলের মুখখানা .দেখতে দাও। ছেঁাব না ওকে ছেঁাবো না, শুধু একবার মুখখানা দেখবো—

সাবর্ণ ॥ আর বেশী গাব খেও না, মাগী তুমি ও ছেলের মুখের পানে চাইলে ওর অকল্যাণ হবে।

প্রফুল্ল ॥ আমি ওর মা, আমি ওকে গর্ভে ধরেছি, বেশ্যাদেরও তো ছেলেপুলে থাকে, দত্তমশাই তারাও মা হয়। মায়ের এই প্রার্থনাটা রাখুন দত্তমশাই পাযে পড়ি দত্ত মশাই।

ক্লিফটন ॥ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

[গৌরের "মা" "মা" ডাক ক্রমে মিলাইযা যায়]

শশাংক ॥ ও ছেলে এখন ভূতনাথ গ্রামের মালিক, তোমার মতন ডাইনীর নজর যাতে ওকে না লাগে সেটা দেখতে হবে তো। [মহাকালীকে] মা, এই যে কোম্পানীর আমলনামা। এক পুতের আশায় নদীতীরে বসে লোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ঐ ব্যাভিচারিণী বলে তার দিকে তাকাবে।

মহা ॥ এই আমলনামায কী লেখা আছে।

শশাংক ॥ আপনার পৌত্র গৌরদাস চৌধুরীই মালিক হলেন মা, আমি থাকবো তাঁর আমমোক্তার। মায়ের আশীর্বাদ থাকলে মাকে আবার এই বাড়ীতে মহারাণীর গৌরবে ভূমিষ্ঠ—না প্রতিষ্ঠিত—তারপর কি যেন ছিল? রাত্রে ঘুম হয়নি বলে পরের কথাগুলো আর মনে করতে পারি না মা। যাও, এবার দেখুন মাগীকে নিয়ে যাও।

কিশোরী ॥ দত্তবাবু, এটা করবেন না। আপন মনে ওকে চলে যেতে দিন। যে গাঁয়ে ও একদিন শাহজাদীর মতন রাজত্ব করেছে, যে-গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ঐ করুণ বেশে ওকে নাই বা নিয়ে গেলেন।

শশাংক ॥ মা হুকুম দিলে তাই হবে। মা!

মহা ॥ ওকে ছেড়ে দিন।

[মহাকালীর প্রস্থান]

শশাংক ॥ খুব বেঁচে গেলে লক্ষ্মীর বেটি ফকি। দেওয়ান! আমার সংগে এসো। হিসেবপত্র, নগদকড়ি এখুনি বুঝে নিতে হবে। তোমাদের চুরি-চামারির পথ বন্ধ করে তবে জলগ্রহণ।

কিশোরী ॥ বৌদি, তুমি এই বুড়োর পাঁজর ভেঙে দিলে।

[রেনেল ও প্রফুল্ল ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

রেনেল ॥ এ অবস্থায় কি বলতে হয় আমার জানা নেই। আপনি—আপনি এখন কোন্ দিকে যাবেন?

প্রফুল্ল ॥ জানি না তো।

রেনেল ॥ আমি বাজপুরে থাকবো। যদি কখনো আপনার কোনো সাহায্য দরকার হয়—মানে যদি মনে হয় যে এখুনি কারুর সংগে কথা কইতে না পারলে মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে—আমার অমন হয় মাঝে মাঝে, একাকীত্বের চেয়ে বড় অভিশাপ তো আর নেই—এরকম যদি আপনার কখনো মনে হয় তাহলে—কি যে বলছি নিজেই জানি না।

[প্রস্থান]

[প্রফুল্ল ভূতলে লুটাইয়া কাঁদিতে থাকে]

প্রফুল্ল ॥ ভগবান! এ কি শাস্তি দিলে ভগবান? কি অপরাধে? কোন পাপে? প্রজাদের অভিশাপ লেগেছে, তাই না? প্রজাদের চোখের জলের প্রতি বিন্দুতে লুকিয়ে ছিল অভিশাপের জ্বালা, আমি বুঝতে পারিনি।

[কৃপানন্দের প্রবেশ]

কৃপা ॥ দেবী, মা।

[প্রফুল্ল শিহরিয়া উঠে]

প্রফুল্ল ॥ কে? কে আপনি?

কৃপা ॥ দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি একজন সন্ন্যাসী।

প্রফুল্ল ॥ আপনি আমাকে দেবী বলে ডাকলেন কেন?

কৃপা ॥ কেন মা? মানা আছে?

প্রফুল্ল ॥ দেবী বলে আমাকে একজনই ডাকতো। সে বহু বছর আগে—আপনি কে?

কৃপা ॥ আমার নাম কৃপানন্দ স্বামী।

প্রফুল্ল ॥ না না বলুন আপনার আসল নাম কি? সাত বছর বযসে এ বাডির বউ হযে আসি, তখন—তখন এ বাডির এক লাঠিযাল আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল। তার মুখে শুনতাম ঐ নাম—দেবী, দেবী চৌধুরাণী।

কৃপা ॥ সে লাঠিয়ালের নাম কী ছিল?

প্রফুল্ল ॥ সে নাম এখন নিষিদ্ধ নাম, ভযে কেউ উচ্চারণ করে না। সে এক ডাকাতের নাম।

কৃপা ॥ তুমিও সে নাম মুখে আনবে না?

প্রফুল্ল ॥ ভবানী, ভবানী পাঠক। সে এখন ডাকাত হযে গেছে।

কৃপা ॥ দেবী আমার মুখের দিকে তাকাও, মা।

প্রফুল্ল ॥ আপনি ও নাম জানলেন কি করে? আপনি—[মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে ধুলায় বসিয়া কৃপানন্দের পদস্পর্শ] ভবানী কাকা! তুমি তো সন্ন্যাসী। ওরা যে বলে তুমি ডাকাত।

কৃপা ॥ কার চোখ দিয়ে দেখছ মা? কারুর চোখে আমরা ডাকাত কারুর চোখে সন্ন্যাসী।

প্রফুল্ল ॥ ভবানীকাকা, তুমি এমন সময়ে এলে যখন আমার আর কিছু নেই, নিজের বলতে কিছু নেই, সন্তানও নেই। এতদিন আস নি কেন ?

কৃপা ॥ যখন তোমার সব ছিল তখন আমি আসব কেন ? যখন তুমি রিক্ত নিঃস্ব, তখনই তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। এস।

প্রফুল্ল ॥ কোথায়—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ?

কৃপা ॥ তোমার ডাক এসেছে, অন্নমূলং বলং পুংমাং বলমূলং হি জীবনম। বলপুর্বক সেই অন্ন কেড়ে নিতে হবে। তাই তোমার ডাক এসেছে, চলো।

প্রফুল্ল ॥ কার কাছে নিয়ে যাচ্ছ ? কাকা, তাকিয়ে দেখ—আমার মুখে ওরা কালি লেপে দিয়েছে। এই কালো মুখ কাকে দেখাবো ? তাকিয়ে দেখ আমার মুখ।

কৃপা ॥ [মৃদু হাসিয়া] দেবী তোকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে রে।

[নির্বাক প্রফুল্ল ওরফে দেবী চৌধুরীরাণী কৃপানন্দের মুখপানে চাহিয়া থাকেন]

আয়। তোর অপেক্ষায় বসে আছেন সন্ন্যাসী মজনু শা।

[দুইজনের প্রস্থান]

চার

[এক প্রান্তরে দেখিতে দেখিতে সমবেত হইল মশাল ও অস্ত্রে সজ্জিত সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল; কৃপানন্দ, রামানন্দ (জগাই), চেরাগ আলি (সাদির মিয়া), শিবানন্দ (মধু) মুসা শা এবং হরমণি]

॥ মুসার গান ॥

তোমরা অস্ত্র হও, হও তরবারি
গুলি হয়ে বুকে বেঁধো জুলুমবাজদের
শাণিত ছুরির ফলা বুকেতে তাদের
বসাও। এভাবে করো শেষ অশান্তির দিন।
এ দেশ নয় স্বাধীন।

কৃপা ॥ আজ দশ বৎসর পূর্বে হাতে এই তরবারি ধরিয়ে দিয়েছেন মজনু শা, মুখে দিয়েছেন স্বাধীনতার মন্ত্র, অঙ্গে গৈরিক ও নীল বসন, বুকে এক আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা। প্রথমে ভাবতাম ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় মরে আমরা পাপ করেছি বলে, গতজন্মে কোনো ব্রাহ্মণকে অসম্মান করেছি ব'লে, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়েছি ব'লে। ভেবেছি জমিদার-মহাজন গতজন্মে করেছে অনেক পুণ্য,তাই তাদের এজন্মে এত ধন। এই আঁধারে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা সকলে আর নীরবে মরেছি ক্ষুধায় আর ভেবেছি ধনী-দরিদ্রের এই ব্যবধান এটা জগদীশ্বরের বিধান। মজনু শা চকমকি ঠুকে আগুন জেলে বুকের আঁধার দূর করে দিয়েছেন, মনের মধ্যে সব এখন দিবাকরের মতন স্পষ্ট। এখন জানি আমরা ক্ষুধায় মরি বলেই ওদের এত ধন, আমাদের অন্ন কেড়ে নিয়ে ওদের বিলাস। আরো জেনেছি শুধু জমিদার-মহাজন নয়, তার পেছনে দেখা যাচ্ছে ইংরেজের লাল মুখ। প্রথমে সে মুখ ঢেকে রেখেছিল বণিকের

বিনয়ে, তারপর দেখি সে বণিক নয়, দস্যু ! সে কেড়ে নিয়েছে মুর্শিদাবাদ আর বাংলার মসনদ ; সে খুন করেছে সিরাজকে, মীরকাশেমকে, সে কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। শুধু মহাজন মেরে ক্ষুধা ঘুচবে না,শুধু জমিদার মেরেও ঘুচবে না, ইংরেজের মসনদ ধ'রে টান মারতে হবে, দেশটাকে ফিরে পেতে হবে, স্বাধীনতা ফিরে কেড়ে নিতে হবে।

॥ মুসার গান ॥

তবু ভাবো বারবার, এই ভালো যেন
এভাবে পশুর জীবন
নিজের স্বার্থচিন্তা আপন আপন
ক'রে ক'রে আপন কিছু কি পেলে ?
রক্তের মূল্যে রক্তিম স্বপ্নের দিন মেলে
এ কথা ভুলো না, সন্তানদল। তাই
এ যুদ্ধে সামিল হয়ে যাও সবাই।

হর ॥ জগাই তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে ! তুই গরীবের তলোয়ার, খাপ-খোলা তলোয়ার।

চেরাগ ॥ চারটে যুদ্ধ করেছি চারটে যুদ্ধ জিতেছি ! ঘোড়ায়-চড়া গোরা ফৌজ ঘোড়া ফেলে রেখে ছুটেছে প্রাণের ভয়ে। কামানগুলো দাগারও সময় নেই, এমনই প্রাণের মায়া। মন্বন্তরে ধুঁকতে ধুঁকতে কখনো কি ভেবেছিলাম এত শক্তি ধরি কলিজায় ?

রামা ॥ মন্বন্তরে মরেছি বলেই তো এত শক্তি। আমাদের মরা হয়ে গেছে বহুবার, তাই আর মরতে ভয় নেই।

কৃপা ॥ [গম্ভীর উচ্চারণ] জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ! শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—জন্মালে মরতেই হবে তার জন্য শোক করা চলবে না। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম। ধর্মযুদ্ধে হত হলে স্বর্গ

যাবে, বেহেস্তে যাবে। আর জয়লাভ করলে? [উচ্চতম কণ্ঠে] জয়লাভ করলে পৃথিবীটাই তোমাদের!

শিবা ॥ কখনো কি ভেবেছি সন্ন্যাসী হয়ে যুদ্ধে যাবো? ছোটজাত আমি, চণ্ডাল—

রামা ॥ কে বলেছে তোমায ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ সন্ন্যাসী হয না? সন্ন্যাসী মানে যে সর্বত্যাগী। চণ্ডাল আর শূদ্রেরই তো কোনো ধন নেই, সেই সবচেয়ে সহজে পারে সব আসক্তি ত্যাগ করতে, কারণ তার এমন কিছুই নেই যার প্রতি আসক্তি জন্মাবে।

কৃপা ॥ সন্তানগণ, এবার যুদ্ধে চলো। মোবাং অরণ্যের টারে গোরা ফৌজ ছাউনি ফেলেছে, ক্লিফটন সাহেবের সেনাপতিত্বে। এ যুদ্ধে প্রয়োজন হবে কৌশল, বুদ্ধি, মেঘের আড়ালে থেকে মেঘনাদের মতন যুদ্ধ।

শিবা ॥ মজনু শা কোথায? তাঁকে আমরা দেখি না কেন?

কৃপা ॥ নিষিদ্ধ প্রশ্ন। মজনু শা দীপ জ্বেলে যাচ্ছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। কোথায আছেন এ প্রশ্ন কোনো সন্তান করতে পারে না। পিস্তল ছুঁয়ে শপথ করো—বলো বন্দে মাতরম! বলো প্রাণ থাকতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবো না! চলো মোরাং-এর অরণ্যে!

॥ মুসার গান ॥

হাতের অস্ত্র এনে দেয় বিশ্বাস
বুক ভ'রে পরে এক আকাশ নিঃশ্বাস
মুক্ত পৃথিবীর,
এ পতাকায় অদৃশ্য অক্ষরে লেখা
যার কিছু নেই সেই এ যুগের বীর
তরাই প্রান্তরে যার পর্ণ কুটির।

পাঁচ

[বাজপুরে শশাংক দত্তের গৃহ। চীৎকার করিয়া সাগরের প্রবেশ]

সাগর ॥ মেরে ফেললে গো! বাঁচাও! কে আছো কোথায় বাঁচাও!

[পশ্চাতে সাবর্ণ ও শশাংকের প্রবেশ ; সাবর্ণর হস্তে চাবুক]

শশাংক ॥ ধরুন, ধরুন মাগীকে, চুলের মুঠি ধ'রে মুখটা মাটিতে ঘষে দিন। [নিকটে আসিয়া] কি, কি বলার আছে তোর বল্।

সাগর ॥ আমি কিছু করিনি কর্তামশায়, বিনা দোষে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

শশাংক ॥ বিনা দোষে। জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো, ছোটলোকের মেয়ে। পুকুর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলি কেন ?

সাগর ॥ পুকুরে গিয়েছিলাম চান করতে।

শশাংক ॥ চান করেতে তোর অত সময় লাগলো কেন ? হিরু বাগ্দী যতক্ষণ না নাইতে আসে ততক্ষণ পুকুরে জলকেলি করিস কেন ?

সাগর ॥ হীরু বাগ্দী কে ? তাকে আমি চিনি না।

শশাংক ॥ চোপ্‌রও ! তুই দাসী, তোকে নগত কড়ি দিয়ে কিনেছি, মনে আছে ? আমার জুতোর তলায় শুয়ে শুকতলা চাটবি, ব্যাস,আর কিছু নয়। এঁটো পাতা আকাশে ওড়ে, কিন্তু স্বর্গে যে যায় না সেটা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি। এই বরকন্দাজ, মাগীকে খোঁয়াড়ে কয়েদ করে রাখ।

[বরকন্দাজের প্রবেশ]

সাগর ॥ বাবু, আমার বাচ্চাটাকে সংগে পাঠিয়ে দাও। তার দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে বাবু, বাচ্চাটাকে সংগে নিতে দাও।

শশাংক ॥ ওঃ, আবার মাতৃত্ব জাগছে! যশোদা সাজছেন? তোদের মতন ভিখিরীদের বাচ্চা হয় কেন? বাচ্চা পয়দা করিস কেন?

সাগর ॥ সত্যি, অপরাধ হ'য়ে গেছে। আমরা কি শিশুর জন্ম দিতে পারি, কর্তামশায়? কিন্তু এবারকার মতন ক্ষমা করে দাও। বাচ্চাটা ক্ষিদেয় কাঁদবে—

শশাংক ॥ বাচ্চাটা কার? তোর স্বামীর তো?

সাগর ॥ বাবু, খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে আমার সোয়মী ম'রে গেছে, এখন আর এ অপমান তাকে লাগছে না।

শশাংক ॥ অপমান! কথা শুনলেন সাবর্ণবাবু? ল্যাঙটা আবার গলায় মোতির মালা ঝোলাচ্ছে! মান-অপমান! তোরা তো পয়সার জন্য দেহ বেচিস, কার বাচ্চা কে জানে। এরপর হয়তো দেখবো হিরু বাগ্দীর বাচ্চা পেটে ধরেছিস। এক মুহূর্ত আমার চোখের আড়াল হলেই, আমার—আমার মুঠোর বাইরে চ'লে যাস। সবাই—সবাই আমায প্রতারণা করে, সব শালা শত্তুর শত্তুর। হীরু বাগ্দীর ঘর জ্বালাবো। [বরকন্দাজকে] নিযে যা মাগীকে। খোঁয়াড়ে নিযে বেঁধে রাখ। জল পর্যন্ত দিবি না সারা দিন। সোহাগ বার করছি আমি।

[বরকন্দাজ টানিয়া লইয়া যায় সাগরকে]

সাগর ॥ বাবু বাচ্চাটা সারাদিন কেঁদে মরবে—মায়ের দুঃখ বোঝো না বাবু? তোমার ছেলেপুলে নেই? [প্রস্থান]

শশাংক ॥ চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক! এক ব্যঞ্জন ভাত খাবো, তাও নুনে বিষ দেবে? আমায ছেড়ে হিরু বাগ্দীকে ভজবে?

সাবর্ণ ॥ হিরু বাগ্দীর সঙ্গে মেয়েছেলেটার একটা কথাও হয়নি। আমি ছিলাম। পুকুরের 'এধার আর ওধার' কথা কইবে কি ক'রে?

শশাংক। তাকিয়েছে তো! চারি চক্ষুর মিলন হয়েছে আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরবার জন্য। হিরুর চোখ উপড়ে নেবো।

সাবর্ণ॥ আপনি মশাই কেমনধারা। এ বাড়িতে এলেই দেখি একটা না একটা ঝামেলা চলেছে। হাঁকডাকে চতুর্দিক কাঁপছে। মানুষগুলোর অন্ন কেড়ে নিয়ে মুনাফা করছেন, জমি কেড়ে নিচ্ছেন, ঘর জ্বালাচ্ছেন তারপর মেয়েছেলে কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত নন, তাদের অচলা ভক্তিও চাই।

শশাংক॥ হাঁ, তাই চাই। আমি সব চাই। আধাআধি আমার নেই। বখড়ায় আমার মন ওঠে না, সব কেড়ে কুড়ে ভোগ করবো, আর যার কাড়বো সে পায়ের কাছে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলবে, সব কেড়ে নিয়ে আমায় কৃতার্থ করছেন, তবে শশাংক দত্ত তুষ্ট। সাহেবরা আসছেন, জানেন!

সাবর্ণ॥ সাহেব?

শশাংক॥ হ্যাঁ, ক্লিফটন সাহেব, আর সঙ্গে ঐ চ্যাংড়াটি। কাগজপত্র ঠিক ক'রে রাখুন, দেখবে।

সাবর্ণ॥ কিসের কাগজপত্র?

শশাংক॥ কিসের কাগজপত্র? খাজনার কাগজপত্র। কোম্পানির বাৎসরিক গোগ্রাস। শালা হাঁ করে আছে যেন অগ্নিদেব,খাণ্ডবদাহন ক'রেও অগ্নিমান্দ্য মেটে না। কোম্পানির মাথা নেই, হাত পা নেই, আছে শুধু পেট—শুধু খায় শুধু খায়। মালসাট মেরে খায়, তারপর পাত ছেড়ে উঠতে হয় হাঁটু ধরে।

সাবর্ণ॥ এবার খাজনা পৌঁছয়নি তো—

শশাংক॥ সে খাজনা কি আমি ট্যাকে গুজে রেখেছি? সে পয়সা দিয়ে কি গয়না গ'ড়ে অন্দরের মেয়েছেলেদের সাজিয়েছি? সে তো নৌকায় গাদা বোঝাই ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি কোম্পানির মুখগহ্বরে।

সাবর্ণ॥ না, না, বলছি টাকাটা কোম্পানীর কাছে পৌঁছয়নি বলেই—

শশাংক॥ সে টাকা ডাকাতে নিয়ে গেছে! আমি কি করবো? বিল ছেঁচে কি মরি আমি, কইমাছ কেন সাহেবর মুখে পৌঁছলো না তার আমি

জান ? ডাকাত ছোঁ। মেরে নিয়ে গেছে তো আমি কী করবো ? আমি কি লাঠি হাতে এখন ছুটবো ডাকাত খুঁজতে ? তাও শুনছি সে মেয়ে ডাকাত। একটা মেয়েছেলেকে ধরতে পারে না এমন সব জোয়ানমদ্দ গোরা সেপাই কোম্পানীর।

[রামানন্দ গিরির প্রবেশ]

রামানন্দ ॥ ভিক্ষা চাই ! চতুর্থ আশ্রমীকে ভিক্ষা দাও।

শশাংক ॥ সেই বাবাজী আবার এসেছেন ! আসুন, আসুন বাবা ! এক মাস দেখা নেই।

রামা ॥ আমরা পরিব্রজ্যা করি. ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে।

শশাংক ॥ [পদতলে পতিত হইয়া] বাবা, আপনি অন্তর্যামী, ত্রিকাল আপনার নখদর্পণে। আমি পাষণ্ড, কি মুখে আপনার সামনে দাঁড়াই ?

রামা ॥ এত উচ্ছ্বাস কেন ? কী হয়েছে ?

সাবর্ণ ॥ গতবার আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেলেন, সব অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গেছে। আপনি ব'লে গেলেন অল্পকালের মধ্যে এর অর্থক্ষয় হবে, হয়েছে। ডাকাতে এর নৌকো ভর্তি টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

রামা ॥ সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা, আমরা নিমিত্ত মাত্র।

শশাংক ॥ আমি পাপী তখন বাবজীর কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিনি। আজ বুঝতে পারছি দেবাদিদেবই ছদ্মবেশে আমার গৃহে পদধুলি দিয়ে অধমের প্রতি—ইয়ে—বাবা রাত্রে ঘুম হয়নি বলে কথাটা গুছিয়েবলতে পারছি না। কিন্তু আপনি যেহেতু অন্তর্যামী তাই নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছি।

রামা ॥ তা বুঝেছি।

শশাংক ॥ বুঝেছেন। বাবা বুঝেছেন। অ গৌর। গৌর। তোর ঠাকুরমাকে নিয়ে শীঘ্র আয়। [গৌর ও মহাকালীর প্রবেশ]

মা এই সেই মহাপুরুষ যিনি সেদিন এসে বিদঘুটে বাণীটি ক'রে ভেগেছিলন —[জিহ্বা দংশন করিয়া] নমস্কার কর, গৌর গড় কর।

[গৌর ও মহাকালীর তথাকরণ]

এইবার ব'লে দিন বাবা, কি ক'রে টাটকা ফেরৎ পাবো। কোথায় পাবো সেই মাগী ডাকাতকে, ছিপে করে এসে যে এখানে ওখানে কোম্পানীর টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

রামা ॥ এসকল প্রশ্ন ইহলৌকিক। ইহাতে থাকে লোভের গুরুভার।

শশাংক ॥ উত্তর কি পাবো না প্রভু ?

রামা ॥ [প্রচণ্ড ধমক দিয়া] নিশ্চুপ থাক বজ্জাত কায়স্থ। চুপ। [নানা অঙ্গ ভঙ্গী ও মুখভঙ্গী সহ] তিনি আসছেন। কর্পূরের মতন যাঁর দেহ গৌরবর্ণ, তিনি আসছেন। সাবধান, সাবধান। যিনি লিঙ্গ ত্যাগ করে পঞ্চহস্ত দীর্ঘ বাণ হাতে দেবতাদের যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন, তিনি আগত !

[মুর্চ্ছার ভাণ]।

সাবর্ণ ॥ [মৃদু কণ্ঠে] বাবার ভর হয়েছে।

শশাংক ॥ এইবার বলবে। তারপর ঐ মাগী ডাকাতকে চুলের মুঠি ধ'রে বার ক'রে আনবো তার আস্তানা থেকে।

[বিকট চীৎকার করিয়া রামানন্দ দণ্ডায়মান হন ; শশাংক ও সাবর্ণ ইহাতে চমকিত হন।]

বাবা, এমন করবেন না বাবা। আত্মারাম ফড় ফড় ক'রে খাঁচা ছেড়ে পালাতে চায়।

রাম ॥ প্রশ্নের জবাব দে আগে—ভূতপতি জানতে চান। তুই গোরা ম্লেচ্ছের সঙ্গে মেলামেশা করিস ?

শশাংক ॥ মন থেকে করি না, ঠাকুর, শুধু গতরটা ওদের সঙ্গে ওঠে বসে। মনটাতো পড়ে আছে বাবা রুদ্রের পায়ে ?

রামা ॥ আজকে তুই ম্লেচ্ছ এখানে আসবে। বাতাস বিষিয়ে গেছে তাদের নিঃশ্বাসে।

শশাংক ॥ এই বুঝি কপালে আগুন লাগে। বাবা, ওরা ব্যবসার কথা কইতে

আসবে। আমার এই ধড়টা ওদের সঙ্গে কথা কইবে, আমার হৃদয়টা সেখানে থাকবে না!

রামা॥ যারা আসছে তাদেব নাম কি।

শশাংক॥ ক্লিফটন আর রেনেল।

রামা॥ এ গ্রাম প'চে গেছে। ম্লেচ্ছের স্পর্শে প'চে গেছে। নানা বিকটাকার প্রমথগণ এসে তোকে সবংশে বধ করবেন!

শশাংক॥ বাবা! আমি ছাপোষা গেরস্ত, কৃপা করুন বাবা! কি করলে বাঁচি মহাদেবকে শুধোন।

রামা॥ কত গোরা আছে এ অঞ্চলে?

শশাংক॥ দেড শত।

রামা॥ কোথায় ছাউনি?

শশাংক॥ বাণীসংকাইল গাঁয়ে।

রামা॥ রামসাই এর জমিদার দিলীপ সিংহকে চিনিস?

শশাংক। আগ্যা হাঁ, অতি সজ্জন ক্ষত্রিয়।

রামা॥ সেটাও চণ্ডাল; পিপাসার্ত্ত গোরুদের জল খেতে বাধা দেয় ম্লেচ্ছ সহবাসে এমনই সে দুর্মতি। সেই বেদনিন্দক দুরাত্মার খাজনা গেছে কলকাতায়।

শশাংক॥ আগ্যে না। তিনি খাজনা পাঠাবেন আগামী সপ্তাহে, পৌষ মাসের ৬ তারিখে। তাঁরও কি টাকা-লুট হয়ে যাবে, বাবা?

রামা॥ না, তার টাকায় কেউ হাত দেবে না। কিন্তু পশুপতি তাকে বিনাশ করবেন অন্য পথে। অশ্ব। অশ্ব চাই!

শশাংক॥ অশ্ব! হঠাৎ অশ্ব?

রামা॥ হ্যাঁ, হ্যাঁরে মূর্খ। একটা ঘোড়া চাই।

শশাংক॥ এখুনি, এখুনি, প্রভো। বর্গবাবু একটি উত্তম অশ্ব ঘরের বাইরে এনে রেখে দেবেন।

[রামানন্দ হঠাৎ অন্দরে চলিলেন]

ওদিকে কোথায় চললেন, বাবা ? ওদিকে আমার অন্দর মহল।

রামা॥ আমি···আমি কোথায় ? উঃ। [মস্তক পীড়ণ] না আমি শোবো।

শশাংক॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বাবার সারা শরীর কাঁপছে। ভর হযেছিল যে। তা বাবা, ঐ ডাকাত মাগীটাকে কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা তো বললেন না।

রামা॥ [উন্মত্তের ন্যায়] আঃ। বলছি না এখন যোগনিদ্রায অভিভূত হবো। তারপর রাত্রে উঠে বলবো। এসব গূঢ় রহস্যের কথা কোথাও প্রকাশ কোরো না শশাংক, রুদ্রদেব জানতে পারলে চালাকি বার ক'রে দেবেন।

[প্রস্থান]

শশাংক॥ সাবর্ণবাবু, সঙ্গে যান, সুখশয্যার ব্যবস্থা করুন, উঃ কি তেজস্বী পুরুষ ধ্যান ক'রে ক'রে দেহ যত ক্লিষ্ট হযেছে, মনে তত তপঃপ্রভাব বেড়েছে। চোখ জ্বলছে, মাঝে তো ভয় হোলো ভস্ম না ক'রে ফেলে। রাত্রে বলবে বলেছে-ঐ পিশাচী দেবীচৌধুরাণীকে কোথায পাওযা যাবে, বলবে।

মহা॥ [চমকিত] কি ? কি নাম বললেন দত্ত মশাই ?

শশাংক॥ সাহেবরা বলছে মেয়ে ডাকাতটার নাম দেবীচৌধুরাণী।

মহা॥ দেবীচৌধুরাণী !

শশাংক॥ হ্যাঁ। মায়ের এ কি লীলা ? মা, আপনি ঐ গতরখাগীকে চেনেন নাকি ?

মহা॥ আপনিও চেনেন। কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব ? হ্যাঁ, ও যা মেয়ে সবই সম্ভব। ও পারে। পুরুষের চেয়ে ওর শক্তি বেশি সাহসও বেশি।

শশাংক॥ আপনি কি······

মহা॥ হ্যাঁ, প্রফুল্লমণির কথা বলছি। তাকেই দেবীচৌধুরাণী বলে ডাকতো

আমাদের লাঠিয়াল ভবানী পাঠক। ভবানী ডাকাত হয়েছে, তার দেবীও ডাকাতি ধরেছে।

শশাংক ॥ [উল্লাসভরে] তবে তো দোকড় লাভ। ডাকাত ধরবো আবার ঘর জ্বালানে বেশ্যা বেটির নাক কানও কাটা হবে।

গৌর ॥ আপনারা কি আমার মায়ের কথা বলছেন। দত্ত মশাই কার কথা বলছেন ?

মহা ॥ আবার দত্ত মশাই ? কতদিন বলেছি জ্যাঠামশাই বলবি।

গৌর ॥ দত্ত মশাই, আমার মাকে আপনি এমন ক'রে বলবেন না।

মহা ॥ তোর মা নেই, মরে গেছে, তোর বাপকে বিবাগী করে দিয়ে সে হত-ভাগিনী জলে ডুবে মরেছে এইটে ভেবে নিয়ে মাকে ভুলতে হবে।

গৌর ॥ না মাকে ভুলবো না। আর দত্ত মশাইকে ওভাবে কথা কইতেও দেবো না।

মহা ॥ [আঘাত করিয়া] হতভাগা। বুঝিসওনা কে তোর ভালো চায় আর কে তোর কপালে পঙ্কতিলক পরিয়ে দিয়ে গেছে ?

শশাংক ॥ থাক, থাক, মা, মারধোরে কী কাজ ?

মহা ॥ কত করে বুঝিয়েছি, দত্ত মশাই কোনো কথাও কয় না। স্বভাবে কোনো পরিবর্তনও হয় না।

শশাংক ॥ ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, মা। অবোধ শিশু হাজার হোক মা-তো মা-ই। কি ক'রে ও ভুলবে মা-কে।

মহা ॥ ওর রক্তের মধ্যে ঐ স্বৈরিণীর বিষ ঢুকে গেছে। সে বিষ নামাবে কে ?

শশাংক ॥ বাবা, গৌর কাছে এসো বাবা। এই নাও, নাড়ু খাও। খেয়ে খেলা করো যেয়ে। ঘোড়ায় চড়া শিখবে ?

গৌর ॥ হ্যাঁ।

শশাংক ॥ জিয়াউদ্দিন শেখাবে কাল থেকে। এই নাও বাবা, একটা দলিল পড়ে আছে অনেকদিন থেকে সই করে দিয়ে যাও তো। অতবড় ভুতনাথ

গাঁয়ের একচ্ছত্র মালিক তুমি, ঘোড়ায় চড়তে হবে, তলোয়ার খেলতে হবো এই নাও, বাছা, সই করে দাও। [গৌয়ের তথাকরণ] আর এই একটা দলিল আছে, এইখানা'য় সই করো। [গৌরের তথাকরণ] আর এই একটা ওয়াসিয়ৎনামা আছে এর এখানে দস্তখত [গৌরের তথাকরণ] ব্যস এবার খেলো গে যাও।

মহা॥ এসব কি দলিল, দত্ত মশাই।

শশাংক॥ নানা জমির মামলা মা। প্রফুল্লমণি সব লুটেপটে খেয়ে গেছে মা, সর্বনাশ ক'রে গেছে সম্পত্তির। এখন থুতু দিয়ে ছাতু গিলবার চেষ্টা করছি। দেখি কতদূর কি করতে পারি। মায়ের আশীর্বাদ থাকলে ছুঁচের মধ্যে দিয়ে হাতি গ'লে যাবে—চিন্তা করবেন না।

[কিশোরীলালের প্রলেন, তিনি নেশাচ্ছন্ন]

কিশোরী॥ বা, বা, দত্তবাবু। তুমি বাবা বাজপাখী ছোঁ মেরে মেরে টিকোলো চক্ষু ভোঁতা করে ফেললে দেখছি।

মহা॥ এ কি? দত্ত মশাই, দেওয়ানজী অমন করছেন কেন?

শশাংক॥ মায়ের সামনে কথাটা উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ হয়।

কিশোরী॥ কিন্তু মায়ের কলজে ছিঁড়ে আনতে লজ্জা হয় না।

মহা॥ উঃ এ কিসের গন্ধ? মদ খেয়েছো বুঝি?

শশাংক॥ মা নিজমুখেই বললেন, তাই বলতে সাহস করি। এ একেবারে অধঃপাতে গেছে মা, অষ্টপ্রহর মদ ছাড়া আব কিছু জানে না। ছিল প্রফুল্লর চুরি আর ব্যাভিচারের সঙ্গী। সে সবের পথ বন্ধ করে দিয়েছি বলে মদ খায় আর যা তা সব ব'লে বেড়ায়।

কিশোরী॥ ব'লে বেড়ায়! বেড়াবো কি ক'রে? আমি তো প'ড়ে থাকি তোষাখানার পেছনের ঘরটায় তালা বন্ধ। মদ খাওয়ায় আর ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রাখে। তিনজনে ধ'রে মাল গেলায়, আর ঘরে বন্দী ক'রে রাখে।

শশাংক ॥ ঘরে বন্ধ না করলে তুমি গ্রাম জুড়ে মাতলামি ক'রে বড়াও। এ বাড়ির একটা সম্মান আছে, অভিমান আছে—

কিশোরী ॥ কামান আছে, যজমান আছে, বিমান আছে, চলমান, ক্রমমান সুরাপান—সব, সব আছে। আমি টলছি, না ঘরটাই দুলছে, বলো দেখি দত্তবাবু। গৌর! তোকে কতদিন দেখিনি বাবা! তোকে এখনো রেখেছে? বিষ খাওয়ায় নি?

মহা ॥ ওকে ছোঁবেন না। আপনি মদ খেয়েছেন?

কিশোরী ॥ ভরপেট। তোমার মতো নিরক্ষর নির্বোধ রমণীকে মালও খাওয়াতে হয় না, দু বার মা মা বলেই ডাকলেই আর সকালবেলা তোমার পাদোদক খেলেই তোমায় ঘাড়ে ধরে যা খুশি করানো যায়।

শশাংক ॥ খবরদার বজ্জাত! মাকে এভাবে কটূক্তি করলে চাবুক লাগাবো। মা, আপনি ভেতরে চ'লে যান মা। এর হুস নেই, আরো অনেক গাল দিতে পারে।

মহা ॥ আয় গৌর। এইসব অমানুষের হাতে এতদিন আমাদের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে রেখেছিলাম—ছিঃ!

[গৌরসহ প্রস্থান]

কিশোরী ॥ শশাংক, কাগজ সই করালেই ডাকাতি করা যায় না, সব কথা একদিন বেরিয়ে আসবে। একটা শিশু আর একটা বৃদ্ধাকে এভাবে ঠকিয়ে পার পাবে ভেবেছো?

শশাংক ॥ [চাপা হিংস্র কণ্ঠে] কিশোরীলাল। ভগবান সেজে আমার বিচারে বোসো না, ভালো দেখাচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি আবার যদি কোনোদিন তুমি ঘর থেকে বেরোও তাহলে লাস ফেলে দেবো।

[কিশোরী শিহরিয়া উঠেন তারপর টলিতে টলিতে প্রস্থান করেন; বিড়বিড় করিয়া বলেন—]

কিশোরী ॥ বর্গী এসেছে! আবার বর্গী এসেছে গাঁয়ে।

[প্রস্থান। সার্বর্ণর পুনঃপ্রবেশ]

শশাংক ॥ বাবাজীর কি খবর? সেই সিদ্ধপুরুষ? ঘুমিয়েছে?

সার্বর্ণ ॥ কে জানে? পরিচর্যা করতে ঘরে ঢুকলাম, চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বললো, কে রে আমায় যোগভ্রষ্ট করাতে চাস? পালিয়ে এলাম।

শশাংক ॥ হুঁ। ওদের লীলা বোঝা ভার।

[বরকন্দাজের প্রবেশ]

বর ॥ সাহেবরা এসে গেছেন কর্তামশায়!

[শশাংক সশব্যস্তে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে প্রবল কলহে রত ক্লিফটন ও রেনেলের প্রবেশ]

রেনেল ॥ কিন্তু এক ধারসে আপনি হাতী দিয়ে গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে যাবেন, এটা কি রকম কথা ক্যাপ্টেন ক্লিফটন? আমার অঞ্চলেরও তিনটে গ্রাম আপনার জগন্নাথের রথের নীচে সমান হ'য়ে গেছে—কদমতলা, রাইখাড়ি, মুর্গীপাতা, এই তিনটে গ্রাম ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

ক্লিফটন ॥ পুরো জলপাইগুড়ি আর রংপুর জেলা দুটোকে হাতীর পায়ে মাড়াতে পারলে হ'তো।

রেনেল ॥ সন্ন্যাসীদের হাতে মার খেয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করাটা ইংরেজ বীরত্বের একটি পুরাতন ঐতিহ্য হ'লেও, এক্ষেত্রে একটু বেশী হ'য়ে যাচ্ছে না?

ক্লিফটন ॥ নিরীহ গ্রামবাসী? রেনেল, ইউ আর বি-ইং এবসার্ড। নিরীহ গ্রামবাসী ব'লে এ জেলা দুটোর আর কেউ নেই। সবাই রেবেল্‌স্‌ সবাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

রেনেল ॥ পুরো দেশটা বিদ্রোহী?

ক্লিফটন ॥ হ্যাঁ। সন্ন্যাসী বদমাসরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে, কোম্পানির কুঠি আর জমিদার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়, ফৌজ নিয়ে দ্রুত তাদের পিছনে ছুটি; দশমাইলের মধ্যে তারা বাতাসে মিলিয়ে যায়। কোথায় যায়? আই আস্ক ইউ, কোথায় যায় ওরা?

রেনেল ॥ বললেন তো, বাতাসে মিলিয়ে যায়। ডানা গজায় বোধহয়। উড়ে যায়।

ক্লিফটন ॥ তারা গ্রামের মধ্যে লুকোয়। গ্রামের লোক তাদের লুকিযে রাখে। এক একটা এলাকা ঘিরে সব ভেঙে কিছু লোককে গুলি ক'রে মেরে আমি চলে যাই।

রেনেল ॥ আস্ত ফৌজটা গ্রামের মধ্যে লুকোয ?

ক্লিফটন ॥ স্বচক্ষে দেখেছি। গত সপ্তাহে কাউনিযাতে ওরা আক্রমণ করলো, ক্যাভালরি নিযে ছুটে গেলাম। দূর থেকে দেখি ওদের ফৌজ তিস্তা পেরিযে পালাচ্ছে। আমরা তিস্তা পেরুলাম এক ঘণ্টার মধ্যে। তারপর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ঐ আড়াইশ সশস্ত্র মানুষের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। কোথায গেল ? নির্বিবাদে গ্রামবাসী চাষী সেজে ক্ষেতে খামারে গোলায কাজ করতে লেগে গিযেছিল, এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। আমরা যাদের নিরীহ গ্রামবাসী ভেবে এসেছি, তারাই সন্ন্যাসী ফৌজের সৈনিক।

রেনেল ॥ তখন স্বভাবতই আপনি কাউনিয়ার চারিদিকেব গ্রামগুলোকে মাটির সঙ্গে সমান ক রে দিলেন ?

ক্লিফটন ॥ হ্যাঁ, গ্রামে আগুন দিলাম, এবং ব্রিটিশ ফৌজকে দাঁড করিয়ে দিলাম গোল ক'রে। আগুন থেকে এক একটা কালো শযতান ছুটে বেরোয় আর গোরা ফৌজ গুলি ক'রে দেয় তাকে।

রেনেল ॥ মেযেদেরও ?

ক্লিফটন ॥ অবশ্যই। পরে নব্বইটা মেয়ের লাস গুণেছি।

রেনেল ॥ এজন্য সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ মেডেল দেয়নি আপনাকে ?

ক্লিফটন ॥ ক্যাপ্টেন রেনেল ! মেয়েদের মেরেছি ব'লে আপনি কি উপহাস করছেন আমায় ? মনে রাখবেন, ন্যায় যুদ্ধের নিয়মকানুন শুধু তখনই মানবো যখন শাদা চামড়ায় শাদা চামডায় যুদ্ধ হয়। কালো মানুষেরা মানুষ

নয় পশু। যখন মটন খান, তখন হিসেব করেন কি, ওটা ভেড়ার মাংস, না ভেড়ির ?

রেনেল ॥ এ কথাগুলো আগেই শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে। মিষ্টার হেস্টিংসের মুখে শুনেছি।

ক্লিফটন ॥ তিনিই আমার আদর্শ পুরুষ।

রেনেল ॥ আচ্ছা, গোরা সৈন্যদের দিয়ে কদমতলার মেয়েদের ধর্ষণ করালেন কেন ? পশুদের সঙ্গে মানুষের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কি স্বাস্থ্যকর ?

ক্লিফটন ॥ কে বলেছে আমি কদমতলায় মেয়েদের ধর্ষণ করিয়েছি ?

রেনেল ॥ আমি গিয়ে দেহগুলো দেখে এসেছি। হ্যাঁ, প্রায় ভেড়ার মাংসের মতনই থেঁতলানো অবস্থা।

ক্লিফটন ॥ [গলা খাঁকারি দিয়া] তার দরকার হয়। বাঙালি পশুগুলো হিংস্র। এমন অবস্থা করতে হবে যেন কোম্পানির ফৌজের নামেই ওদের নাড়ি ছেড়ে যায়। ত্রাস ছড়াতে হবে। আর কোনো পথ নেই। মজনু শা কোথায়—এই খবরটা ওদের পেট থেকে নাড়ি ভুঁড়ি চিরে বের ক'রে আনতে হবে। আরেকটা নতুন বিপদ—রামানন্দ গিরি বা গোঁসাই এই তল্লাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সমস্ত খবর যোগাড় ক'রে মোরাং-এর বনে ওদের ক্যাম্পে পাঠায়, ইংরেজ অফিসারদের গুমখুন করে। সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় অথচ এক বছর হ'য়ে গেল ধরা পড়ার নামটি নেই। বাবু আপনি চোখ কান খোলা রাখেন ?

শশাংক ॥ নিশ্চই, হুজুর।

ক্লিফটন ॥ তাহলে রামানন্দ গিরির কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না কেন ?

শশাংক ॥ রামানন্দ গিরি কে ?

রেনেল ॥ রামানন্দ গিরি হচ্ছে—সত্যিই তো, কে সে ?

ক্লিফটন ॥ মোটে দশদিন আগে সে ঠাকুরগাঁয়ের কোম্পানি এজেন্ট ক্রসকে ছোরা মেরে চ'লে গেছে। তার আগে সে রুহিয়ার এজেন্ট ফিল্ডিং-এর

মুণ্ডুটা নামিয়ে দিয়ে গেছে কিরীচের এক ঘায়ে। তারও আগে, মাস দুয়েক হ'লো সে কালীগঞ্জে গিয়ে পিস্তল চালিয়ে মেজর হার্টফোর্ডকে মেরেছে এবং পরের দিনই লাটাগুড়ির জমিদার কৃষ্ণ রায়কে খুন করেছে। এ পর্যন্ত এগারোটা খুন করেছে ঐ রামানন্দ গিরি। আর গুপ্তচরগিরি তো এমন নিপুণভাবে ক'রে যাচ্ছে, যে মনে হয় আমাদের সমস্ত গতিবিধি ও সৈন্য সমাবেশ মজনু শা জেনে গেছে। রামানন্দ ইজ আওয়ার আর্চ এনিমি এট দা মোমেণ্ট।

রেনেল ॥ বর্তমানে সে এদিকে এসেছ ব'লে খবর পাওয়া গেছে। তাই ক্লিফটন সাহেব স্বভাবতই নিজ মুণ্ডের জন্য খানিক চিন্তিত!

শশাংক ॥ শুনে আমারো মুণ্ডুটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেল। অবশ্য সেটা কাল রাতে ঘুম না হওয়ার জন্যেও হ'তে পারে।

ক্লিফটন ॥ একটা দিন দেখলাম না যার আগের রাতে আপনার ঘুম হয়েছিল।

রেনেল ॥ যা বদমাইশি করেছে. এ জীবনে আর ঘুম হবে না। ম্যাকবেথ শ্যাল স্লীপ নো মোর।

শশাংক ॥ রামানন্দর নাম জানলেন কি ক'রে?

ক্লিফটন ॥ রুহিয়া গ্রামে ফিল্ডিং সাহেবকে মারার পর, তার দলের একটা লোক ধরা প'ড়ে ছিল। তার বুকের ওপর কামানের চাকা চাপিয়ে গোটা কয়েক পাঁজর ভাঙ্গবার পর কোনোমতে নেতার নামটা জেনেছি—রামানন্দ গিরি বা গোঁসাই। দু'বার দু'রকম বললো। তারপর রক্তবমি ক'রে ম'রে গেলো।

শশাংক ॥ সে—সে যে এ অঞ্চলে এসেছে কি উপায়ে জানলেন?

রেনেল ॥ আমাদেরও গুপ্তচর আছে, আপনাকে সে সব ব'লে ফেলবো এমন গাড়ল আমি নই। এসেছে এটা জানি। আপনাকে তৎপর হ'তে হবে, ঐ শয়তানকে ধরতে হবে।

শশাংক ॥ আজ থেকেই—আজ থেকেই চারিদিক চষে ফেলবো! কত জলে কত মুস্থরি ভেজে এবার রামানন্দ টের পাবে। [গমনোদ্যত]

ক্লিফটন ॥ এবার যান আমাদের আরামের ব্যবস্থা করুন।

রেনেল ॥ মদ আনুন [শশাংক তাঁর থলিতে হাত দিতেই] এই এই ওটার হাত দিচ্ছেন কেন? কোম্পানির টাকা চুরি করছেন?

শশাংক ॥ না, না, ভাবলাম আরাম করবেন তো—

রেনেল ॥ চোর!

শশাংক ॥ উঃ, কি ইয়েতেই পড়লাম রে বাবা! সাবর্ণবাবু, আসুন সাহেবদের খাবার দাবার মদ-টদ সব জোগাতে হবে।

[শশাংক ও সাবর্ণর প্রস্থান]

ক্লিফটন ॥ যাক, লোফারটা গেছে। এবার বলুন, আপনার গুপ্তচররা কতদূর কী কাজ করলো? রামানন্দ গিরির খবর-টবর কেমন জোগাড় হলো?

রেনেল ॥ বিহোল্ড! তাকিয়ে দেখুন রেনেলের বিস্ময়কর কার্যকলাপ। [ইঙ্গিত করিতে ভবতারন মুখুজ্যের প্রবেশ] এ ব্যক্তির নাম ভবতারণ মুখুজ্যে, নিবাস ধুপছায়া গ্রাম, মোরাং জঙ্গলের প্রান্তে। ভবতারণ তুমি কেমন আছ? এখনো বেঁচে আছ?

ভব ॥ হুজুর, প্রাণটুকু এখনো আছে এইমাত্র।

রেনেল ॥ ওরা তোমায় সন্দেহ করছে না তো?

ভব ॥ এখনো করেনি, হুজুর তবে ভীষণ ভয় হয়। রামানন্দ গিরির চোখদুটো যেন মশালের মতন ধিক ধিক ক'রে জ্বলে। আমার দিকে তাকালেই ভয় হয়।

রেনেল ॥ তুমি ওদের ঘনিষ্ঠ হয়েছ?

ভব ॥ হ্যাঁ, হুজুর, রামানন্দের মা আমাকে খুব ভালবাসেন, চাল্‌টা মূলোটা দেন, কখনো বা রেঁধে খাওয়ান, ক্রমশঃ আমি ওদের অন্তরঙ্গ হচ্ছি॥

ক্লিফটন ॥ রামানন্দের গতিবিধি লক্ষ্য করছ? সে এখন কোথায়?

ভব। অতটা ঘনিষ্ঠ হইনি ধর্মাবতার। তবে হবো, সব জানাবো—আর ক'টা দিন, তারপর সব জানাতে পারবো হুজুরদের।

রেনেল॥ গত ক'দিনে কী জানতে পেরেছ?

ভব॥ হুজুর, আগামী বুধবার রামানন্দ বোধহয় রংপুরে যাবে।

রেনেল॥ হুঁ, আর কি?

ভব॥ হুজুর, দেবীচৌধুরানী নামে যে মেয়ে বোম্বেটে ডাকাতি করছে, সেও এ দলেই আছে। তার আসল নাম প্রফুল্লমণি, ভূতনাথ গ্রামের।

ক্লিফটন॥ গুড হেভেন্‌স!

রেনেল॥ আর কি জেনেছ?

ভব॥ হুজুর, কৃপানন্দ স্বামী আসলে ভবানী পাঠক।

রেনেল॥ সন্ন্যাসী-বাহিনী এখন কোথায়? মোরাং জঙ্গলের ঠিক কোথায় রয়েছে ওরা?

ভব॥ হুজুর, ওরা দু'দিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না।

রেনেল॥ এর পরে ওরা কোথায় থাকবে বলতে পারো না? দু'দিন পর ওরা কোনদিকে যাবে?

ভব॥ হুজুর, আমি এখনই ফিরে যাচ্ছি মোরাং-এ। একটা খবর পেয়েছি—শনিবার রাত্রে মজনু শা বৈঠক ডেকেছে। সেখানে, কৃপানন্দ, দেবীচৌধুরাণী, রামানন্দ, মুসা শা সবাই থাকবে?

ক্লিফটন॥ [প্রবল উত্তেজনায় কম্পিত] কেথোয —কোথায় হবে এই বৈঠক?

ভব॥ এখনো জানতে পারিনি হুজুর—

ক্লিফটন॥ [ভবতারণের পরিচ্ছদ ধরিয়া] ইউ আর লাইং!

রেনেল॥ মিষ্টার ক্লিফটন! আমার লোকের গায়ে হাত দেবেন না। এ বৈঠক কোথায় হবে জানো না?

ভব॥ জানতে চেষ্টা করব হুজুর। সেই জন্যেই তো রওনা হচ্ছি এখুনি।

ক্লিফটন ॥ জানতেই হবে! তারপর ফৌজ দিয়ে জায়গাটা ঘিরে, সব কটা দস্যুকে বন্দী করে—[উল্লাসে আত্মহারা] ঘোড়ার পায়ের তলায় দলবো।

রেনেল ॥ তুমি বেরিয়ে পড়ো। এ খবরটা চাই-ই চাই। খবরটা জেনেই চ'লে আসবে আমার কাছে। তারপর তুমি ব্রিটিশ সৈন্যকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ভব ॥ হুজুর, যেমন হুকুম করেন। এবার—কিছু নগদ ছাড়ুন, হুজুর।

রেনেল ॥ তুমি কুত্তার বাচ্চা—চিনেছ শুধু টাকা। ইতিমধ্যে দু'হাজার টাকা নিয়েছ।

ভব ॥ পেটের দায়েই এ কাজ করা, নইলে শুধু শুধু আপনাদের মতন মেলচ্ছের জন্যে প্রাণ বিপন্ন করবো কেন?

রেনেল ॥ [টাকার থলি ছুঁড়িয়া দিল] তোমার মতন দেশদ্রোহীকে তলোয়ারে গেঁথে মারা উচিত। যাও বিদেয় হও, তোমর মুখ দেখলে আমার সারাটা দিন বিশ্রী ঢেঁকুর ওঠে।

ভব ॥ একি? হুজুর আমি আপনাদের জেতাচ্ছি, আপনাদের জন্য দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছি অথচ আপনায় কাছেই গাল খাবো।

রেনেল ॥ আমাদের জেতাচ্ছ ভালো কথা কিন্তু নিজের দেশকে বিকিযে দিচ্ছ সেজন্য তোমায় বুটসুদ্ধ লাথি মারতে ইচ্ছে করে আমার। গো অন, গেট আউট।

[ভবতারণের দ্রুত প্রস্থান]

ক্লিফটন ॥ খবরটা পাই একবার, তারপর পুরুষ ক'টাকে গাছের ডাল থেকে ঝোলাবো। দেবী চৌধুরাণীকে ধর্ষণ করাবো।

রেনেল ॥ ক্যাপ্টেন ক্লিফটন, আপনি নিজে কোনো বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করেছেন?

ক্লিফটন ॥ [রুষ্ট রেনেলের মুখোমুখি] এ কথার অর্থ?

রেনেল ॥ চটছেন কেন? আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জেগেছে যাদের

ভেড়া বা গোরু মনে করেন, তাদের প্রতি কামনা অনুভব করেন কিনা এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশ্ন।

ক্লিফটন ॥ [হঠাৎ ঈষৎ হাসিয়া] ধর্ষণ করেছি শুনুন। প্রথমবার সেই রায়গঞ্জের কাছে এক গ্রামে। খুব চীৎকার করছিল—

রেনেল ॥ মানে ভেড়ার মতন ডাকছিল—

ক্লিফটন ॥ হ্যাঁ, তখন সঙ্গীনটা পেটে ঢোকাতেই চুপ। সেই অবস্থায় বুঝলেন— রক্ত ঝরছে, মুখটা হাঁ ক'রে আছে, অথচ চেঁচাতে পারছে না—

[রামানন্দের সহজ সাবলীল প্রবেশ, হাতে পিস্তল]

রামা ॥ আপনিও কিন্তু চেঁচাতে পারবেন না, ক্লিফটন সাহেব। মাথার দিব্যি রইল। দিন আপনার পিস্তলটা। আপনারটাও রেনেল সাহেব। এগুলো আমাদের দরকার [ক্লিফটন হঠাৎ আর্তনাদে উদ্যত হইতেই, রামানন্দ তাঁহার দিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় ফিরেন] উহুঁ হুঁ হুঁ, চেঁচামেচি চলবে না, বললাম না চেঁচাবেন না? রেনেল সাহেব, থলিটা।

রেনেল ॥ [তৎক্ষণাৎ বাড়াইয়া ধরেন] নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আর কিছু?

ক্লিফটন ॥ হু দা ডেভিল আর ইউ? কে আপনি?

রামা ॥ আমি শাপভ্রষ্ট এক গন্ধর্ব, অন্তরীক্ষে উড়ে বেড়াই। অথবা আপনার ভাষায় এক ভেড়া। পশুর অধম। বাঙ্গালি।

ক্লিফটন ॥ আপনি কি মজনু শার লোক?

রামা ॥ আমি দেবাদিদেব মহাদেবের লোক, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কই। অহম্ রামানন্দ গিরি॥ [ক্লিফটন শিহরিয়া উঠেন] একি? একি? ভয়? ত্রাস? সভ্য ইংরেজ জাতি ভয় পায় তা হ'লে? শুধু আমাদের ধর্ষিতা মেয়েরাই ভয় পায় না, নারীধর্ষক ইংরেজ বীরও ভয় পায়!

ক্লিফটন ॥ নিরস্ত্র সৈনিককে মারা যুদ্ধের নিয়ম নয়।

রামা ॥ বা, একটু আগে আপনিই তো বললেন, ন্যায়যুদ্ধের নিয়ম-টিয়ম শুধু শাদা-চামড়ায় শাদা-চামড়ায় হয়। আমি তো কালো। দেখবেন, সাহেব, এখন কথা ঘোরাবেন না।

ক্লিফটন ॥ বাইরে দশজন গোরা রয়েছে—

রামা ॥ আমার আবার বেগবান ঘোড়া রয়েছে। বিশেষতঃ আপনি যখন চেঁচাতেই পারছেন না, ওদের ডাকতেই পারছেন না। অর্থাৎ আমি ভেবে দেখেছি ; গলায় ছুরি মারলে কেউ চেঁচাতেও পারে না, চেঁচাবার আগেই কণ্ঠনালী ছিন্ন হয়। [একটি রুমাল আলগোছে সাহেবের বুকে বিছাইয়া] রক্তটা তা হ'লে জামায় লাগবে না, এত সাধের জামাকাপড আপনার, আমি নষ্ট করতে চাইনে—[ছুরিকাঘাত, ক্লিফটনের নিঃশব্দ পতন] দেখলেন ? চেঁচানো যায় না। [রেনেলের দিকে ফেরেন] আপনিও লক্ষ্য করলেন তো ? রামানন্দ গিরির হাত কেমন দক্ষ, দেখলেন তো ?

রেনেল ॥ এক মিনিট, মরবার আগে আমি দু'টান আফিম খেযে নিতে পারি ?

রামা ॥ খান।

রেনেল ॥ ধন্যবাদ। [পাইপ ধরান]

রামা ॥ আপনার তো কই হাত কাঁপছে না ?

রেনেল ॥ সব ইংরেজই যে ভেড়া তা তো নয়।

রামা ॥ আপনি মরতে ভয় পান না ?

রেনেল ॥ দেখুন, আমি মরেই আছি, নূতন ক'রে মরবো কি ক'রে ? এই যে দেখছেন, এটা আমার দেহ নয়, শবদেহ, মদে বোঝাই, চিরস্থায়ী আফিমের নেশায় শিথিল। একে কি বাঁচা বলে ? যেদিন ইংল্যাণ্ডে আমার এক অতি নিকটাত্মীয়া--মানে নিকটতমা আত্মীযা—অর্থাৎ আমার স্ত্রী মারা গান, সেদিন সকলের অজান্তে আমিও পরলোক গমন করেছি। হুঁ,নিন, হ'য়ে গেছে, মারুন এবার।

রামা ॥ [হাসিযা] নাঃ থাক।

রেনেল ॥ কি হলো ?

রামা ॥ আপনি তো ম'রেই গেছেন। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আমরা মারি না।

রেনেল॥ দেখুন, ভিক্ষা নিতে আমার সম্মানে লাগে, সেটা প্রাণভিক্ষা হলেও।

রামা॥ এটা ভিক্ষা নয়, উপহার। আপনাকে আমাদের পছন্দ হয়। আপনার কার্যকলাপ আমরা লক্ষ্য করেছি। চলি সাহেব, চেঁচামেচিটা একটু দেরীতে করবেন। এক থেকে দশ গুণে তারপর। বুঝলেন?

রেনেল॥ শুনুন। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে তো আপনার দেখা হবেই, তাকে—

রামা॥ কি ক'রে জানলেন দেবী আমাদের দলে?

রেনেল॥ আমিও অনেক জানি, জেনে জেনে ক্লান্ত আমি। এও জানি লাঞ্ছিতা প্রফুল্লমণিই দেবী চৌধুরাণী। আমি কোম্পানি ফৌজের গুপ্তচর বিভাগ চালাই। প্রফুল্লমণিকে বলবেন, তার স্বামী আর বেঁচে নেই।

রামা॥ কবে, কি ক'রে মারা গেলেন তিনি?

রেনেল॥ এক বছর আগে কলকাতায় মারা গেছেন। কি ক'রে মারা গেছেন বলবো না। হিন্দু বিধবাদের কি সব বিচিত্র ও নৃশংস আচার রক্ষা ক'রে চলতে হয়, তাই জানলাম। তার বেশি জানার দরকার নেই।

রামা॥ আপনি সত্যিই জটিল লোক। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আপনাকে মেরে ফেলি। [হাসিয়া] চলি সাহেব, দেখাতো হবেই ভবিষ্যতে।

[প্রস্থান]

রেনেল॥ এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—। [ভীমকণ্ঠে] সেন্ট্রি। গার্ড! সাইণ্ড দি এলার্ম। মার্ডার!

[শশাংক, সাবর্ণ, বরকন্দাজ প্রভৃতির প্রবেশ; বাহিরে বিউগল্ বাজিতেছে। কক্ষের দৃশ্য দেখিয়া শশাংক ভিরমী খাইবার উপক্রম করেন]

শশাংক॥ একি! সাহেব মৃত। সাহেবকে মেরে গেছে। যমের খাতায় তলব পড়েছে? কে? কে একাজ ক'রে গেল! এমন করে আমাদের কপালটা ভেঙে গেল কে?

রেনেল ॥ রামানন্দ গিরি। [সকলের আর্তনাদ] এবং সে আপনার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো! এটা কি রহস্য, জবাব দিন!

শশাংক ॥ এঁ্যা? আমার ঘরে তো বাবাজী! সাবর্ণবাবু! বাবাজীই কি রামানন্দ?

[সাবর্ণ দেখিয়া আসিয়া]

সাবর্ণ ॥ বাবাজী ঘরে নেই।

শশাংক ॥ বাবাজী শালাই তবে রামানন্দ। আমারই খেয়েদেয়ে আমার বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে আমারই ঘোড়া নিয়ে—

রেনেল ॥ কি! আপনি শালা গুপ্তঘাতক সন্ন্যাসীকে নিজের বিছানায় শুতে দিয়েছেন, খাইয়ে দাইয়ে তুষ্ট করেছেন, ঘোড়া দিয়েছেন পালাতে? শশাংক দত্ত, আপনি বেজন্মা দেখছি সন্ন্যাসীদের লোক! ক্লিফটনকে খুন করতে সাহায্য করেছেন!

শশাংক ॥ সাহেব! সাহেব! মাইরি বলছি, আমি জানতাম না।

রেনেল ॥ ইউ আর আণ্ডার এপ্রেহেনশন! আপনি গ্রেপ্তার হলেন!

শশাংক ॥ মাইরি বলছি, সাহেব!

রেনেল ॥ পীস, ইউ ট্রেইটর এণ্ড রোগ।

শশাংক ॥ মাইরি—

[সকলের প্রস্থান]

ছয়

[ঘোরাং অরণ্যে সন্ন্যাসীদের নানা আস্তানার একটি। বন্দুক হস্তে হরমণি, দেবী ও কৃপানন্দের প্রবেশ]

হর ॥ কোথায় লেগেছে দেখি দস্যি মেয়ে; দেখি বোস এখানে—

দেবী ॥ আমার কিছু হয়নি, তবু তোমরা সবাই মিলে এমন করছ কেন বলো দেখি।

হর ॥ [দেবীকে ধরিয়া] ঈস্ কাঁধের কাছটা দু'খান হ'য়ে আছে। এরপর বাঁ হাতটা অকেজো হ'য়ে গেলে যুদ্ধে তোমার ভারি স্ববিধা হবে, না? বোসো এখানে, বেঁধে দিই।

দেবী ॥ এ বন্দুকটা বড় জ্বালাতন করছে কাকা, পোড়া বারুদে নল বোঝাই হ'য়ে আছে। গুলি ভরতে পারছি না। আর গরম যা হচ্ছে না, মনে হচ্ছে হাত পুড়ে যাবে।

কৃপা ॥ দে দেখি। এখানে বোস, মা। আজ কোন্‌দিকে গিয়েছিলি?

দেবী ॥ রামসাই। সেদিন রামানন্দ খবর নিয়ে এলেন রামসাইয়ের দিলীপ সিংহ খাজনা পাঠাবে কলকাতায়—নিয়ে এলাম।

কৃপা ॥ [বন্দুক দেখিয়া] বুঝেছি। এ ফিরিঙ্গি বন্দুক, তেল খায় বেশী। মোম গলিয়ে নলটা ঘষতে হবে। আর প্রত্যেকবার গুলি চালিয়েই নলটা মাটিতে ঠুকবি; গরম থাকতে থাকতে বারুদ ঝ'রে যাবে।

দেবী ॥ আজ এমন অবস্থা হ'লো! বন্দুক হঠাৎ লোহার লাঠি হ'য়ে পড়লে কাজ চলে কি ক'রে? শফিকুল দারোগা ছিপ নিয়ে পিছু নিয়েছিল। পরিষ্কার তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু গুলি করে জলে ফেলতে পারছি না। হাস্যকর অবস্থা।

কৃপা ॥ দেবী, বিশ্রাম কর্ মা। উত্তরের সন্ন্যাসীরা মৃগমাংস স্বপক্ক ক'রে পাঠিয়েছেন, খেয়ে নে।

দেবী ॥ বিধবার মাংস খেতে আছে নাকি ?

কৃপা ॥ বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের সময়ে। বিপদাপন্ন মানুষ যে কোনো উপায়ে আত্মরক্ষা করবে, এটাই ধর্ম। খাদ্য না পেলে তুমি যুদ্ধ করবে কি ক'রে ?

দেবী ॥ খাদ্য আমার আছে। ফলমূল আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

[শিবানন্দ ও চেরাগ আলির প্রবেশ, থলি বহিয়া]

চেরাগ ॥ নিন, টাকাটা বুঝে নিন।

দেবী ॥ কত আছে ? গুণে দেখলে।

চেরাগ ॥ আঠারো হাজার সিক্কা রুপেয়া পুরো আছে। তাছাড়া পঞ্চাশটি বাদশাহী মোহর আলাদা এক থলিতে যাচ্ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর জন্য।

শিবা ॥ [থলিটি বাজাইয়া] আশা করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডেও। বড সাধের ভেট যাচ্ছিল গৌরাঙ্গ প্রভুর পায়ে। এ ভেটের জন্য মহাশয় না করেছেন কি ? চাল মজুত ক'রে কয়েক লক্ষ লোককে অনাহারে মেরেছেন, কতিপয় কৃষকের পেটের চামডা দিয়ে পাদুকা প্রস্তুত ক'রে পরেছেন, এক কুড়ি কৃষকবধূর গর্ভসঞ্চার করেছেন—শ্বেতকায় প্রভুর পদে এই সোনাটুকু ছোঁয়াবার জন্য। বিফলে গেল, অপাত্রে চ'লে গেল।

হর ॥ হ'য়ে গেছে, দিন দুয়েক হাত নাড়িসনে।

দেবী ॥ পাগল নাকি ? হাত না নেড়ে গুলি চালাবো কি ক'রে ?

হর ॥ তা হ'লে গুলি লাগে কেন ? কে বলেছিল জখম হ'তে ?

চেরাগ ॥ দিলীপ সিংহের নায়েব উগ্র সেন চালালো গুলিটা, বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে। সে অবশ্য এন্তেকাল করেছে তারপরই, মরহুমকে আর গালি দিয়ে লাভ নেই।

শিবা ॥ কিন্তু তখন মা কি করলেন ? চেরাগ আলি ফকির. তুমি দেখেছিলে মা তখন কি করলেন ?

দেবী ॥ শিবানন্দ গিরির মাথায় ছিট আছে কাকা, ভুল বকে।

শিবা॥ মায়ের বসন তখন রুধিরাক্ত! পাছে সন্তানরা দেখে নিরুদ্যম হয়, তাই চাদরে সর্বাংগ আবৃত ক'রে আদ্যাশক্তি মহামায়ার মতন মা অসুর বিনাশে প্রবৃত্ত হলেন।

দেবী॥ চণ্ডীপাঠ বন্ধ হোক। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন করো তোমরা।

চেরাগ॥ তুমি বসো দেখি।

দেবী॥ না, এখন বসার সময় নেই॥ কাল ভোরে যাত্রা করতে হবে রমনার দিকে, চলো অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করতে হবে, দুটো ছিপের গলুই সারাতে হবে—

শিবা॥ এ মানুষ নয়, হয় দেবী নয় দানবী।

[চেরাগ ও হর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

চেরাগ॥ আজ ফেরার পথে তসলিমপুরে গোবিন্দ রায়ের গোলা লুঠ ক'রে চাল বিলিয়ে দিয়ে এসেছি, জানলে? গোলায় চালের পাহাড় জমিয়ে রাখে, তারপর কয়েক লক্ষ চাষী ম'রে গেলে ইবলিসের বাচ্চারা একটু একটু ক'রে চড়া দামে চাল ছাড়ে, আর টাকা করে, একটু একটু করে ছাড়ে, আর টাকা করে। দেবী সিংহ আর রেজা খাঁ এই জাহান্নমের ব্যবসা শিখিয়ে গেছে ওদের। শুধু বলে খরা আর বন্যা, আর বন্যা আর খরা। আর মাঝের কালান্তকতুল্য এই পিশাচগুলির কথা কেউ বলে না। মন্বন্তর মানুষ সৃষ্টি করে প্রকৃতি নয়।

[ভবতারণের প্রবেশ]

ভব॥ মা, দুটি ভিক্ষা পাই মা?

হর॥ আসুন ঠাকুর, আজ এত বেলায় যে?

ভব॥ শরীরটা ভালো নেই মা, পা চালিয়ে হাঁটতে পারলাম না।

হর॥ রান্না নামলেই খেতে দেবো, একটু জিরিয়ে নিন।

চেরাগ॥ গ্রামের অবস্থা কেমন? খবর-টবর কিছু পেলেন?

ভব॥ না, খবর আর কোথায় চেরাগ-ভাই শুধু গুজব আর গুজব।

চেরাগ॥ কি রকম গুজব?

ভব ॥ সবাই বলাবলি করছে হেষ্টিং সাহেব নাকি নিজে আসবে এবার মজনু শা'কে ধরতে।

হর ॥ [হাসিয়া]তা হ'লে হেষ্টিং সাহেবের বউটাই মাঝখান থেকে বিধবা হবে।

ভব ॥ যা বলেছে, মা তোমার ছেলে কোথায় ?

হর ॥ কাজে গেছে।

ভব ॥ খাটেও বটে ছেলেটা। বিশ্রাম করতে দেখিনি !

চেরাগ ॥ ওর বিশ্রামের দরকার হয় না। এই তো ফিরেই আজ রাতে আবার রওনা হবে।

ভব ॥ রাত্রে আবার কোন্‌দিকে যাবে ?

চেরাগ ॥ জঙ্গলের উত্তরে সর্পজোত গাঁয়ে।

ভব ॥ কি সর্বনাশ। সে তো সাত ক্রোশের ধাক্কা।

চেরাগ ॥ মনে করো খুব জরুরী কাজ, নইলে যেত ?

ভব ॥ সে কথা আর বলতে ? [উত্তেজনায় অধীর] ভগবান করুন তোমরা ফিরিঙ্গী মেলেচ্ছকে সংহার করো, দেশটাকে রক্ষা করো। জানো মা, আমি রোজ পূজো করতে এসে ভগবান একলিঙ্গকে ডাকি আর বলি—আমাদের মজনু শা'কে বাঁচিয়ে রাখো। দেবী মাকে দেখছি না ?

চেরাগ ॥ সেও যাচ্ছে সর্পজোত।

ভব ॥ একবার কৃপানন্দ স্বামীকে ডাকো চেরাগ ভাই, পায়ের ধুলো নিই।

চেরাগ ॥ হবে না, ব্যস্ত, সবাই ভীষণ ব্যস্ত।

ভব ॥ খুব বড় যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধবে বুঝি ?

চেরাগ ॥ যুদ্ধ নয় ঠাকুর, যুদ্ধের শলাপরামর্শ।

ভব ॥ ঐ সর্পজোতে ?

চেরাগ ॥ হ্যাঁ তারপর আমরা বাণীসংকাইল গাঁয়ে যে ফিরিঙ্গিরা আছে তাদের —

হর ॥ থাক, থাক, ঠাকুর দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুদ্ধের খবরে ওর কি কাজ ?

ভব॥ যা বলছে মা, তোমার দয়াতে তবু যাহোক জুটো খেতে পাচ্ছি, নইলে এতদিন আকালে মরতাম। তবে স্বামীজীর দর্শন পেতেই হবে, একটা চিঠি এনেছি, দিতে হবে—বড় দরকারী চিঠি—

[চেরাগ দ্রুত ইশারা করিতে কৃপানন্দের প্রবেশ]

কৃপা॥ কি সংবাদ ভবতারণ ?

ভব॥ প্রণাম হই স্বামীজী, সন্দীপ গ্রাম থেকে স্বামী বেদানন্দ এই পত্রটি পাঠিয়েছেন। [কৃপার পত্র পাঠ] কোনো উত্তর থাকলে আমায দিতে বলেছেন !

কৃপা॥ উত্তর লিখছি। তোমার কাজে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট। ভবতারণ, এই নিয়ে তুমি তিনবার প্রাণ বিপন্ন করে বেদানন্দের পত্র এনে দিলে। আশীর্বাদ করি তুমি শীঘ্রই আমাদের একজন হও।

ভব॥ [পদতলে পড়িযা] স্বামীজী, আমাকে দীক্ষা দিন। যে কোনো পরীক্ষায় আমাকে নিয়োগ করুন। অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেবো। কিন্তু সংসারের মোহ আর সয না, গুরুদেব আমাকে গৈরিক বসন দিন।

[রামানন্দের প্রবেশ]

রামা॥ কোথায় গুরুদেব ? প্রণাম হই, এই নিন সন্তানের সামান্য প্রণামী।

কৃপা॥ এটা কি রামানন্দ ?

রামা॥ [ইংগিতে ভবকে দেখাইয়া] বোবার শত্রু নেই, তাই কিছু বলব না।

কৃপা॥ ভবতারণ বিশ্বস্ত লোক। [বেদানন্দের পত্র প্রদর্শন]

রামা॥ বাণীসংকাইল গ্রামে ইংরেজ শিবিরের নকশা এঁকে আনতে বলেছিলেন আমি আর কষ্ট করলাম না, খোদ ইংরেজ সেনাপতির একটি মানচিত্র চুরি করে নিয়ে এলাম।

কৃপা॥ কি উপায়ে ? তুমি কি যাদু জানো ?

রামা॥ তা বলা যায়। [উচ্চাহাস্য করিয়া] সহিস সেজে সাহেবের ঘোড়া দলাই-মলাই করছিলাম। তারপর এক সময় সাহেব কারণ পান করে বেহুঁশ

হ'য়ে পড়তেই মানচিত্রটা নিয়ে সাহেবেরই ঘোড়ায় চেপে চলে এলাম। আর উপরি পাওনা এই পিস্তল আর টোটা।

কৃপা ॥ [মানচিত্র দেখিয়া উত্তেজিত] রামানন্দ, এ মানচিত্র মজনু শ'র হাতে পড়লে ঐ ইংরেজ শিবির একদিনও টি'কবেনা। উত্তর বাংলার ইংরেজ ফৌজ এক যুদ্ধে ধ্বংস হবে। পুত্র, আমি তোমায় কি বলে আশীর্বাদ করি ভেবে পাচ্ছি না।

রামা ॥ আশীর্বাদ করুন শেষ পর্যন্ত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের মানচিত্র সংগ্রহ করার জন্য যেন বেঁচে থাকি।

কৃপা ॥ তথাস্তু। আজ শুনলাম তোমাকে জীবিত বা মৃত ধরিযে দেবার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আমি তাঁর প্রশংসা করি!

রামা ॥ এতে আমার আপত্তি আছে, গুরুদেব। আমার ধারণা মস্তকের দাম আরও বেশি।

কৃপা ॥ ভবতারণ, তুমি অপেক্ষা করো, উত্তর লিখে আনছি।

[কৃপার প্রস্থান]

রামা ॥ কেমন আছেন ভবতারণ মুখুয্যে ?

ভব ॥ ভাল, ভাল,। তোমার তো দেখাই পাই না।

রামা ॥ আমার দেখা আপনি পাবেন কি ক'রে ? আপনার গতিবিধি যে মার্গে সেখানে আমরা কোথায় ?

ভব ॥ অর্থাৎ ? মানে ?

রামা ॥ দিন দিন আপনার চেহারাখানা বড় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। এই চাদর-খানা কোথায় কিনলেন ?

ভব ॥ ধূপছায়ার হাটে, আবার কোথায় কিনবো ?

হর ॥ [রামাকে] চলো এবার স্নান ক'রে খাবে চলো, ক্লান্ত হয়ে এসেছো—

রামা ॥ দাঁড়াও মা, চাদরটা একটু দেখি। কি ঠাস বুনন দেখেছ? এ কোথায় তৈরি হয় ভবদা?

ভব ॥ কোথায় তৈরি হয় তা, জানি না। কিনেছি ধূপছায়ার হাটে।

রামা ॥ [হাসিয়া] উহুঁ, আমি এই পুরো বাংলা সুবাটা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি জানেন? ধূপছায়ার হাটে এ জিনিষ আসে না।

ভব ॥ বলছ? তা'হলে কি সন্দীপের বাজারে কিনলাম?

রামা ॥ সন্দীপের বাজারেও নেই, ভবদা, আমি জানি। আরো দক্ষিণে, অনেক দক্ষিনে। স্বামী বেদানন্দের চিঠি কোথায় পেলে ভবদা?

ভব ॥ বেদানন্দ আমায় দিলেন, তাই পেলাম।

রামা ॥ কোথায় তিনি আপনাকে দিলেন?

ভব ॥ সন্দীপ গ্রামে, যেখানে তাঁর আশ্রম।

রামা ॥ ভবতারণ মুখুয্যে, আমি যে আজকে তাঁকে দেখে এলাম বাণীসংকাইলে ইংরেজের কারাগারে?

ভব ॥ [চমকিত] কি! বেদানন্দ ধরা প'ড়ে গেছেন? তা হ'লে আমাকে চিঠিটা দেয়ার পরই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন—

রামা ॥ আমি যে শুনে এলাম তিনি একমাস আগে বন্দী হয়েছেন?

ভব ॥ হ—হ—হতেই পারে না—

রামা ॥ বেদানন্দের চিঠিগুলো তা হ'লে কে লিখে দিচ্ছে, ভবতারণ? যে তিনখানা তুমি এনে দিয়ে আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়েছ সে চিঠি কে জাল করে দিচ্ছে?

ভব ॥ কি সব বাজে কথা বলছ? আমি প্রাণ বিপন্ন ক'রে তোমাদের কাজ করে দিচ্ছি—

রামা ॥ প্রাণ বিপন্ন এতদিন হয়নি, এবার হ'লো। ও চাদর কিনতে পাওয়া যায় শুধু ভূতনাথ গ্রামের হাটে, যে গ্রাম এখন ইংরেজের দখলে। ভবতারণ, তুমি ভূতনাথ গিয়েছিলে কেন?

[অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করিয়া ভব পালাইতে চেষ্টা করে—
রামা বজ্রমুষ্টিতে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরেন]

আস্তে আস্তে সন্তানরা নিদ্রা যাচ্ছেন। ষাঁড়ের মতন ডাক ছেড়ে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিও না।

হর॥ এ······এ গুপ্তচর?

চেরাগ॥ এ শয়তান সর্পজোতের বৈঠকের কথা জেনে গেছে—শেষ ক'রে দাও-এক্ষুণি—[পিস্তল বাহির করে]

রামা॥ দাঁড়া! পিস্তল কেন? পিস্তলে কি হবে? এক গুলিতে শেষ ক'রে দিবি? একে আগে গাছের সঙ্গে বাঁধবো, তারপর ছোরা গরম ক'রে একটু একটু ক'রে কাটবো! [উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন, ভবর আর্তনাদ] বলছি না, চীৎকার করবি না? [ছোরা বাহির করেন] এখান থেকেই আরম্ভ হোক তবে! [ছোরার আঘাত ও ভর নিক্ষেপ, রামা হাসিতে থাকেন] রক্ত! রক্ত কই? রক্ত চাই—[পুনঃপুনঃ আঘাত] সারারাত চলবে এই রকম। এটা কি জিনিস? মধু। সারা গায়ে মধু মাখাবো। কেন জানিস? পাহাড়ের লাল পিঁপড়ে দেখেছিস? এত বড়। তারা এসে তোকে ছেঁকে ধরবে, তোর চোখ খুবলে নেবে, তোর ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরে মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাবে—তোর হাত থাকবে বাঁধা, কিছু করতে পারবি না—সারারাত চীৎকার করবি—আয় আয়, দেশদ্রোহী মীরজাফর—

হর॥ একি! একি করছ তুমি? মারতে হয় মেরে ফেলো, কিন্তু এভাবে একটা মানুষকে যন্ত্রনা দিয়ে নিজের সর্বনাশ করছ কেন? ছেড়ে দাও ওকে—

[প্রবল ধাক্কায় রামা হরকে দূরে নিক্ষেপ করেন]

রামা॥ সরে যাও আমার সামনে থেকে, আমার ধমনীতে তরল আগুন বইছে, আমি আর আমি নই, আমি তোমার ছেলে নই, আমি এখন ঘৃণার এক বজ্রপাত—স'রে না গেলে তোমাকেও হত্যা করতে পারি, কিছুই বলা যায় না।

[হর সভয়ে সরিয়া যান]

হর ॥ এ কে ? চেরাগ, আমার ছেলে কোথায ? এ উন্মাদ—নরপিশাচ—

[রামা ছোরার আঘাতে ভবকে রক্তাক্ত করিতেছেন ও হাসিতেছেন]

রামা ॥ রক্তপিপাসা। রক্ত পান ক'রে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটাবো !

হর ॥ [চীৎকার করিয়া] একে শৃঙ্খলিত করো ! এ আমার ছেলে নয়- রাক্ষস, এ রক্তপায়ী নিশাচর।

[দেবী, কৃপা ও শিবানন্দের প্রবেশ]

কৃপা ॥ এ কি ? কি হয়েছে ?

[রামা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় তাকাইলেন গুরুর দিকে]

রামানন্দ !

রামা ॥ এ .... এ গুপ্তচর। রেনেলের গুপ্তচর।

কৃপা ॥ কি ক'রে জানলে ?

রামা ॥ আপনার হাতের চিঠিটা জাল—আর—[ভবর পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে টাকার থলি বাহির করিয়া নিক্ষেপ] কোম্পানির টাকা, বেইমানির পুরস্কার।

হর ॥ বেইমানির শাস্তি ভবতারণ পাবে নিশ্চযই, কিন্তু প্রশ্ন করো ওকে—মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে ও হাসে কেন ?

রামা ॥ গুপ্তচরকে মারবো না ?

হর ॥ শুধু মারলে আজ এভাবে মায়ের মন ভেঙ্গে যেত না। সন্ন্যাসী, আমার ছেলে কোথায় গেল ? আপনভোলা এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে তোমার হাতে দিলাম মুক্তিমন্ত্রে পাঠ নেয়ার জন্য—তুমি সে মাটি থেকে একি পাথর তৈরি করলে ? এ ঘাতক কে ? এ জল্লাদ সৃষ্টি করছে কে ?

কৃপা ॥ সময়। মহাকাল। অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রি-দিনেন্ধনেন—মহামোহরূপ কটাহে প্রাণিসমূহকে দলিত করছেন মহাকাল, সূর্যই সে রন্ধনের অগ্নি, সেই ভীষণ ব্যঞ্জন থেকে এক আধটা অসুর নির্গত

হয়, হ'য়ে থাকে। রামানন্দ, বহুদিন থেকে জানি তোমার মধ্যে রয়েছে ঘৃণার পাবকশিক্ষা। কিন্তু সে আগুনে যে এখন শত্রুকে নয়, নিজেকে দগ্ধ করতে আরম্ভ করেছ, এটা জানতাম না।

রামা॥ আমার অপরাধ?

কৃপা॥ তুমি একটু একটু ক'রে মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করছ?

রামা॥ মানুষের নয়, গুপ্তচরের।

কৃপা॥ সেও মানুষ, দরিদ্র মানুষ। আকস্মিক যোগাযোগে তুমি সন্ন্যাসী, সে গুপ্তচর। বিপরীতটাও হ'তে পারতো, জীবনের চৌরাস্তায় এসে পেটের দায়ে তুমিও ভুল বাঁক নিতে পারতে।

রামা॥ কিন্তু নিইনি—তাই আজ আমাতে-ভবতারণে আমৃত্যু ঘৃণা।

কৃপা॥ নির্বোধ! আমরা ঘৃণা করি না, ভালবাসি। ভালবাসি বলেই এত বড যুদ্ধ। ভীষ্ম বলেছিলেন, ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়েণগতশ্চরেৎ। নোতে জন্ম সমাসাদ্য বৈরং; কুর্বীত কেনচিৎ। কোনো প্রাণীকে হিংসা করবে না, সকলেই মিত্র, মানবজন্মে কারুর সঙ্গে শত্রুতা করবে না।

রামা॥ শত্রুতা না করলে যুদ্ধ করবো কি ক'রে? হিংসা না করলে ধর্মযুদ্ধ হবে কি করে?

কৃপা॥ ধর্মযুদ্ধে শত্রু নিধন করবে বৈকি। ছলে বলে কৌশলে। কিন্তু যুদ্ধের বাইরে শীতল মস্তকে একটি প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে যে আনন্দ পায় সে কি সন্ন্যাসী?

রামা॥ কোন্‌টা যুদ্ধ আর কোন্‌টা যুদ্ধের বাইরে আমি জানি না, বুঝি না। কোন্ স্থানটা এ যুদ্ধের বাইরে আমাকেদেখিয়ে দিতে পারেন, বাঙলাদেশের প্রতি অঙ্গুলি জমিতে ক্ষুধিতের অশ্রুকণা। সে অশ্রুর অভিষেকে এ দেশ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। হ্যাঁ, আমি শত্রুবধে আনন্দ পাই, গুপ্তচরকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলে আমি উল্লাসে নৃত্য করি। দুঃশাসনকে শুধু বধ

ক'রে আমার তৃপ্তি হয় না, তার উষ্ণ রক্ত পান ক'রে তবে আমার শান্তি। ভীম কি ধর্মযোদ্ধা নন ?

কৃপা॥ রামানন্দ, তবে কেন অনাসক্তির শপথ নিয়েছিলে ? আমরা শত্রুনিধনকে একটা প্রয়োজনীয় অভিশাপ হিসাবে বরণ করি। তুমি তো দেখছি রক্তে আসক্ত।

রামা॥ হুঁা,—যখন কাজ থাকে না, আমি অরণ্যে ঘুরে বেড়াই সারারাত, আর কল্পনায় শত্রুদের নানা নারকীয় শাস্তি দিয়ে থাকি। ওটাই আমার বিলাস।

কৃপা॥ [গভীর সমব্যথাসহ] এতে শত্রুর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তোমার নিজের মনের সর্বনাশ। এ যুদ্ধের পর কি করবে ?

রামা॥ এ যুদ্ধের পর আমি থাকবো না, আমি মরবো। আমার মনের জন্য ব্যাকুল হবেন না, গুরুদেব, আমার মন নেই। আমি আপনাদের হাতে একটি তরবারি মাত্র, ইস্পাত খণ্ডের কি মন থাকে ? রক্ত পানেই তার মোক্ষলাভ।

কৃপা॥ দেশকে ভালবাসবে কি ক'রে তা হ'লে ? ইস্পাতখণ্ডের মধ্যে কোথায় মমতা, কোথায় দেশপ্রেম ?

রামা॥ সে আমার প্রয়োজন নেই। তার জন্য আপনি আছেন, মজনু শা আছেন, মুসা ফকির আছেন। চোখের সামনে সন্তানকে ক্ষুধায় মরতে দেখে আর আমার মমতা নেই। [বুকে করাঘাত করিয়া] এখানটায় খরা। বৃষ্টি হয় না। দুর্ভিক্ষ।

কৃপা॥ তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাস্ত্র তাই আমাদের গর্ব, কিন্তু একই সঙ্গে ব'লে রাখি, তুমি কৃপানন্দের লজ্জা। চেরাগ আলি, ভবতারণকে নিয়ে এসো, গুলি ক'রে ওর যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দাও। [প্রস্থান]

চেরাগ॥ আমারও তো বালবাচ্চা হারিয়েছি আকালে, কিন্তু তোমার মতন এমন হিংস্র তো হ'তে পারি না।

রামা ॥ হ'লে ভাল করতে, আরো ভাল যুদ্ধ করতে।

চেরাগ ॥ তোবা, তোবা।

শিবা ॥ আসল কথা এ কৃষক নয় যে, কোনোদিন তো মাটি ফুঁড়ে চারাকে জাগতে দেখেনি, ভালবাসা দিয়ে সে চারাকে বড় করেনি। এ বামুন পণ্ডিত ছিল, পুঁথি প'ড়ে পড়ে সংস্কৃত শিখেছে, মায়ের সঙ্গে কথা কইবার সরল ভাষাটা ভুলে গেছে। [চেরাগ ও শিবানন্দের প্রস্থান]

রামা ॥ [হাসিয়া] যাদের জন্য চুরি করি তারাই বলে চোর। গুপ্তচরদের ত্রাসকম্পিত না করে দিলে তোরাই তো ধরা পড়বি, সবংশে মরবি।

হর ॥ তুমি বলতে চাও ওদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য তুমি ভবতারণকে মেরেছ? বিশ্বাস করি না। তা হ'লে তাকে শুধু মেরে ফেলতে, ও ভাবে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না। তখন তোমার মুখ আমি দেখেছি। সেই ভয়ঙ্কর হাসিমাখা উন্মাদ মুখে মনুষ্যত্বের কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি।

রামা ॥ মা, আমি সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি—ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত—

হর ॥ [তৎক্ষণাৎ] অন্নজল তৈরী আছে, ঘরে এসো।

রামা ॥ [অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়ান] কদমতলার গামটা দেখেছ? দেখেছ তুমি? [চীৎকার করিয়া] কেউ দেখেছ তোমরা? নারীদের ধর্ষন ক'রে তারপর যত্ন করে উলঙ্গ শবদেহের স্তূপ সাজিয়ে রেখে গেছে— পরিহাস ক'রে আবার সেই নরম নারীমাংসে দুটি নিশান পুঁতে দিয়ে গেছে একটি সবুজ, একটি গৈরিক। মুসলমান আর হিন্দু, ফকির আর সন্ন্যাসী। বিধ্বস্ত নারীদেহের ওপর দুটি উদ্ধত ব্যাংগ। সে স্তূপে কয়েকটি মেয়ের বয়স বারোর বেশী নয়।

হর ॥ তুমি ক্লান্ত বললে। তা হ'লে বৃথা চীৎকার করছ কেন? ওরা ইংরেজ দস্যু। মারাঠা বর্গিও তাই করেছিল। পররাজ্যগ্রাসী দস্যুরা চিরদিনই তাই করে। কিন্তু তুমি না সন্ন্যাসী? [প্রস্থান]

রামা ॥ আমরা যোদ্ধা সন্ন্যাসী, শঠ যোদ্ধার সঙ্গে শঠতা দিয়ে যুদ্ধের নীতি

গ্রহন করেছি। এ যদি ধর্ম না হয়, তবে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব উপদেশ মিথ্যা। ভগবান নিজে কেন অর্জুনকে বললেন, বিপদাপন্ন কর্ণকে বধ করো!

দেবী ॥ দেখুন, আপনি সারাদিন অনেক বীরত্ব দেখিয়েছেন, এখন আর গভীর রাতে নির্জন অরণ্যে অর্জুন সাজবেন না। দোহাই আপনার।

রামা ॥ আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? আমি কি উন্মাদ হ'য়ে গেছি?

দেবী ॥ ঠিক উন্মাদ নন, কর্তব্যে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েন, নিজের নানা রাগদ্বেষ ঢেলে দেন। বৃহত্তর লক্ষ্যের চেয়ে প্রতিশোধে বেশি নজর দেন। তস্মাদসক্ত সতত কার্য্যং কর্ম সমাচর। আসক্তি বাদ দিযে কর্তব্য করো। এটাও শ্রীকৃষ্ণের কথা।

রামা ॥ সে মজনু শা পারেন, কৃপানন্দ পারেন, পারেন দেবী চৌধুরানী—

দেবী ॥ [জিভ কাটিয়া] ছিঃ, কাদের সঙ্গে অধীনার নাম করছেন?

রামা ॥ আমি যে সেই মধ্যবর্তী মানুষ, ভীষ্ম যাদের কথা বলেছিলেন, যারা মহামানবও নয়, মূঢ়ও নয়—বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যাতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাম—তারাই ভোগ করে যত তাপ আর জ্বালা। দেবী আমার বুকটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয, ধমনীতে ছোটে ফুটন্ত রক্ত। যত দেখি ঘুরে বাঙলার শ্মশান, তত ক্রোধে অন্ধ হই—মাথার মধ্যে বিস্ফোরিত বিদ্বেষ—[হাসিয়া] যাক সে কথা। আমার কষ্ট হয।

দেবী ॥ আপনার কি সংযম ব'লে কিছু নেই?

রামা ॥ না, নেই।

[নীরবতা]

দেবী ॥ ও কথা থাক, নিভৃতে একটি প্রশ্ন করবো, কাউকে বলবেন না যেন।

রামা ॥ বলব না।

দেবী ॥ শপথ করুন, দেশমাতার পদযুগল স্মরণ করে শপথ করুন, কাউকে বলবেন না।

রামা ॥ করলাম, শপথ করলাম—কী এমন প্রশ্ন ?

দেবী ॥ আপনি······আপনি সেদিন বাজপুর গিয়েছিলেন না ?

রামা ॥ হ্যাঁ।

দেবী ॥ সেখানে—[হঠাৎ আকুল হইয়া] সেখানে আমার গৌর কেমন আছে ? আমার গৌরদাস কেমন আছে ?

[রামানন্দ অবাক হইবা দেবীকে দেখেন]

রামা ॥ এ প্রশ্ন করতে এত সঙ্কোচ কেন ? শপথ করালে কেন ?

দেবী ॥ কেউ যেন জানতে না পারে, দেবী চৌধুরাণী মায়ের মতন দুর্বল। বলুন কেমন দেখলেন গৌরকে ? সে কি রোগা হ'য়ে গেছে ? তাকে খেতে দেয় কি ? শত্রুর শিবিরে সন্তানকে ফেলে রেখে যুদ্ধ করা··· বড়·· বড় কষ্টকর। তাই এ দুর্বলতাটুকু ক্ষমা ক'রে দেবেন। কেমন আছে গৌর ?

রামা ॥ দেবী, আমি তো তাকে দেখিনি।

দেবী ॥ ও, দেখা পাননি। খবর পেলেন কিছু ?

রামা ॥ না, তাও তো নিইনি। কোনো কথাতো জিজ্ঞেস করিনি।

দেবী ॥ অথচ আপনি জানেন সে আমার ছেলে।

রামা ॥ হ্যাঁ, তা তো জানতাম।

দেবী ॥ এও জানতেন আজ এক বছর ছেলের মুখ দেখিনি। এও জানতেন তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি ওখানে।

রামা ॥ হ্যাঁ, জানতাম।

দেবী ॥ সে বাড়িতে আপনি গেলেন, অনেকক্ষণ রইলেন, নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু—কিন্তু একবারো আপনার মনে হয়নি একজন মায়ের জন্যে একটু শান্তি ব'য়ে নিয়ে যাই !

রামা ॥ না, মনে হয়নি। সত্যি আশ্চর্য্য। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় খবর ছাড়া আর কোনো কিছুর কথা আমার মনেই হয়নি।

দেবী ॥ [নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া] আপনি মানুষ নন। অথচ শুনেছিলাম আপনার নাকি এককালে স্ত্রী ছিল, মেয়ে ছিল, আর তাদের নাকি চোখের সামনে মরতে দেখেছিলেন। কই, নিজের মরা মেয়ের কথা ভেবেও তো আমার ছেলের খবরটা এনে দিলেন না। আমার ছেলেকে ওরা—ওরা মেরে ফেলবে জানেন না? [সে কাঁদিতে থাকে হাহাকার করিয়া]

রামা ॥ আমি · আমি বুঝতে পারিনি যে—শত্রুকে ঘৃণা করতে করতে মানুষকে সত্যি ভালবাসতে ভুলে গেলাম নাকি?

দেবী ॥ [আত্মসম্বরণ করিতে করিতে] অবশ্য এ ভাবে অভিযোগ করা আমার অন্যায়। সন্তানের আসক্তিও ত্যাগ করার শপথ নিয়েছি গুরুর পাদস্পর্শ ক'রে। দেবী চৌধুরাণীর তো মা হবার পথ আর নেই। তবু মাঝে মাঝে ছেলের মুখটা চোখের সামনে ভাসে, আর মনে হয় আমার কিছুই নেই। হাতের বন্দুকটা খ'সে যায়, জানেন? আপনাকে এ ভাবে উত্যক্ত করা আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি ঢের বড কাজে গিয়েছিলেন, সামান্য এক কূলহারানো নারীর অন্ধের নাড়ির খোঁজ কখন নেবেন?

রামা ॥ ওরা যা বলে তাই বোধহয় সত্যি। আমি বোধহয় অসুর হ'য়ে উঠেছি—। আমি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, আমার নাম রক্তপিপাসা।

দেবী ॥ আপনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাও বটেন, তাই আপনার সাত খুন মাপ। কুটিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

রামা ॥ মাঝে মাঝে আমারো তো মনে হয় অতীতের ঘনায়মান ছায়ার ওপার থেকে মুক্তো আমাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে। তার কণ্ঠস্বরও তো শুনতে পাই স্পষ্ট। তখন তো মনে হয় দেশজুড়ে যত শিশু সবাইকে এ বুকে তুলে নিতে পারলে হয়তো ক্ষুধার্ত বুকটা জুড়োবে, তৃপ্ত হবে। তখন তো রামানন্দ গিরি আবার হ'য়ে ওঠে পিতা!

দেবী ॥ ব্রাহ্মন যা বলেন তাই বেদবাক্য, এই জ্ঞানে আপনার কথা স্বীকার

ক'রে নিলাম। বাস্তবে অবশ্য আপনার ঐ দয়াময় মূর্তি আমি কখনো দেখিনি।

রামা॥ [আকুলস্বরে] কিন্তু সেটাও সত্য, সেটাও রামানন্দ গিরি। তোমরা কেউ দেখতে পাও না? কখনো দেখোনি? আমার চোখের দিকে তাকাও, দেবী, কি দেখছ? শুধুই বর্বরের রক্ততৃষ্ণা, আর কিছু নয়? আর কিছু নয়?

দেবী॥ হাত ছাড়ুন। [রামানন্দ ছাড়েন না] না, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রামা॥ তা হ'লে কি করে জানাবো তোমায়, যে আমি ভালবাসতে জানি, তোমাকে ভালবাসি?

[নীরবতা, রামানন্দ দেবীর হাত ছাড়িয়া সরিয়া যান]

দেবী॥ আপনি এখুনি যা বললেন, সেটা যে সন্ন্যাসীর মহাত্যাগের শপথকে চূর্ণ করছে, এটা নিশ্চয়ই বোঝেন।

রামা॥ মহাত্যাগের শপথ তো অনেক আগেই চূর্ণ করেছি। কৃপানন্দ স্বামী তো ব'লে গেলেন, আমি ওঁর লজ্জা। ত্যাগের শপথ নিযেই যদি মানবমনকে করায়ত্ত করা যেত, তো আমরা সবাই কৃপানন্দ হ'য়ে যেতাম।

দেবী॥ আপনি একটা প্রচণ্ড অনিয়ম। আপনি হয়তো অনায়সে শপথভঙ্গ করতে পারেন, আমি পারি না। আপনি হয়তো স্বাধীনতার যুদ্ধকে ভুলে গিয়ে নিজের ভালবাসা নিয়ে থাকতে পারেন, আমি পারি না। তাই দয়া ক'রে স্বামীহারা প্রফুল্লমণিকে নিয়ে এসব খেলা আর খেলবেন না।

রামা॥ যা বলেছ মনে রাখবো, কিন্তু এটা খেলা নয়। রামানন্দ গিরি কখনো খেলা করে না। করতে পারলে বেঁচে যেত। এক মুহূর্ত যদি হৃদয় উজাড় ক'রে ঢেলে না দিয়ে চলতে পারতো, তবে তাকে পাগল হ'তে হ'তো না। শত্রুবধের সময়ে অন্তরের সব ঘৃণা উদ্গার না ক'রে যদি চলতো পারতো

তবে বেঁচে যেতো। কাউকে ভালবেসে যদি সেটা গোপন ক'রে চলতে পারতো তবে তাকে গুরুর লজ্জা হ'যে বাঁচতে হতো না। খেলা আমি করি না।

দেবী॥ এটাকে খেলা ব'লেই ধরবেন কিন্তু। নইলে এব কি কৈফিয়ৎ দেবেন নিজের কাছে? যা করলেন তাব ফলে আপনি ব্রাত্য, সন্ন্যাসীর মন্ত্রের অপমান। বাইবে যতই নিরাসক্তের ভাণ করুন, মনেব কাছে কিন্তু আপনি মহাপাপী।

রামা॥ অগত্যা। তুমি কি বলো? যুদ্ধে ম'রে গিযে প্রাযশ্চিত্ত করবো? সেটাই তো আমাদেব নীতি।

দেবী॥ আপনার কর্তব্য আপনি নির্ধারণ করবেন। কৃপা ক'রে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাকে যুদ্ধ করতে দিন। মনের মধ্যে পাষাণ চাপিযে দেবী চৌধুরাণীর বন্দুকের টিপে বিঘ্ন ঘটাবেন না। [প্রস্থান]

রামা॥ [ম্লান হাসিয়া] ওযারেন হেস্টিংস আমাকে বেশি ভয করে না, এরা? রামানন্দ গিবি এক মুহূর্তে মাতা, গুরু, সহযোদ্ধা সবাইকে হারিযে বসে রইল [হাসিযা] এ ভারী মজা তো! শত্রুমিত্র সবাই আমাকে দূব করতে পারলে বাঁচে! ভারী মজা! এ একটা বিচার হলো? [প্রস্থান]

সাত

[কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দপ্তর। হেস্টিংস, রেনেল ও শশাংকের প্রবেশ। রেনেলের দুই হাতে রক্তাক্ত পটি জড়ানো।]

হেস্টিংস ॥ যুদ্ধে জখম হয়েছেন তো বুঝলাম, চোখের ওপর দেখতেই পাচ্ছি ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে গেছেন। সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি, আহত অবস্থায় নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে এতদূর কলকাতায় এলেন কেন? আহত হ'লে বিশ্রাম করা উচিত। হরকরা পাঠালেন না কেন?

[শশাংক ও রেনেলের দৃষ্টি বিনিময়]

রেনেল ॥ ইওর একসেলেনসি, অবস্থা যা ভাবছেন তার চেয়ে গুরুতর। যুদ্ধের খবরটা নিজেই—

হেস্টিংস ॥ এই ফোর্ট উইলিযামে ঢোকার পথে ফুলের বাগান দেখলেন? আমি লাগিয়েছি নিজের হাতে। এদেশের গোলাপ বেশ ভাল জাতের, জানেন? দুর্গ টাকে নীরস দেওয়াল দিয়ে ঘিরতে দিই নি। তার বদলে লাল রঙের ফুলের সমারোহ।

শশাংক ॥ হুজুর মালেক, বিশ হাত দেওয়াল দেয়াই বোধহয় উচিত ছিল। এই সাহেবের কথাটা শুনলেই—

হেস্টিংস ॥ দেয়াল কেন? প্রতিরক্ষা? সেই ফুলের বাগানেই হবে, কেননা আসল কথাটাই বলিনি, প্রতিটি ফুলের গাছের পেছনে একটি ক'রে হাউইটজার কামান পাতা আছে। [হাসিয়া উঠেন মনের আনন্দে] স্বভাব-কবি বাঙালি কুঞ্জবনে ফুল তুলতে এলেই ম'রে যাবে।

রেনেল ॥ ইওর একসেলেনসি উত্তরের যুদ্ধের খবরটা আমার মনে হয় শোনা উচিত। গোলাপের চাষ অতি সুন্দর জিনিষ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যুদ্ধও তো দরকারি, কি বলেন?

হেস্টিংস ॥ আমি কিছুই বলি না, আপনার যা বলার আছে বলুন।

রেনেল ॥ ইওর একসেলেনসি, দাঁড়িয়েই শুনবেন না বসবেন ?

হেস্টিংস ॥ পার্থক্য কি ?

রেনেল ॥ না বলছিলাম, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মূর্চ্ছিত হ'যে প'ড়ে গেলে চোট-টোট লাগতে পারে। চেযার থেকে পড়লে অত লাগবে না।

হেস্টিংস ॥ মূর্চ্ছিত হওয়া আমার স্বাভাববিরুদ্ধ, মূর্চ্ছিত হবো না, বলুন।

রেনেল ॥ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর ভবতারণ মুখুজ্যে নিহত হয। তারপর গত ২২সেপ্টেম্বর, মজনু শা'র দল অতর্কিত আক্রমণে বাণীসংকাইলে আমাদেব ক্যাম্প বিধ্বস্ত করেছে। সন্দেহ কবার কারণ আছে রামানন্দ গিবি ক্যাম্পের ম্যাপ চুরি ক'রে বিদ্রোহীদেব আক্রমণ সম্ভব কবেছে। ক্যাপ্টেন হাস্টিন, লেফটেনাণ্ট ম্যাকমরিস এবং ১০১ জন গোবা সৈন্য নিহত হযেছে।

[নীরবতা]

হেস্টিংস ॥ [গুনগুন করিবা হঠাৎ গান কবেন] এলাস মাই লাভ ইউ ড়ু মি রং, টু কাস্ট মি অফ ডিসকার্টিয়াসলি, ফর আর হ্যাভ লাভেড ইউ সো লং ডিলাইটিং ইন ইওব কম্পানি। দেখলেন তো, মূর্চ্ছিত হলাম না। আর কিছু বলবেন ?

রেনেল ॥ হ্যাঁ বলবো। আপনি বসবেন ?

হেস্টিংস ॥ না, দাঁড়িয়েই শুনবো !

রেনেল ॥ কাছেই রাইখাড়ি ক্যাম্প থেকে কর্ণেল মরিসন এবং আমি, ক্যাপ্টেন রেনেল, সাড়ে চার শ' গোরা সৈন্য নিযে ওদের আক্রমণ করতে যাই, কিন্তু ওরা আমাদের চেযে দ্রুতগতিতে পিছু হঠতে থাকে। মরিসন আহ্লাদে আটখানা হ'যে দ্বিগুন উৎসাহে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। এই কৌশলে ওরা আমাদের টেনে নিয়ে যায় তরাইয়ের মোরাং অরণ্যের মধ্যিখানে। তারপর ২৯শে সেপ্টেম্বর চারদিক থেকে ঘিরে ওরা আমাদের

·· আমাদের কচুকাটা করে। কর্ণেল মরিসন, ক্যাপ্টেন বার্ড, সার্জেন্ট হ্যাসেট এবং ২৬১ জন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছে। উত্তরবংগে আর ব্রিটিশ সেনার অস্তিত্ব নেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চিহ্ন নেই।

হেস্টিংস॥ এই খবর শুনে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বো কি ক'রে ভাবলেন? ওয়ারেন হেস্টিংসকে কি ভাবেন আপনারা? তা এসব লিখে না পাঠিয়ে আপনি ওখান থেকে চ'লে এলেন কোন্ আক্কেলে?

রেনেল॥ আমার হাত দুটোর যা অবস্থা, কলম ধরতে' পারছি না। তা ছাড়া যে ব্রিটিশ সেনা অবশিষ্ট ছিল ফেরার পথে তাদের হঠাৎ কলেরা দেখা দিল। বোঝা গেল,দেবী চৌধুরাণী নামে এক মেয়ে ডাকাতের নেতৃত্বে শত্রুরা পুকুর আর কুয়োর মধ্যে মরা জন্তু এবং মরা গোরু ফেলে জল বিষাক্ত করে রেখেছে। এতে ব্রিটিশ সেনার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ফিরে যাওয়ার এক ব্যাপক ইচ্ছা দেখা গেল। ওরা কলকাতার পথ ধরলো। সুতরাং আমিও আর একা একা ওখানে কি করব এই চিন্তা ক'রে ওদের সংগ ধরলাম এবং ওদের ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবে ঘন ঘন সায় দিতে লাগলাম।

হেস্টিংস॥ [স্বাভাবিক স্বরে] এতে আপনার লজ্জা হ'লো না।

রেনেল॥ একদম না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বানিয়াদের জন্য প্রাণ বিপন্ন করা আমার পছন্দ হলো না!

হেস্টিংস॥ হুঁ, ও-অবস্থায় আমারো হ'তো না। [বাহিরে দেখাইয়া] ওদিকটায় ডালিয়া কেমন ফুটেছে দেখুন। ফোর্ট উইলিয়মকে আমি গার্ডেন অফ ইডেন বানিয়ে ছেড়েছি কিনা বলুন।

শশাংক॥ হুজুর সেটা না হয় পরে বলা যাবে। এবার একটু নেকনজর দিন, মালিক, উত্তরদিকে নেকনজর দিন। মজনু শা, দেবী চৌধুরাণী, রামানন্দ শনৈঃ শনৈঃ রংপুরের দিকে এগুচ্ছে, কয়েকদিনের মধ্যেই আমার বাজপুর, ভূতনাথ সব বেদখল হবে। আপনারা তো কালাপানি পেরিয়ে বিলেত চ'লে যাবেন, আমি কোথায় যাবো?

হেস্টিংস ॥ কে বিলেত চ'লে যাবে ?

শশাংক ॥ হুজুররা, তশরীফরা। এই হুজুর যে বললেন—

হেস্টিংস ॥ পরিহাস করছিলেন ! উনি আজ রাত্রেই আবার উত্তরবংগে ফিরে

রেনেল ॥ এবার গভর্ণর জেনারেল পরিহাস করছেন, আমি ওমুখো হচ্ছি না।

হেস্টিংস ॥ হচ্ছেন, হচ্ছেন। আপনারা দু'জনেই যাচ্ছেন। সংগে যাচ্ছেন কর্ণেল ওকনর এবং এক হাজার গোরা সৈন্য, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ, চল্লিশটা কামান।

রেনেল ॥ একটা ব্রিটিশ কুসংস্কার আছে, খুব ক'রে পেটালেই লোকেরআর খিদে থাকে না। আপনি যদি মনে ক'রে থাকেন বেদম প্রহার করলেই লোকে শান্তিতে শুয়ে ম'রে থাকবে, তবে ভুল করেছেন। এ বিদ্রোহের মুল অনেক গভীরে। খাদ্যাভাব, জমি থেকে উচ্ছেদ, বেকারি, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব—এইসবের বিক্ষোভ থেকে রামানন্দ গিরিরা বেরিয়ে এসেছে। ওদের ধ'রে ধ'রে গারদের মধ্যে গুমখুন করলেই বিদ্রোহ বন্ধ হয় না বরং আরো বাড়ে।

হেস্টিংস ॥ [হাসিবা] এ আপনি সভ্য ইউরোপীয় জাতি সম্পর্কে বলতে পারেন, এই অসভ্য দেশে নয়। এরা অর্ধেক পশু-অধোমানব। এরা কাতারে কাতারে ক্ষুধায় মরে কিন্তু তলোয়ার ধরে না।এরা রাজপথের ওপর কাউকে মরে প'ড়ে থাকতে দেখলে পাশ দিযে গল্প করতে করতে চ'লে যায়। পাডা ঘিরে সেপাই দিয়ে কুলবধুদের ধর্ষণ করালে ঘরের ভেতর ব'সে একটু উহু আহা করবে, তাও খুব আস্তে পাছে সরকার শুনতে পায়। বিদ্রোহের নেতাদের ধ'রে ফাঁসি দিয়েছি, কারাগারের মধ্যেপিটিয়ে মেরেছি রাজপথের ওপর সকলের সামনে বিদ্রোহী যুবককে বিনা বিচারে গুলি ক'রে মেরেছি আর লোকে সবদেখেছে তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে, ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুমও পাড়িয়েছে, তাদের লজ্জা হয়নি। এর নাম সুবে বাংলা।

এদেশের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ ক'রে বাংলার বাহিরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফলে বছর বছর অর্থনীতি ধ্ব'সে পড়ছে, ভাঁড়ার ফাঁক হ'য়ে যাচ্ছে, বর্বররা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, ওসব বোধহয় মাথাতেই ঢোকে না ওদের। তাই ক্যাপ্টেন রেনেল, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। আমি বলছি মেরেই শায়েস্তা করা যায়, আর কোনো উপায়ে নয়। বিদ্রোহের নেতা ক'টাকে শেষ ক'রে দিন, সর্বত্র আবার শান্তি বিরাজ করবে।

রেনেল ॥ নেতা ক'টাকে শেষ করার আগে ওদের ধরতে হয়। সে বিষয়ে খানিক অসুবিধা দেখা যাচ্ছে না? কি মনে হয় আপনার?

হেস্টিংস ॥ লেট আস সী ওয়ান বাইওয়ান। মজনু শা—অসম্ভব, তার ফৌজকে ধ্বংস করতে না পারলে ওকে ধরা যাবে না।

শশাংক ॥ হুজুর—তরাই-এর জংগলে ও ফৌজের সংগে গোরারাও পারবে না হুজুর।

হেস্টিংস ॥ হোয়াট? হাউ ডেয়ার ইউ?

রেনেল ॥ আক্রান্ত হ'লে মজনু তার বাহিনী নিয়ে নেপাল সীমান্ত অতিক্রম ক'রে চ'লে যায়, আমরা সুসভ্য ইংরেজ বেকুবের মতন সীমান্তে দাঁড়িয়ে পড়ি।

হেস্টিংস ॥ থ্যাটস্ ইণ্টারেস্টিং। এ বিষয়ে আমাকে একটা নোট লিখে দেবেন তো।

রেনেল ॥ হাত ভালো হ'লে লিখে দেবো।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ, কারণ বোঝা যাচ্ছে নেপালও দখল ক'রে নেয়া দরকার। ভবিষ্যতে কোনো সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ সরকারের উচিত হবে নেপালকে গিলে নেয়া, তা হ'লে আর উত্তরবংগের বিদ্রোহীরা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে না।

রেনেল ॥ আর নেপালের বিদ্রোহীদের কী করা হবে? তারা যে পালিয়ে চীনে ঢুকবে।

হেস্টিংস ॥ তখন চীন দখল করা হবে। চীনের কাছ থেকে তিব্বত কেড়ে নিয়ে সেখানে ব্রিটিশ আশ্রিত সরকার দাঁড় করাবো।

রেনেল। এইভাবে সারা এশিয়া।

হেস্টিংস ॥ ইয়েস, সেটাই ব্রিটিশ সামাজ্য-নীতি। এশিয়ার অসভ্য মানুষকে লালন পালনের ভার এসে পড়েছে আমাদের ওপরে। তা হ'লে মজনু শা এবং তার বাহিনীকে এখন কিছু করা যাচ্ছে না। কৃপানন্দ স্বামী ওরফে বিশ্বানন্দ ওরফে ভবানী পাঠক ?

শশাংক ॥ সেও জংগলে থাকে, মালিক, তরাইয়ের জংগলে। সেখানে ঢুকলেই গোরারা সাবাড় হ'য়ে যায়।

হেস্টিংস ॥ হোয়াট ? ইউ আর বি-ইং ভেরি প্রিজাম্‌চুয়াস ;

রেনেল ॥ এটা কি আমাদের লোক না সন্ন্যাসীদের স্পাই. সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। এই রামানন্দকে দিয়ে ক্লিফটনকে খুন করিয়েছে আমার সামনে।

শশাংক ॥ ধর্মাবতার, এই মিথ্যা সন্দেহের বশে আমাকে দশ দিন কয়েদ ক'রে রেখেছিলেন। এখনো আশ মেটেনি ? আর কতকাল এভাবে আমার বশ্যতায় সন্দেহ করা হবে ?

হেস্টিংস ॥ রামানন্দ গিরি। একে ধরা যাচ্ছে না কেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ! ক্যাপ্টেন রেনেল, আপনি না সামরিক গুপ্তচর বিভাগের অফিসার ? রামানন্দ দেখছি অবাধে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় যেন ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলটা ওরা পৈতৃক জমিদারী।

রেনেল ॥ ইওর একসেলেনসি ভুলে যাচ্ছেন এটা ভোজ আর ভানুমতির দেশ। রামানন্দ ইন্দ্রজাল রপ্ত ক'রে নিয়ে কখনো উড়ে বেড়াচ্ছে কখনো অদৃশ্য হচ্ছে ইত্যাদি।

হেস্টিংস ॥ কিন্তু আমাদের যে বদনাম র'টে যাচ্ছে। লোকে বলাবলি করছে, দু বছর ধ'রে লোকটা কলকাতা, বর্দ্ধমান, রংপুর, জলপাইগুড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাকে ধরা যায় না ? শুনলাম মাস ছয়েক

আগে সে নাকি কলকাতায় এসে দিব্যি বউবাজারে বাস ক'রে চলে গেছে। একে ধরতেই হবে। নেকসট্‌—দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্ল! আমার কাছে এটা হাস্যকর একটা ব্যাপার যে রেনেল এক নারীর হাতে এমনভাবে পর্যুদস্ত হ'য়ে যাচ্ছেন?

রেনেল ॥ দেবী চৌধুরাণী পুরুষের বাবা। আর তার নৌকার স্পীডের সংগে যদি আপনার পরিচয় থাকতো—

শশাংক ॥ নৌকা নয়, ছিপ—ছিপ।

রেনেল ॥ উইল ইউ শাট আপ? একে দেখলেই আমার রাগ হয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অত্যন্ত দ্রুতগতি নৌকায় ঐ মহিলা তাঁর দলবল সহ শুট ক'রে এখান ওখান করতে করতে অদৃশ্য হ'যে যান।

হেস্টিংস ॥ সবাই তো দেখছি আপনার মতে অদৃশ্যহ'য়ে যান। অশরীরীদের সংগে যুদ্ধ কি ক'রে হবে? কিন্তু যুদ্ধ করতে হবে, এবং জিততেও হবে। দেবী চৌধুরাণীর পেছনে ছুটে যদি তাকে ধরা না যায়, তা হ'লে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে দেবী ছুটে না পালিয়ে আমাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসে।

রেনেল ॥ আর একটা বিয়ের লোভ দেখাবেন বুঝি? একবার তার স্বামীকে গুমখুন ক'রে আপনিই এই ঝামেলাটা পাকিয়েছেন, আর আপনার উপদেশ শুনতে রাজী নই।

শশাংক ॥ [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] হ্যাঁ—হ্যাঁ—ছেলে—

রেনেল ॥ আপনি আবার মুখ খুলেছেন?

শশাংক ॥ মাই লর্ড, দেবীর ছেলেই তো রয়েছে আপনার হাতের মুঠোয়। ছেলেটাই তো রয়েছে! দি বয়! গৌরদাস চৌধুরী। গৌর রে, এতদিন তোকে কি ভাবে ভুলে ছিনু রে?

রেনেল ॥ আগে ভাবতাম এ বদমায়েশ, এখন দেখছি এ পাগল। গো অন' গেট আউট—

হেস্টিংস ॥ ক্যাপ্টেন রেনেল আপনি খুব ভালো ক'রে জানেন এ কী বলতে চাইছে, বলতে দিন। ছেলেটাকে নিয়ে কি করবেন?

শশাংক ॥ তুরুন ঠুকবো।

হেস্টিংস ॥ সেটা আবার কি?

রেনেল ॥ এক নবাবী শাস্তি। প্রকাশ্য কোনো স্থানে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে চাবুক প্রভৃতি মারা এবং খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা। ইংল্যাণ্ড যাকে পিলোরি বলে। আসামী খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মরে।

শশাংক ॥ তুরুন ঠুকবো। গৌরকে তুরুন ঠুকবো। সে খবরটা চারিদিকে রটাবো। ও শালাদের অসংখ্য গুপ্তচর। দু'দিন যেতে না যেতে দেবী চৌধুরাণী হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে নিজের চোখেরজলে পা হড়কে পড়ে যাবে। ডাকাত হ'লেও মা তো। বাঙালি মায়েদের নাড়ি নক্ষত্র জানি হুজুর।

রেনেল ॥ এই বাঙালি বর্বর এতদিনে ইংরেজ হ'য়ে উঠলো।

হেস্টিংস ॥ বাবু, তোমার কাজ কর্মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খুব খুশি। তোমাকে দেখছি একটা খেতাব-টেতাব না দিলে নয়।

শশাংক ॥ হুজুরের দয়াই আমার খেতাব, হুজুরের বিলিতি জুতোর ধুলোই আমার পুরস্কার।

হেস্টিংস ॥ ক্যাপ্টেন রেনেল, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, ছেলেটার কোনো কষ্ট হবে না। বাঙালিরা অনাহারে এতই অভ্যস্ত যে ছেলেটা মনের আনন্দে খুঁটিতে ঝুলে থাকবে। এবং মা না এলে মনের আনন্দে ম'রে যাবে। তা হ'লে আপনারা এবার রওনা হোন। ব্যারাকপুর থেকে কর্নেল ও'কনর ইতিমধ্যে যাত্রা শুরু করেছেন।

রেনেল ॥ আমার তো জিনিষপত্রের বালাই নেই, জাহাজে উঠে পড়লেই হ'লো।

হেস্টিংস ॥ জাহাজে?

রেনেল ॥ হ্যাঁ, আমি ইংলণ্ড যাচ্ছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর এই শয়তান

শশাংক দত্তর জন্ত প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে তরাই-এ যাওয়া আমার পোষাচ্ছে না। এঁরা যান উত্তরবংগে, আমি ইংলণ্ডে। যার যার তার তার।

হেষ্টিংস ॥ [সজোরে] ক্যাপ্টেন রেনেল। আপনার চাকরির মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি জানেন ? আপনাকে পলাতক হিসাবে ফাঁসি দিতে পারি।

রেনেল ॥ [সজোরে] সেটাই ভালো হবে। দড়ি যোগাড় ক'রে আনি এক গাছা ? এখুনি ঝুলিয়ে দিন। তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ সন্তানের ক্ষুধাকে রাজনৈতিক চাল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে না, সন্তানকে যন্ত্রণা দিয়ে মাকে গ্রেপ্তার করার বৃটিশ সভ্যতা শিখতে হবে না।

শশাংক ॥ হুজুর মালেক, রেনেল সাহেব না থাকলে গোরা ফৌজ অন্ধ হ'যে যাবে। উনি ও অঞ্চলটা যেমন চেনেন তাতে ইনি অগতির গতি, অন্ধের যষ্টি, ভিখিরির কম্বল ; এঁকে ছাডা যায় না।

রেনেল ॥ কেন আপনি তো আছেন যত বদমাইশির উৎসস্থল।

হেষ্টিংস ॥ রেনেল, কি জন্তে বাঁচলে এতদিন ?

রেনেল ॥ কি ?

হেষ্টিংস ॥ আফিমের নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখছো। নিজেকে প্রশ্ন করো কি জন্তে বাঁচলে ? কি করলে ? যুদ্ধেও তো মরতে পারলে না, হাতদুটো জখম ক'রে পালিয়ে এলে। ইংলণ্ডেও পরাজিত হয়েছিলে, তাই পালিয়ে এদেশে এলে, এখন আবার এখানে হেরে গিয়ে পালিয়ে ইংলণ্ডে যাচ্ছ। পৃথিবীতে রেখে যাচ্ছ এক অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থতার কাহিনী, যা কেউ মনেও রাখবে না। হোয়াট এ শেম রেনেল, হোয়াট এন অফুল থট টু ডাই উইথ। তোমার মৃত্যুটা কি নিঃসংগ, কি ভীষণ হবে বুঝতে পারছো ? একা একা ছিন্নমূল মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক আর কিছু আছে ?

রেনেল ॥ তাই ব'লে লক্ষ মানুষের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতন অমরত্ব আমার দরকার নেই।

হেষ্টিংস ॥ সেরকম অমরত্ব তোমার সাধ্যেও নেই, রেনেল। তুমি ওয়ারেন

হেস্টিংস হবে কি ক'রে? তুমি ক্ষুদ্র মানুষ, অচঞ্চল চোখে একটা আস্ত দেশকে ধ্বংস হ'তে তুমি দেখবে কি ক'রে? ওয়ারেন হেস্টিংস মূর্তিমান অন্যায়, সাক্ষাৎ শয়তান। আমার মতন বিশাল দস্যুরা কালেভদ্রে জন্ম লাভ করেন এবং অশ্রু আর রক্ত দিয়ে ইতিহাসের এক একটা পরিচ্ছেদ লিখে যান। তুমি সেদিকে তাকিও না, সামান্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায় সে ইতিহাস খুললে। কিন্তু তোমার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই বা তোমার কি কীর্তি? মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছো প্রেমিকের মতন কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারছো না এমনই তোমার ভয়।

রেনেল ॥ ভয় নয়, ভুল বলছো। মৃত্যুর পিঠে হাত রেখে ভাই ব'লে কথা কইতে একটুও ভয় পাই না। রামানন্দ গিরিকে তো বলেই ছিলাম আমায় মেরে ফেলো। কেননা আই মিয়ারলি ক্যারি মাই কর্পস, শবদেহ ব'য়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মরতেও কোনো উৎসাহ পাই না। মানুষের একটা ইচ্ছার তো দরকার হয়, একটা—একটা চাওয়া, একটা আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয়। আমার সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন বাঁচা বা মরা দুটোতেই দেখি শুধু অবসাদ, শুধু বিরক্তি—এসব ভাবতে গেলে আমার হাই উঠে।

হেস্টিংস ॥ তুমি এদিকে হাই তুলবে আর ওদিকে শশাংক দত্ত যা খুশী করুক এই তোমার সিদ্ধান্ত?

রেনেল ॥ শশাংক? শশাংক যা খুশী করবে মানে?

হেস্টিংস ॥ তুমি না থাকলে ওই হবে একচ্ছত্র, কেননা কর্ণেল ও'কনর সত্ত আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে এসেছেন, এদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। তখন এই শশাংক দত্ত কি করবে ভেবে দেখছো? একটা ছেলেকে কিছুদিন খেতে দেবে না এই চিন্তায় তুমি পাগল হচ্ছো, আর এ লোকটা সর্বময় কর্তৃত্ব পেলে যে সব অন্তঃসত্ত্বা নারীর গর্ভের সন্তানরা পর্যন্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়বে, সেটা বুঝেছ?

শশাংক ॥ হুজুর মালেক, আমাকে এমন নরাধম ভাবেন, সেটা—

রেনেল ॥ [হিংস্র চীৎকার করিয়া] কি কোয়ায়েট, ডেমি—ডেভিল, অর আই উইল মেক ইউ কোয়ায়েট! [চিন্তা করিয়া] ওয়ারেন, কেন তুমি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বদমাশদের একজন সেটা আজ বুঝলাম। কাকে কখন কি ব'লে কাজে নামাতে হবে সেটা তোমার আয়ত্বে আছে।

হেস্টিংস ॥ যাক আফিমের নেশা কাটছে।

রেনেল ॥ তুমি খুব ভালো ক'রে জানো, এই শুয়োরের বাচ্চার হাতে দেশটাকে ছেড়ে দিযে রেনেল পালাতে পারে না।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ জানি, তা হ'লে তুমি উত্তরবংগে যাচ্ছো?

রেনেল ॥ এক শর্ত। সুপ্রীম কমাণ্ড আমার হাতে থাকবে, আমার কাজে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না।

হেস্টিংস ॥ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করা হচ্ছে তোমার কাজ। সে দমনের কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

রেনেল ॥ গর্ভর্ণর জেনারেলও না।

হেস্টিংস ॥ বিদ্রোহ দমন করতে পারলে আমি হস্তক্ষেপ করবো কেন?

রেনেল ॥ লিখে দাও সেটা, আই ওয়াণ্ট ইওর রিটেন অথরিটি।

হেস্টিংস ॥ মুখের কথা অবিশ্বাস করছো?

রেনেল ॥ নিশ্চয়ই! ইতিহাসের বিরাট দস্যুদের মুখের কথায় বিশ্বাস করার পাত্র আমি নই।

হেস্টিংস ॥ এসো, লিখে দিচ্ছি। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। দেবী চৌধুরাণী আর রামানন্দ গিরিকে তোমার হাতে দিচ্ছি, তাদের একসটা-মিনেট করতে হবে. এ ধরা থেকে মুছে দিতে হবে, মেরে ফেলতে হবে।

রেনেল ॥ এগ্রীড। হাত ভালো হলে এটা আমি লিখে দেবো।

হেস্টিংস ॥ প্রয়োজন নেই, সামান্য লোকেদের মুখের কথা যথেষ্ট। তা হ'লে বাবু, অবিলম্বে দেবী চৌধুরাণীর ছেলেকে ···কি যেন কথাটা?

শশাংক ॥ তুরুন ঠুকে দেবো।

হেস্টিংস ॥ হ্যাঁ তুরুন ঠুকে দিন।

শশাংক ॥ তুরুন ঠুকে গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেবো, জল পর্যন্ত দেবো না। দেখি দেবী চৌধুরাণী ধরা না দিয়ে কোথায় যায়। হাজার হোক বাঙালি মেয়ে তো, ঠিক ছুটে আসবে।

হেস্টিংস ॥ আর চল্লিশটা কামান নিয়ে ও'কনর আক্রমণ করবেন মজনু শা'কে।

আট

[মহাস্থানগড়ের নিকটে অরণ্য। মুসা ও সন্ন্যাসীদের প্রবেশ, সকলেই সশস্ত্র। দূরে ঘন ঘন কামানের গর্জন।]

॥ মুসা ও সন্ন্যাসীদের গান ॥

ঘন ঘন গর্জনে ডাকে শত্রুর কামান,
প্রতিধ্বনি তার কাঁপায় বিমান,
আমরা চলেছি শুনে তার আহ্বান
নিশ্চিত মৃত্যুর পথে মোরা চলমান ॥

[কৃপানন্দের প্রবেশ হাতে তরবারি ও পিস্তল, কপাল রক্তাক্ত]

কৃপা॥ পিছু হঠো! পিছিয়ে যাও! সম্মুখ যুদ্ধ আমাদের পথ নয়! পিছু হঠো! অরণ্যে আশ্রয় নাও। নির্বোধ সাহস দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। ছল চাই, কৌশল চাই, পলায়ন করতে জানা চাই। শত্রুর কামানের সারির সামনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সস্তা বীরত্ব দেখানো আমাদের পথ নয়—পিছু হঠো!

॥ গান ॥

ঘর ছেড়ে এসেছি এক দামাল স্বপ্নের সংগীতে
পাথরে বন্দী প্রাণের চকিত ইশারায়
বুকের শিকড়গুলো উপড়ে ফেলেছি হায়
মূঢ় প্রিয়ার কান্না ভুলেছি দূরের ইংগিতে ॥
তবু তো কই ভাঙতে পারি না তোমাদের হৃদয়ের দ্বার
তবু তো নির্বাক প্রান্তরে বৃথা ঘুরে মরি
স্বজনের অভিশাপে আশ্রয় খুঁজে ফিরি,
শত্রুর বন্দুকের পিছে শুনি মিত্রের নীরব ধিক্কার ॥

কৃপা॥ প্রথম পরাজয়, সন্ন্যাসী বাহিনীর প্রথম পরাজয়। মহাস্থানগড়ের যুদ্ধে মজনু শা পরাজিত। মুসা, তাকিয়ে দেখলে? মজনু শা ঘোড়া থেকে

আহত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন, বুকে হেঁটে এক গৃহস্থের ঘরে গিয়ে দরজায় ঘা দিলেন, তারা দেখেই দোর বন্ধ ক'রে দিল। এই প্রথম তাকিয়ে দেখছি—মানুষ আমাদের দিকে নেই। যাদের জন্য মজনু শা সব ত্যাগ করেছেন, তারা আজ মজনু শা-র মুখের ওপর দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিল, এই লাঞ্ছনা আমাকে তাড়া ক'রে ফিরবে আমরণ।

মুসা॥ এবারে ইংরেজরা ধান বিলোচ্ছে। টাকা বিলোচ্ছে। মজুতদারদের গোলা ভেঙে ওরাই ধান বিলিয়ে দিচ্ছে, স্বামীজী, আর মানুষ হঠাৎ সুদিনের মুখ দেখে দু'হাতে আশীর্বাদ করছে।

কৃপা॥ চাষীরই ধান চাষীকে দিচ্ছে, করুণা ক'রে নয়, বাধ্য হ'য়ে আমাদের আঘাতে বিপর্যস্ত হ'য়ে। নিজের ধন ফিরে পেযে মানুষ মনে করছে ভিক্ষা পেলাম।

মুসা॥ আপনি আহত, স্বামীজী, রক্ত ঝরছে আপনার কপাল থেকে।

কৃপা॥ আমার হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে অন্তরের মাঝে সেটার তুলনায় কপালের এই ক্ষত কিছুই নয়, মুসা! রেনেল—এটা রেনেলের কাজ। এর আগে ওরা দু'হাতে কাটতে কাটতে এসেছে আর আমরা জনমানসের আরো গভীরে প্রবেশ করেছি। এবার রেনেলের চাল—বড় ভীষণ চাল—চাল বিলিয়ে সে আমাদের নির্মূল করতে চায়, জনতার মন থেকে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়।

[দেবী ও চেরাগ আলির প্রবেশ]

দেবী॥ গুরুদেব।

কৃপা॥ দেবী এসেছিস মা? আমরা হেরে গেছি। দেড়শত সন্তানের ছিন্নভিন্ন দেহ প'ড়ে আছে ঐ মহাস্থানগড়ের প্রান্তরে, কারণ চিরদিন যে কৃষকরা আমাদের খবর এনে দিত, আশ্রয় দিত, তৃষ্ণার্ত হ'লে জল দিত, তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

দেবী ॥ পরের যুদ্ধ জিতবো, নইলে তার পরেরটা জিতবো,নইলেতারপরেরটা।

কৃপা ॥ হ্যাঁ—আর নইলে ভবিষ্যতের জন্য কতকগুলি স্মৃতি জড়ো ক'রে রেখে, যুদ্ধে ম'রে যাবো। মজনু শা আদেশ দিয়েছেন, সবাইকে পিছু হঠে চ'লে যেতে হবে অরণ্যের গভীরে। [দূরবীন দিয়া দেখিয়া] ইংরেজ ফৌজ এগুচ্ছে না! এবার বড় দুর্ধর্ষ নেতা। [হাসিয়া] আগের কেউ হ'লে তাড়া ক'রে বনের মধ্যে ঢুকতো, তারপর দিশেহারা হ'য়ে মরতো। এবার রেনেলের নেতৃত্ব। বড় চতুর যোদ্ধা।

দেবী ॥ আমি রমনায় কোম্পানির কুঠি লুঠ ক'রে এনেছি গুরুদেব। কিন্তু আশ্চর্য, আগে সহস্র মানুষ একত্র হ'য় আশীর্বাদ ক'রে বলতো, দেবী তুমি জয়ী হও, আবার এসো। এবার—এবার কেউ নেই—এ যুদ্ধ যেন ওদের নয়, যেন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে দরিদ্রের কিছু এসে যায় না। এমন কি ছিপে উঠে চ'লে আসার সময়ে নদীতীর থেকে চীৎকার ক'রে বললো, এরপর যখন গোরা ফৌজ এসে শোধ নেবে তুমি কি আসবে বাঁচাতে?

চেরাগ ॥ অপরাধ নিও না মা, অনেক জ্বালায় ওকথা বলেছ।

দেবী ॥ কি জ্বালায়? এমন কোন্ জ্বালায় জ্বলছে ওরা যাতে আমরাও পুড়ে খাক্ হইনি?

চেরাগ ॥ ওরা শান্তি চায় মা, বহুদিন ধ'রে শুধু হানাহানি দেখে দেখে ওরা অস্থির হ'য়ে উঠেছে। চাষ হচ্ছে আবার, ফসল তোলার সময় এটা। এ সময়ে যদি যুদ্ধ হয়, সে-ফসল পুড়ে ছাই হবে, বা ঘোড়ার খুরের তলায় ছিন্নভিন্ন হবে। ওরা একটু শান্তি চায়।

কৃপা ॥ সে শান্তি পাবে ওরা? যুদ্ধ না ক'রে শান্তি কেড়ে নেবে কি ক'রে? ইংরেজ কোম্পানি আর বাঙালি মহাজন ওদের শান্তি দেবে? সন্ন্যাসীরা পরাজিত হলেই ওরা আবার ফসল কেড়ে নেবে না? সামান্য দু'টি চাল ঘুষ পেলেই স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াবো, এটা কোন্ নীতি?

চোরাগ ॥ তা সেটা বুঝিয়েছ ওদের? বোঝাতে পেরেছো? নাকি আমরা

যুদ্ধ করতে এত ব্যস্ত যে যাদের জন্ত যুদ্ধ তাদেরই ভুলে গেছি ? যুদ্ধ করতে করতে আমরা এমন হ'য়ে গেছি যে দেশমাতার কোটী সন্তানের সংগে কথা কইবার সময় নেই।

[নীরবতা]

কৃপা ॥ তা হ'লে তো এ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত। এবার হেরে গেলাম।

দেবী ॥ এখনো হারিনি গুরুদেব, এখনো—

কৃপা ॥ [হাসিয়া] মনকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভোলাবার কোনো দরকার আছে দেবী ? ঐখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে গ্রাম, লক্ষ গ্রামের একটি —তার দ্বার আমাদের কাছে রুদ্ধ। ঐ মানুষগুলির মনে আমাদের জন্ত জেগেছে ঘৃণা, ভয়, আতংক। তা হ'লে আর কি ক'রে যুদ্ধে জিতব, দেবী, ওদের বাদ দিয়ে আমাদের তো অস্তিত্বই নেই।

দেবী ॥ তা হ'লে এবার কর্তব্য কী ?

কৃপা ॥ সেটা জানেন মজনু শা, অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ম'রে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা আবার ফিরে আসবো বাংলার প্রান্তরে।

[হরমণির প্রবেশ]

হর ॥ গুরুদেব ! আমি আমার ছেলের বিচার চাইতে এসেছি।

কৃপা ॥ কিসের বিচার ?

হর ॥ বিশ্বাসঘাতকতার !

[সকলে চমকিত]

কৃপা ॥ নারী, তুমি কি রামানন্দ গিরির কথা কইছো ?

হর ॥ হ্যাঁ, সে পালিয়েছে। বিনা নির্দেশে এ অরণ্য ছেড়ে কেউ বেরুতে পারবে না, এই ছিল মজনু শা-র নির্দেশ। সে চ'লে গেছে, সন্ন্যাসী বাহিনী পরজিত হ'তেই সে কাপুরুষের মতন পালিয়ে গেছে।

কৃপা ॥ সকালে তার শহরে যাওয়ার কথা ছিল সংবাদগ্রহণের কাজে, সে যায়নি ?

হর ॥ গিয়েছিল ! তারপর সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলো। যুদ্ধ তখন চলছে। আর তার মুখে দেখলাম ভয়, উদ্বেগ, আতংক। এসেই সে কতকগুলি কাপড় জামা টেনে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছো? সে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললো—যাচ্ছি ইংরেজ শিবিরে। ব'লে চ'লে গেল।

কৃপা ॥ [গর্জন করিয়া] সত্য বলছ? নিজের সন্তানকে ঘৃণা করতে তোমার মতন কাউকে দেখিনি। তুমি মিথ্যা কথা কইছ না তো?

হর ॥ মহামায়া সাক্ষী, রুদ্রদেব সাক্ষী—নইলে নিজের ছেলেকে কেউ মৃত্যুদণ্ডে স'পে দেয়?

কৃপা ॥ রামানন্দ চ'লে গেলে রইলো কে? রেনেলের সংগে তার গভীর সখ্য জন্মেছে। তাই হয়তো রেনেলের আশ্রয়ে চলে গেল! এও আমারই দোষ। সেদিন ওকে সকলের সামনে আমি অপমান করেছি। বোঝাইনি, শুধু ভং'সনা করেছি। কৃপানন্দের বুকে এতটুকু মায়াদয়া আর অবশিষ্ট নেই যে যুদ্ধক্লান্ত মহাবীর শিষ্যের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে কথাগুলে বলে। ছিঃ আমি অনেক নীচে নেমে গেছি, দেবী। মৃত্যুদণ্ড! বিশ্বাসঘাতককে আমি স্বহস্তে বধ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম। প্রয়োজন বোধে রেনেলের শিবিরে ঢুকে এই তরবারি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে আসবো পুরো ইংরেজ ফৌজের পশুশক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হর ॥ গুরুদেব, ছেলের হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব না,কেন না শপথ নিয়েছিলাম এযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করবো না। রামানন্দ এক বিশ্বাসঘাতককে নৃশংস অসুরের মতন যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা ক'রে, তারপর নিজেই বিশ্বাসঘাতকের পথ ধরেছে। এ লজ্জা মনে চেপে শূন্য ঘরে গিয়ে একটু কাঁদবার অনুমতি চাইছি গুরুদেব—[বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন, দেবী তাঁহাকে সান্তনা দেয়] ও এমন ছিল না। ও ছিল দরিদ্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,ভালোবাসতো

মেয়েকে, স্ত্রীকে, মাকে। একটা দিন ছিল যখন ঝড়ে কোনো পাখি বাসা থেকে প'ড়ে ম'রে গেলে ও চোখের জল ফেলেছে।

[শিবানন্দের প্রবেশ]

শিবা ॥ শিশুকে মারছে! একটা শিশুকে কামড়ে খাচ্ছে শেয়াল কুকুরের দল! যুদ্ধে জিতে ওদের সুখ নেই। একটা শিশুকে পুড়িয়ে খাবে।

কৃপা ॥ কী বলছো? কোথায় গিয়েছিলে?

শিবা ॥ যেখানে যেতে বলেছিলেন, বলরামপুরের হাটে।

কৃপা ॥ সেখানে শিশুকে পুড়িয়ে মারছে?

শিবা ॥ সেখানে নয়, বাজপুরে। শুনে এলাম সবাই বলছে বাজপুরে একটা শিশুকে তুরুন ঠুকে একটু একটু ক'রে ঝলসাচ্ছে। মদন ঘোষ নিজের চোখে দেখে এসেছে। শশাংক দত্ত নিজের হাতে ঝলসাচ্ছে। খাবে বোধ হয়, বাচ্চাটাকে পুড়িয়ে খাবে।

[হাসিতে থাকে পাগলের মতন, কৃপানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া ঝাঁকানি দেন]

কৃপা ॥ কে সে শিশু? কার কথা বলছো?

শিবা ॥ গৌর—গৌরদাস—আমাদের মায়ের ছেলে।

[ধীরে ধীরে দেবী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়]

দেবী ॥ কি বলছো তুমি? আমার····· আমার ছেলে?

শিব ॥ হ্যাঁ তাকে তুরুনে তুলছে শশাংক দত্তর বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর আর তার মাংস সেদ্ধ করছে একটু একটু করে।

[দেবী এক মুহূর্ত নীরব দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তারপর দ্রুত গতিতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। কৃপা পথরোধ করেন।]

কৃপা ॥ কোথায় যাচ্ছ?

দেবী ॥ যেতে দিন—যেতে দিন [চীৎকার করিয়া] যেতে দিন।

[কৃপা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন]

কৃপা ॥ দেবী আমার কথা শোন্ মা।

দেবী ॥ [উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে] সময় নেই—কথা শোনার সময় নেই—আমার ছেলেকে ওরা জীবন্ত দগ্ধ করছে। আমি চাই না দেবী চৌধুরাণী হ'তে চাই না যুদ্ধ করতে—আমি একবার শুধু গৌরকে পেতে চাই এই বুকে।

কৃপা ॥ তুই গেলে কি গৌরকে ওরা ছেড়ে দেবে মা ? এখনো ওদের চিনলি না ?

দেবী ॥ আমায় পেলে গৌরকে ছেড়ে দেবে কাকা, ওরা আমাকে চায়, গৌরকে নয়। পায়ে পড়ি কাকা ছেড়ে দাও, আমি বাজপুর যাবো কাকা।

কৃপা ॥ না না, দেবী তুই না, আমরা যাবো।

দেবী ॥ চলো তবে। দাঁড়িয়ে আছ কেন চলো। আমার গৌর মা মা ক'রে ডাকছে। আগুনে পুড়ে তার মুখটা কালো হ'য়ে গেছে, তবু আমায় ডাকছে। চলো কাকা, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

কৃপা ॥ মা দেবী, মজনু শা-র আদেশ—শুনতে পাচ্ছিস্, মজনু শা-র আদেশ পিছু হঠতে হবে। আমি একবার তাঁর অনুমতি নিয়েই—

দেবী ॥ [হঠাৎ দেহ শিথিল হইয়া যায়; ভাবলেশহীন কণ্ঠে] ও তোমরাও আমাকে ঠকাবে, না ? তোমরাও নানা ওজর-আপত্তি তুলে দাঁড়িয়ে দেখবে আমার গৌর কি ক'রে মরে। তোমরা পারো, তোমরা রিপুজয়ী সন্ন্যাসী, কিন্তু আমি তো মা। এই পেট থেকে নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়েছে আমার গৌর। আমি তো পারবো না ছেলের মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করতে। আমি চললাম কাকা—[বন্দুক তুলিয়া] বাধা দিলে গুলি করবো। স'রে যাও, নইলে গুলি করবো।

কৃপা ॥ কর্ গুলি, দেবী, ভবানীকাকার বুকে গুলি কর্। অনেক যন্ত্রণা সহ্য ক'রে এ বুক পাথর হ'য়ে গেছে কিনা সেটা পরখ ক'রে নে মা। মার গুলি —আমি তোকে একা বাজপুরে যেতে দেবো না। বাঘের বিবরে তোকে

স্থযোগে ভূতনাথ গ্রামের ভাবী উত্তরাধিকারীকে সরিয়ে ফেলতে চাইছিলেন। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছি। ইউ আর এ পেটি স্কাউণ্ডেল, একটা বিরাট রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করছেন! আগুন সরান!

শশাংক॥ এই—এই, আগুন সরান।

রেনেল॥ ফের যদি এই সব জমিদারি চাল চালেন তবে আমি নিজে এসে আপনাকে ঐ তুরুনে বেঁধে আগুনে ভাজবো, মনে থাকে যেন।

শশাংক॥ এমনটা আর হবে না, হুজুর। হেট! হুশ! ঐ শকুন গুলোই না এসে ঠুকরে মারে!

রেনেল॥ শকুন ওকে ঠোকরালে, আমি আপনাকে চাবকাবো—দেখবেন।

শশাংক॥ না, হুজুর খোদাবন্দ, আমি স্বয়ং পাহারায় আছি মদনমোহন রূপ ধ'রে। হুজুরের কোনো ভাবনা নেই।

রেনেল॥ চারিদিক গোরা ফৌজ ঘিরে রেখেছে, মনে রাখবেন। দেবী চৌধুরাণী এখানে পা দিলেই ওরা এসে তাকে গ্রেপ্তার করবে। বিনা অনুমতিতে এ বাড়ি থেকে কেউ বেরুলেই গোরা সৈন্য গুলি ক'রে মারবে।

শশাংক॥ গাঁজা খাই, আফিম খাই, কিন্তু গুলি খেতে যাবো কোন্ দুঃখে, কেউ বেরুবে না হুজুর!

রেনেল॥ ইতিমধ্যে ছেলেটার ওপর অত্যাচারের ভান করুন, ভান।

শশাংক॥ হুজুর যা বলেন।

গৌর॥ জল! জল দাও একটু!

রেনেল॥ জল দিন।

শশাংক॥ এই, জল দিন।

রেনেল॥ আমি ক্যাম্পে যাচ্ছি কর্ণেল ও'কনরের সংগে কনফারেন্স করতে। সাবধান, শশাংক দত্ত, আপনি কোনোরকম বজ্জাতি করলে চাবুক নিয়ে ছুটে আসবো। [প্রস্থান]

[সাবর্ণ জলের পাত্র ধরিয়াছিলেন গৌরের মুখে,
শশাংক এক আঘাতে তাহা ফেলিয়া দেন—]

শশাংক ॥ আর সোহাগ করতে হবে না, সাপের মুখে দুধকলা দিতে হবে না। টুনটুনির ডানা কেটে পালক ছাড়িয়ে আস্ত ভাজতে হবে, আমি গিলবো। আগুন দিন।

সাবর্ণ ॥ সাহেব যে ব'লে গেলেন—

শশাংক ॥ সাহেবের জন্মে দোষ আছে। ও খাঁটি সাহেব নয়। ভিয়েনে ঘিয়ের সংগে সাপের চর্বি মিশেছে। শালার মা বোধহয় ডোমের ঘরে ঝি ছিল। দরদ জেগেছে, বেশ্যার ছেলে দেখেই ও-শালার দরদ জাগে, ওর নিজের ছেলে হ'তে পারে কি না। ওর হিসেব নেই কত বেশ্যার গর্ভে ও শালা ছেলে পয়দা করেছে, লম্পট কোথাকার! আগুন দিন, ছোড়ার মাংস সাঁতলান। শকুনরা অধীর হ'য়ে উঠেছে। খাইয়ে পুণ্য করি—[সাবর্ণ আগুন দিতে গৌর তীব্র চীৎকার করিয়া উঠে। শশাংক ভীত হন—] আস্তে, আস্তে।

গৌর ॥ জ্বালা! জ্বালা! মাগো, তুমি কোথায় মাগো? দত্তমশাই, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন।

শশাংক ॥ আস্তে, আঁটকুড়ির ব্যাটা আস্তে! সাহেব শুনতে পাবে!

গৌর ॥ আপনি যে কাগজে সই করতে বলবেন, ক'রে দেবো। আমায় ছেড়ে দিন কর্তাবাবু! মাগো! আমায় মারছে মাগো!

শশাংক ॥ মুখ—মুখ বাঁধো এর। পেটের বিষ পেটের মধ্যেই গুলিয়ে উঠুক, বাইরে যেন ওগড়াতে না পারে।

গৌর ॥ আপনি সব লিখে নিন কর্তাবাবু, আমি কিছু বলবো না—

[তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলা হয়]

শশাংক ॥ এবার! এবার ভ্যঁা করো দেখি বাপু? হোগলা চাপা দিয়ে তার তলায় চিমটি কেটে কেটে মারবো! শালা তুমি বেঁচে থাকতে আমার

রাত্রে ঘুম নেই, আমার হিদয়ে বৃশ্চিক, আমার বিছানায় শিঙ্গি মাছের গুঁতো। ভূতনাথ গাঁয়ের রাজপুত্তুরের আত্মশ্রাদ্ধ করবো এই হোমানলে, ভালো ক'রে জ্বালুন ! [শকুনদের উদ্দেশ্যে] আয়, আয়, চুঃ চুঃ, আয় পেট পুরে খাবি আয় ! সাবর্ণবাবু, অতিথিরা জুল জুল ক'রে উনুনের দিকে তাকিয়ে আছে গো, বেশ মাখো মাখো ক'রে রাঁধো তো।

[মহাকালী ও সাগরের প্রবেশ। সাগরের হস্তে একখণ্ড কাষ্ঠ]

সাগর ॥ কোথায় ? কোথায় সেই মানুষের বেশ পরা রাক্ষস ? একট অবোধ শিশুকে জ্যান্ত পোড়াচ্ছে শুনি, কোথায় সেই দানবটা !

শশাংক ॥ এ কি ! ছোটলোক মাগীর হাতে অস্তর উঠেছে ? কালে কালে হ'লো কি ? চাঁড়ালের মাগী কায়েতের গায়ে হাত দিতে আসছে ! উঠন্তি মূলো জানান দিচ্ছে কত পাকে বাঁধবে আমাদের !

সাগর ॥ তোর কি পরকালের ভয়ও নেই, আবাগির ব্যাটা ? দুধের শিশুকে মুখ বেঁধে আগুনে ঝলসাচ্ছিস ! তোকে নুন খাইয়ে আতুড় ঘরে মারতে পারেনি তোর মা হতভাগী ? তোর মাথায় বজ্রাঘাত হয় না ? পক্ষাঘাতে পঙ্গু হচ্ছিস না এখনো ? এ গাঁয়ে এমন পাপ আমি হ'তে দেবো না। তোর পাপে এ গ্রামকে ছারখার হ'তে দেবো না।

[ছুটিয়া গিয়া গৌরের বন্ধন মোচনে প্রয়াস পায়]

শশাংক ॥ ধর ! ধর মাগীকে। কাপড় খুলে নিয়ে খড়মপেটা কর্। শেয়ালের বিয়ে দেখিয়ে আন্ ! ধর শালীকে।

[পাইকরা সাগরকে ধরিয়া ফেলে]

নিয়ে যা কয়েদখানায়, উলংগ ক'রে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ, চোখে রামধনু রঙের অষ্টতারা দেখুক। পেটের মধ্যে হাজার ক্রিমি চুলবুল ক'রে উঠুক। শালীর মাথার মধ্যে তারকেশ্বরের চড়ক-পাক ঘুরুক।

সাগর ॥ [লড়িতে লড়িতে] তুই নির্বংশ হবি। তোর বংশে বাতি দিতে কেউ

থাকবে না। তুই মরবি! মজনু শা বা রামনন্দ এসে তোর মুণ্ডু কাটবে, এ কথা মিথ্যে হবে না। চন্দ্র সূর্যি যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি!

[সাগরকে টানিয়া লইয়া যায় পাইক]

শশাংক॥ মজনু শা ভয়ে পালিয়েছে! সাহেবদের হাতে মার খেয়ে রটন্তি পুজোর পুজন্তীর মতন আছাড় খেতে খেতে ভেগেছে! তোর সন্ন্যাসী নাগররা এখন ভেক ছেড়ে মাগী খুঁজে বেড়াচ্ছে গৃহী হবে ব'লে! দাও শালীকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে, আর সখের নাগর হিংরু বাদ্দীর মামার বাড়ি দেখিয়ে।

[এতক্ষণ মহাকালী সভয়ে দেখিতেছিলেন। এইবার তিনি আকুল চিৎকার করিয়া শশাংকর পদতলে পতিত হন]

মহা॥ তুমি না আমায় মা ব'লে ডেকেছিলে, শশাংক! তুমি না আমায় মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করেছিলে!

শশাংক॥ মা! আপনি পদতলে পতিত কেন মা? উঠুন, উত্থিত হোন!

মহা॥ আমি তোমার পা ছুঁলে তুমি মহাপাপে পতিত হবে। আমি তোমার পা ছোঁবো, শশাংক, উত্তর দাও—এ তুমি কি করছো? খবর পেয়ে ভুতনাথ থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি। বলো, এ তুমি কি করছো?

শশাংক॥ কি করছি? কিম্ করিস্যাম্, না কি যেন বলে সংতে?

মহা॥ শশাংক, তুমি না বলেছিলে, ঐ শিশুটির ভার তুমি নিলে? তুমি ওকে —ওকে নিয়ে এ কি করছো?

শশাংক॥ মা, আপনি তো অন্তর্যামী মা। উঁকি মেরে লোকের হিদয়ের অন্দর-মহল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে ফেলেন। আপনিই বলুন, ঐ গৌরদাস কি আপনার নাতি?

মহা॥ গৌর আমার……আমার ব্রজেশচন্দ্রের পুত্র—

শশাংক॥ বা, গৌরের মাকে আপনিই তো বেশ্যা ব'লে ঢেরা পিটিয়ে মুখে চুনকালি মাখিয়ে তাড়ালেন গ্রাম থেকে। মা আপনি জ্ঞানগম্যিতে

গাগা মৈত্রেয়ীকে লজ্জা দেন, আর ভোলা নাপিতের ছেলেকে নিজের নাতি ব'লে চালাচ্ছেন ?

মহা ॥ ভোলা নাপিতের ছেলে ?

শশাংক ॥ মাগো, আপনিই তো গাঁয়ের লোক ডেকে কুলটা মাগীকে অগ্নিপরীক্ষা কবালেন ! ভোলা নাপিতের রাঁড় প্রফুল্লমণির গর্ভে বিশ্বাস করেন ? চেহারা দেখে চেনেন না ? [গৌরের চুলের মুঠি ধরিয়া] এই দেখুন, মা ! কি দেখলেন ? ব্রজেশের আদলের ছিটেফোঁটা আছে ? এ তো ভোলা নাপ্‌তের মুখ, সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ ! ব্রজের কানাই ভোলা নাপ্‌তে তোমার শ্বশুর বাড়িতে ক্যাকড়া রেখে গেছে মা।

মহা ॥ শশাংক ! তুমি·· তুমি এতবড় প্রতারক !

শশাংক ॥ আহা-হা, মায়ের আমার রাগ হয়েছে। মাগো, মুখখানা অমন হেঁড়ে তালের মতন কালো করবেন না, আমার বুকটা ভযে গুড় গুড় ক'রে উঠে। প্রতারক কেন বলছেন আমায় ? আমার হাতে প্রমাণ আছে, এ ভোলা নপে্‌তের ছা, চৌধুরী বাড়ির ভেজাল, আপনাদের দুধের হাঁড়িতে এক ফোঁটা চূন।

মহা ॥ প্রমাণ ? কিসের প্রমাণ ?

শশাংক ॥ এই যে রয়েছে কবুলিয়ৎনামা—ও, আপনি তো আবার মৈত্রেয়ীর মতন বিদ্যাদিগ্‌গজী। পড়তে জানেন না, কোকিলবধু ছেলে ধরতে জানে না। এই কাগজে গৌরদাস নিজেই স্বীকার করেছে সে ভোলা নাপ্‌তের ঔরসে প্রফুল্লর জাতক। সুতরাং অশ্রুর অপচয় ক'রে আর স্বাস্থ্যহানি করবেন না মা, এ আপনার নাতি নয়, ভোলার মায়ের নাতি।

মহা ॥ ঐটুকু শিশুকে দিয়ে কাগজে সই করিয়ে নিয়েছ যে সে জারজ ?

শশাংক ॥ সে নিজেই—নিজে থেকে—আত্মকাহিনী বলেছে মা, আমি নিমিত্ত মাত্র। বরং বলা যায় আপনিই তাকে সব কথা কবুল করতে বাধ্য করেছেন।

তার মায়ের কলঙ্ক নিয়ে এমন ঘানি ঘুরিয়েছেন যে কলুর বলদ সব বমি ক'রে দিয়েছে, পাকচক্রে ঘুরতে ঘুরতে সত্যি কথাটা উগড়ে গিয়েছে।

মহা॥ তার মানে ভূতনাথ গ্রামে ওর আর কোনো সত্ত্ব নেই! আমরা পথের ভিখিরী হলাম।

শশাংক॥ আপনি? মা, আপনার ছেলে এখানে ধরণীর ধুলির পরে দণ্ডায়মান থাকতে আপনি ভিখিরী হবেন? ধিক, ধিক, কি লজ্জা, কি লজ্জা! মা, আপনি সসম্মানে তুলসীতলার পিদিমের মতন, নৈবেদ্যের চূড়ার মতন, রক্ষাকালীর জিভের মতন এ বাড়িতে বিরাজ করবেন। তবে ভোলা নাপ্‌তের ছেলে গৌর নাপ্‌তেকে কি ক'রে জমিদার ক'রে বসাই মা? এতে যে ত্রিভুবন ছি ছি ক'রে উঠবে, বাঁজারা সব পথে বেরিয়ে ল্যাথ দেখাবে।

মহা॥ তুমি রাহু, সব গ্রাস করেছো! আমাদের সব গ্রাস করেছো! এবার ঐ অবোধ শিশুকে ইহলোক থেকে সরাতে চাও! শশাংক, আমি সব বলবো, বিচার খুঁজে বেড়াবো সুবে বাংলার দ্বার থেকে দ্বারে। আমি কলকাতা গিয়ে কোম্পানির দরবারে দরখাস্ত দেবো।

[ইহাতে শশাংক ও সাবর্ণ হাসেন]

শশাংক॥ মা আমার বুদ্ধির ঢেঁকি। মায়ের মগজটা হাঁসের পিঠ। জল পড়লে হড়কে যায়, কিছুই থাকে না, কোনো দাগ পড়ে না। কলকেতায় গিয়ে দরখাস্ত! কলকেতাই নাটের গুরু। সে যেমন চালায়, তেমনি চলি, তার পহরে আমরা জাগি-ঘুমোই, সেথায় বৃষ্টি নামলে আমরা হেথায় ছাতা খুলি! কি মুরুব্বি ঠাওরালে মা। তুমি না কবে ওলাওঠা নিরাময় করতে ওলাই বিবির দ্বারস্থ হবে! [হাস্য]

মহা॥ দেশসুদ্ধ সবাই এ অধর্মকে স্বীকার ক'রে নেবে, এ হ'তে পারে না। আমি ব'লে বেড়াবো, আমি রেনেল সাহেবকে আর্জি জানাবো॥ নরহন্তা শিশুকে বধ ক'রে তুমি পার পাবে না।

[শশাংকর ইঙ্গিতে সাবর্ণ তাঁহার গতিরোধ করে]

পথ ছাড়ো, আমি বাইরে যাবো, এই তান্ত্রিকের নারকীয় আচার আমি দেশসুদ্ধ সবাইকে জানাবো।

শশাংক ॥ মা, বাইরে যাওয়াটা এখন উচিৎ হবেনা, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকাটাই উচিৎ হবে, বুঝলেন না? আবার কেঁচোর গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে, কাদায় ইট ছুঁডলে চারদিকে কাদা ছিটোবে। ধরুন, লোকে তো জানতে চাইবে, বেছে বেছে চৌধুরী বাডিতে ভোলা নাপিত সিঁধ কেটে ঢোকে কেন? প্রফুল্ল বেশ্যাই বা কাকে দেখে এসব শিখলো? আগে না চাঁটি পডে তবে না খোল বাজে! কি মা? আপনার যৌবনকালে ভোলা নাপ্‌তের বাপের সঙ্গে আপনার কোনো পিরীত—টিরীত হয়নি তো? ব্রজেশচন্দ্র আপনার সোযামীর ছেলে তো?

মহা ॥ এতবড সাহস? ছোটলোক বানিয়া, তুই চৌধুরী বাডির জন্মে দোষ ধরিস?

সাবর্ণ ॥ আপনি অহেতুক রাগ করছেন। আপনি নিজেই তো পুত্রবধুর কলঙ্ক রটনা ক'রে এই সঙের নাচ শুরু করলেন!

মহা ॥ মহা ভুল করেছি। এইসব ব্যবসায়ীর হাতে গিযে পডেছি। এরা সতীত্ব, মানুষ, জীবন নিযে ব্যবসা করে। প্রফুল্লকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবো এই নরাধমের মুখোশ খুলে দিয়ে। কে আছ কোথায়? ছুটে এসো—আমার গৌরকে আগুনে পুড়িয়ে মারছে—

শশাংক ॥ আস্তে, আস্তে!

গৌর ॥ ঠাকুরমা তুমি কোথায়? কখন এলে ঠাকুরমা? এরা আমাকে আগুনের ছ্যাঁকা দিছে মারছে, ঠাকুরমা—

শশাংক ॥ মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কষে বাঁধ, চোয়াল ভেঙে বাঁধ।

মহা ॥ চৌধুরী বাড়ির সম্পত্তি চুরি করার জন্ম একটা শিশুকে পুড়িয়ে মারছে।

শশাংক ॥ চ্যাংদোলা ক'রে মাগীকে ভেতরে নিয়ে যাও—

মহা॥ গৌর, মায়ের কথা ভাব, মায়ের নামটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাক, হাল ছাড়িস নে, কিছুতেই না—

[তাঁহাকে লইয়া যায় ভিতরে]

শশাংক॥ যাক, গোরার ব্যাটারা কিছু সন্দেহ করে নি। ওঃ, সব পাহারা দিচ্ছে দেখুন, সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন গুম্‌ফহীন ময়ূরবাহন। ঐ রেনেল সাহেবটা রামানন্দর ঘুষ খেয়েছে। রামানন্দ ক্লিফটনকে মারলো, ওকে মারলো না কেন? খুব সন্দেহজনক সাবর্ণবাবু, খুব সন্দেহজনক!

সাবর্ণ॥ দূর মশাই, আপনার কথায় ল্যাজা-মুড়ো নেই। রেনেল সাহেবকে দেখছি আজ পনেরো বছর হ'তে চললো। পলাশির যুদ্ধেও ছিল। সে সাধুদের ঘুষ খেতে যাবে কেন?

শশাংক॥ আপনি মশাই লক্ষ্মীর প্যাঁচার মতন চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু দেখেন না কিছুই। গোরা ফৌজ মজনু শা-কে পিটিয়ে ছাতু বানাচ্ছে, আর উনি এদিকে নিমাই সেজে কলসীর কানার বদলে প্রেম বিলোচ্ছেন। আমাদের এত কষ্টের জোগার করা ধান উনি মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছেন বেজন্মা চাষীগুলোর মধ্যে। পরের ধনে পোদ্দারি ক'রে উনি রামানন্দের কাজটাই উদ্ধার ক'রে দিচ্ছেন না?

সাবর্ণ॥ আপনি এসব রাজনীতি কিছুই বোঝেন না। ঐ চাল বিলোচ্ছে বলেই গোরা ফৌজ যুদ্ধ জিতছে। রেনেল সাহেব ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল, বুদ্ধিটা প্রখর। সেই বুদ্ধি ধার ক'রে কোম্পানি জিতছে।

শশাংক॥ হারার সময়ে কোনো মতে বাঁচছিলাম, এখন জেতার ঠেলায় না মারা পড়ি। সেদিন যুগীপাড়ার হারাধন সেনের গোলা ভেঙে চাল বিলিয়ে দিয়েছে। সব সময়ে ভয়ে ভয়ে চলি, এই বুঝি আমার গোলার কথা শালার মনে পড়ে। রাত্রে ঘুম হয় না এই দুশ্চিন্তায়।

সাবর্ণ॥ আর রেনেল না থাকলে এতক্ষণে রামানন্দরা আপনাকে ধ'রে মায়ের কাছে বলি দিত না?

শশাংক॥ [হিংস্র গর্জনে] আমাকে বলি দেবে যে পুরুত, সে এখন মায়ের গর্ভে। গোমস্তা গোমস্তার মতন থাকবেন। ভাঙা ঢোল ভুট-ভুট ক'রে বাজলে বড় বিশ্রী শোনায়। যান, আগুনটা একটু উস্কে দিন।

[বাইরে গোরার কণ্ঠ : হল্ট, হু কাম্‌স্‌ দেয়ার ?

অন্যকণ্ঠ : ফ্রেণ্ড। ক্যাপ্টেন মার্ডক অফ দ্য কিংস হুসারস।

কণ্ঠ : গার্ড, জেনারেল স্যালিউট, প্রেজেণ্ট আর্মস।]

সাবর্ণ॥ এই রে, এক জাঁদরেল গোরা এসেছে, সব ব্যাটা সেলাম ঠুকছে।

শশাংক॥ আগুনটা সরান, দোহাই আপনার—রেনেলের লোক হ'তে পারে। ঐ মাগীর কান্নাকাটিতেই পাড়া জেগে উঠেছে। ক্যাম্প থেকে ছুটে এসেছে দেখতে। ঘাড়ে বুঝি আর মাথা রইলো না।

[মার্ডকের প্রবেশ , হাতে ছড়ি]

সেলাম হুই, সেলাম হুই ধর্মাবতার।

মার্ডক॥ আমার নাম ক্যাপ্টেন মার্ডক। [কাগজ বাহির করিয়া] শা-শা-ং-কা ডা-ট্টা কার নাম।

শশাংক॥ কি নাম ? কি সব চীনা নাম বলছে ?

মার্ডক॥ শশাংকা ডাট্টা।

সাবর্ণ॥ শশাংক, শশাংক দত্ত, আপনাকে চাইছে।

শশাংক॥ আমি, আমি হুজুর।

মার্ডক॥ আপনি কি নিজের নাম জানেন না ? এতক্ষণ ধ'রে বলছি, জবাব দিচ্ছেন না কেন ?

শশাংক॥ আজ্ঞে, রাত্রে ঘুম হয়নি ব'লে নামটা ভুলে গিয়েছিল'ম।

মার্ডক॥ আমি কলকাতা থেকে আসছি, গভর্ণর জেনারেলের হুকুম নিয়ে। একটা ছেলে—[নাম পড়েন] গা-উ-র-ডা-স চড্রি—কোথায় ?

শশাংক॥ গাউ ডাউ নামে কেউ তো এখানে থাকে না। ওটা বাংলা নামই নয়।

মার্ডাক ॥ আলবৎ বাংলা নাম—গাউরডাস চড্রি—

সাবর্ণ ॥ গৌরদাস চৌধুরী—গৌরকে চাইছে—

শশাংক ॥ গৌরকে চাইছে তো বুঝলাম, নাম যা বলছে তাতে তো র‍্যাদা চলছে মনে হয়। ঐ যে হুজুর, গৌরদাস—

মার্ডক ॥ একি, ছোকরাকে অমন বেঁধে রেখেছেন কেন, খুলুন।

শশাংক ॥ সে কি? খুলবো কেন? ওকে তুরুন ঠোকা হয়েছে।

মার্ডক ॥ গভর্ণর জেনারেলের হুকুম, একে এখুনি কলকাতা পাঠাতে হবে।

শশাংক ॥ তা কি ক'রে হয়? গভর্ণরই তো বললেন তুরুন ঠুকতে; এখন—

মার্ডক ॥ শাট আপ! আপনি কি গভর্ণর জেনারেলের হুকুম মানবেন না বলছেন? তা হ'লে তো আপনাকেও ধ'রে কলকাতায় পাঠাতে হয়। গার্ড ডাকি তাহ'লে—

শশাংক ॥ না, না, রাত্রে ঘুম হয়নি ব'লেই মাথার মধ্যে এখনো এপাশ ওপাশ করছি। তাই গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

মার্ডক ॥ ছেলেটাকে নামান

শশাংক ॥ এই, নামান।

[সাবর্ণর তথাকরণ]

মার্ডক ॥ ছেলেটা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। এখন এই ব্ল্যাডি বোঝা আমি কি ক'রে নিয়ে যাই। [কাগজ পড়েন] লেডি মা-হা ক্যা লি কে?

শশাংক ॥ কে?

মার্ডক ॥ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। মা-হা-ক্যা-লিকে ডাকুন—

শশাংক ॥ উঃ, কাকে ডাকি এখন? সাবর্ণবাবু, যাকে ডাকতে বলছে ডাকুন—

সাবর্ণ ॥ ইজ ইট এ মহিলা?

মার্ডক ॥ লেডি মা-হা-ক্যালিকে এখুনি বার ক'রে না দিলে গুরুতর বিপদ হবে।

সাবর্ণ ॥ লেডি বলছে—মহাকালী—মাকে ডাকছে—

শশাংক ॥ কেন ? ঘরের মেয়েছেলের সংগে ওঁর কি প্রয়োজন ?

মার্ডক ॥ হোয়াট ? আপনি গভর্ণর জেনারেলের হুলিয়া মানবেন না ?
আপনাকে দেখছি গ্রেপ্তার করা দরকার—

শশাংক ॥ না, না হুজুর, আমি কচি নটে শাক, আমাকে মুড়িয়ে কি লাভ হবে !
এই ডাকো মাহাক্যালিকে। বাড়িসুদ্ধ লোককে এনে হুজুরের হাতে দাও।

[সাবর্ণ ডাকিতে ছুটেন]

মার্ডক ॥ এই, ইউ, এই ছোকরার মুখে জল দিন। জ্ঞান ফেরান।

[দ্রুত শশাংকর তথাকরণ]

শশাংক ॥ হুজুর, কেন হেস্টি সাহেব এদের কলকেতায নিয়ে যেতে বলেছেন জানেন ? সাত হাত খাপের মধ্যে কোন আড়াই হাত কিরিচ পুরেছেন জানেন ?

মার্ডক ॥ না, তবে শুনেছি আপনার নামে নিজামি আদালতে কোম্পানি মামলা ঠুকবে। এরা দুজন সাক্ষী [বাহিরে দৃকপাত ও অস্থির পদাচারণা]

শশাংক ॥ মামলা ! আমার নামে ? হেস্টি সাহেবই দক্ষের যজ্ঞ নাশ করলেন, তারপর আমার ঘাড়ে সতীকে থুযে খণ্ড খণ্ড কাটবেন ?

মার্ডক ॥ চুপরও ! বেযাদবি করলে ধ'রে নিয়ে যাবো। একটা মহিলাকে ডাকতে কতক্ষন লাগে ?

শশাংক ॥ আমি হেস্টি সাহেবের চিঠি দেখতে চাই।

মার্ডক ॥ বাঙালি বানিয়া, তুমি কি আমার কথায় অবিশ্বাস করো ?

শশাংক ॥ আমার এখন তখন অবস্থা, হেস্টি সাহেব আমাকে কোতল করতে চায় আর আমি চিঠি দেখবো না ?

মার্ডক ॥ চিঠি দেখবেন'খন পরে। আগে মাহাক্যালিকে এনে দিন।

শশাংক ॥ ঘরসুদ্ধ লোককে নিয়ে যাচ্ছেন, আর হুলিয়া দেখাবেন না ?

মার্ডক ॥ দেখাবো। পরে। যখন আমার সময় হবে তখন।

[সাবর্ণ ও মহাকালীর প্রবেশ]

মহা ॥ এবার কি তোমার ইচ্ছে শশাংক ? এই ফিরিঙ্গী কে ? কেন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ?

মার্ডক ॥ [সাবর্ণকে] এই ইউ, এই বাচ্চাটাকে কোলে তোলো। [মহাকালীকে] আপনাদের এখু্ন্রা একবস্ত্রে বেরিয়ে আসতে হবে। কোম্পানি এই শয়তানটার সব ষড়যন্ত্র ধ'রে ফেলেছে। কোনো ভয় নেই, চ'লে যান।

মহা ॥ ধর্মের ঢাক বেজে উঠেছে ? এত শিগ্গীর ?

মার্ডক ॥ [সাবর্ণকে] এদের নিয়ে যাও, ঘাটে আমার ছিপ বাঁধা আছে, তার মাঝির কাছে দিয়ে এসো। মাঝি সব জানে।

শশাংক ॥ না! না! এর মধ্যে কি এক বেলেল্লাপনা রয়েছে—রেনেল সাহেবকে আগে খবর দেওয়া হোক! তিনি এসে—

মার্ডক ॥ রেনেল সাহেবও হুলিযায় সই করেছেন।

শশাংক ॥ সেই হুলিয়াটাই তো কিছুতেই মাথা ঘুরে মুখে এসে পেঁছুচ্ছে না, সাপের মাথার সেই মণিটাই তো এখন অবধি চক্ষে দেখলাম না।

মার্ডক ॥ আস্তে! হুলিয়া দেখাচ্ছি! ইংরেজের মুখের কথায় অবিশ্বাস দেখালে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেবো।

শশাংক ॥ না! এ এক ষড়যন্ত্র! আমি এদের যেতে দেবো না।

[মার্ডক পিস্তল বাহির করিতে তিনি নামেন]

মার্ডক ॥ গভর্ণর জেনারেলের কাজে এসেছি, সে-কাজে বাধা দিলে খুলি উড়িয়ে দেবো। [সাবর্ণকে] যাও! [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] সার্জেন্ট, পাস দেম আউট।

নেপথ্যে ॥ ইয়েস, স্যার!

[অচেতন গৌরকে বহিয়া সাবর্ণ ও মহাকালীর প্রস্থান।]

শশাংক ॥ কোথায়…কোথায় হুলিয়া? দেখান!

মার্ডক ॥ আগে নৌকা ছাড়ুক, তারপর তোমার হুলিয়া দেখাবো, শশাংকা ডাট্টা।

শশাংক ॥ এর মধ্যে কি একটা পচা গন্ধ পাচ্ছি। আপনি আমাকে পিস্তল দেখালেন যে?

মার্ডক ॥ ঐ রকমই আমার কাজের পদ্ধতি। [পায়চারি] আপনাদের দেশটা আমার বেশ লাগছে। উ, হুঁ, হুঁ, বাঙালি শেয়াল, কাছে এসো না, পালাবার চেষ্টাও কোরো না। মেরে ফেলবো।

শশাংক ॥ আপনি কে?

মার্ডক ॥ মানে? ক্যাপ্টেন মার্ডক অফ দ্য কিংস হুসার্স। আবার কে?

শশাংক ॥ আপনি ইংরেজই নন। আমি বহুদিন যাবৎ সাহেবদের দেখছি। আপনি সাহেব হ'লে মহিলার সামনে টুপি খুললেন না কেন? ওরা সব সময়ে খোলে—

মার্ডক ॥ বাবা! শশাংক দত্ত! তুমি তো দেখছি শ্যেনদৃষ্টি ধরো। এসো, এই তুরুনের কাছে—

শশাংক ॥ কে? কে তুমি?

মার্ডক ॥ [ধমক দিয়া] সুড়সুড় ক'রে এসে এই তুরুনের নীচে দাঁড়াও, নইলে বুক ছেঁদা ক'রে দেবো। [শশাংকর তথাকরণ ও মার্ডক কর্তৃক রজ্জুবদ্ধ] তোমাকেই তুরুন ঠুকতে আদেশ দিয়েছেন হেস্টি সাহেব।

শশাংক ॥ [ধরা গলায়] তুমি কে?

মার্ডক ॥ এইবার দেখ হুলিয়া—[কিরীচ খুলিয়া] এই হুলিয়ার জোরে আমি কাজ ক'রে থাকি।

শশাংক ॥ কণ্ঠস্বর—এ কণ্ঠস্বর আমি আগে শুনেছি—বাবাজী—

মার্ডক ॥ [টুপি ও পরচুলা খুলিয়া] ওরফে রামানন্দ গিরি। শশাংক দত্ত, শাস্ত্রে আছে, উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর কখনো সৎসঙ্গ সইতে পারে না। হেস্টিংসের কুকুর রামানন্দ গিরির সান্নিধ্য সইবে কেমন ক'রে? এতক্ষণে ছিপ চ'লে

গেছে, গৌর চ'লে গেছে তার মায়ের কাছে। এইবার তোমার সারমেয় জীবনের অন্তিম ঘনিয়েছে!

[শশাংক বিকট চীৎকার করিয়া ওঠেন; রামানন্দ বাবম্বার অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে কহেন—]

রামা॥ আবার চেঁচাচ্ছে দেখ! চেঁচাচ্ছে দেখ! গৌরও এমনি চীৎকার করেছিল না? হাজার চাষী এমনি ক'রে তোর দয়া চায়নি?

[বাইরে বিউগল, কোলাহল]

একি! ম'রে গেল নাকি? দেশদ্রোহীটাকে নিয়ে একটু খেলবো ভাবলাম তা আর হবার নয়।

[হাসিতে হাসিতে নিজের পরচুলা ও টুপি শশাংকর শিরে পরাইয়া দেন। বেগে রেনেল ও প্রহরীর প্রবেশ।]

আসুন রেনেল সাহেব, আমি আত্মসমর্পণ করছি। গুলি চালিয়ে রামানন্দ গিরিকে জ্যান্ত ধরার গৌরবটা হারাবেন না।

রেনেল॥ [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] হোল্ড ফায়ার! আপনার অস্ত্র ফেলুন! মাথার ওপর হাত তুলুন। সার্চ হিম। [প্রহরীর তথাকরণ] এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি ভানুমতীর খেল্ জানেন।

রামা॥ [হাসিয়া] এমন সাহেব সেজেছিলাম, রেনেল-সাহেব, আপনি আমাকে দেখলে ভাই মনে ক'রে পিঠ চাপড়াতেন।

রেনেল॥ [তুরুনে বদ্ধ শশাংককে দেখাইয়া] এটা কি আপনার পরিহাস? টুপি পরিয়ে কি বলতে চাইছেন?

রামা॥ বলতে চাইছি শশাংকর পরিবর্তে আপনাকে ওখানে মারতে পারলেও মন্দ হ'তো না।

রেনেল॥ একবার তো হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রামা॥ তখন বুঝি নি যে আপনার মতন ধূর্ত বিবেকহীন ইংরেজ আর এ-দেশে আসেনি। হেস্টিংস-ক্লাইভ ওদের বুঝি, তারা বলবান রাবণের মতন রামকে

পেতে চায়। আপনি হচ্ছেন বিভীষণ, বিনয়ের প্রলেপে আপনার রাক্ষস-বৃত্তি ঢাকা।

রেনেল॥ এতদিনে মনে হচ্ছে আবার বেঁচে উঠেছি। এতবড যুদ্ধটা তা হ'লে আমি জিতেছি, কি বলেন? [হাসিয়া] ওয়ারেন হেস্টিংস চান বা না চান, ইতিহাসে বোধহয় থেকে গেলাম। আপনার কথা শুনে এ মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হ'লো। আপনার মতন বন্দী পাওযা আমার জীবনের প্রথম জয়। এসে এভাবে ধরা দিলেন কেন?

রামা॥ আপনাকে সেকথা বলতে যাবো কেন?

রেনেল॥ বলতে অবশ্য হবে না, আমি অনুমান করেছি। দেবীকে বাঁচালেন, তার ছেলেকে ফিরিয়ে দিলেন। সবই বুঝেছি। মামলায় আপনার ফাঁসি অবধারিত জানেন?

রামা॥ ফাঁসি না দিলেই তো অপমান বোধ করবো সাহেব। তিন বছর ধ'রে আপনাদের শোষণের ভিত কাঁপাচ্ছি, আর ফাঁসি দেবেন না, তা কি হয় নাকি? ফাঁসি আমি ভিক্ষা করছি আপনাদের কাছে। রামানন্দ গিরি মৃত্যুর সংগে চুক্তি করেছে বহুদিন পূর্বে। ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত রামানন্দের শবদেহ দেখে জেগে উঠবে লক্ষ রামানন্দ। এবং আপনারা তখন হেরে যাবেন আবার।

রেনেল॥ আপনি একজন মহান মানুষ। আপনাকে শত্রু হিসাবে পেয়ে আমি কিন্তু ধন্য। [হাত বাড়াইয়া দেন করমর্দনের জন্য]

রামা॥ না, ও হাত আমি ছুঁই না। কোনো আপস নেই, কুচক্রী রেনেলের সঙ্গে রামানন্দের কোনো আপস নেই, মৈত্রী নেই। আছে শুধু অনির্বাণ বিজাতীয় ঘৃণা।

দশ

[মোরাং অরণ্যের দক্ষিণভাগে ব্রিটিশ ফৌজ ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং বিদ্রোহী সন্ন্যাসীগণ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় বাহির হইলেই গুলি করিয়া হত্যা করিতেছে। লেলিহান অগ্নিশিখার রক্তাভ কম্পিত আলোকে প্রবেশ করেন রক্তাক্ত দেহ কৃপানন্দ, দেবী, শিবানন্দ, চেরাগ, মুসা—মুহুর্মুহুঃ গুলির শব্দ হইতেছে। সকলের ছিন্ন দগ্ধ বসন]

কৃপানন্দ ॥ মাথা নীচু ক'রে! মাথা তুলো না! গোরাদের অব্যর্থ লক্ষ্য।

চেরাগ ॥ এদিকেও গোরা ফৌজ।

শিবানন্দ ॥ অরণ্যে আগুন দিয়েছে। আর চারদিক ঘিরে রয়েছে গোরা; বেরুলেই মারবে। পেছনে আগুন, সামনে কামান! [হাসিয়া] একে বলে বেড়াজাল, মহাশের মাছের মতন আমরা ধরা পড়েছি!

কৃপা ॥ গোরাদের তাক ক'রে গুলি চালাও। বলো বন্দেমাতরম! বলো ইয়া আলি, ইয়া আলি! বলো পলাশীর প্রতিশোধ! [গুলিবর্ষণ] গোরারা পিছু হঠেছে! এখনো সন্ন্যাসীর তরবারি ওদের ত্রাস!

চেরাগ ॥ আক্রমণ করি এসো! তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের ওপর!

কৃপা ॥ না! তাকিয়ে দেখ নিজেদের দিকে। পলায়মান শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার শক্তি কি আর ধরি আমরা?

চেরাগ ॥ ভাবছিলাম, মরতে তো হবেই, এ-যুদ্ধেই মরি—দাবানলে পুড়ে মরার চাইতে ভালো হ'তো!

কৃপা ॥ সবাই ম'রে গেলে কি ক'রে চলবে, চেরাগ?

দেবী ॥ না, বাঁচতে হবে। হেরে গেলেও বাঁচতে হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। গ্রামের মধ্যে মিশে যেতে হবে। ওদের হাতে কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। বিদ্রোহী মরতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ কখনো

[হরমণি মহাকালী ও গৌরের প্রবেশ]

হর ॥ দেবী, মা, দেখ কে এসেছে ?

গৌর ॥ মাগো !

[দেবী প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে পিছাইয়া যায় , গৌরের দগ্ধ মুখে সে পুত্রের মুখচ্ছবি দেখিতে পায় না]

দেবী ॥ এ কে ? গুরুদেব, এ কে ?

মহা ॥ মা প্রফুল্ল, তোমার হারানিধিকে নিয়ে এসেছি মা !

গৌর ॥ মা—তুমি আমায় চিনতে পারছো না মা ? আমায় চিনতে পারছো না ?

কৃপা ॥ দেবী, তোর গৌর এসেছে, মা।

দেবী ॥ গৌর ? আমার গৌর ? আমার·· গৌর ! তাকে ওরা মেরে ফেলে নি ? [ছুটিয়া আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে] এ কি চেহারা হয়েছে তোর ? তোকে পুড়িয়ে দিয়েছে, সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিয়েছে বাবা। মায়ের অপরাধ নিস্ নি, আমি ক'ড়ে আঙ্গুলটি তুলি নি তোকে বাঁচাতে। এত বন্দুক চালাই, এত শত্রু মারি, কিন্তু পেটের ছেলেকে বাঁচাতে বন্দুক তুলি নি, এমন মা আমি। খুব লেগেছে, বাবা, খুব লেগেছে ?

গৌর ॥ জ্বালা করেছিল, মা, এখন আর করছে না।

দেবী ॥ দুষ্টু ছেলে, তুই পালালি না কেন ? নদী সাঁতরে পালিয়ে আমার কাছে চ'লে এলি না কেন ? কে তোকে আগুনে পোড়ালো, বল্ আমায়। কে ছ্যাকা দিল ? দেবী চৌধুরাণীর ছেলের গায়ে হাত দিয়েছে কে ? দেবী শেষবারের মতন বন্দুক ধরবে, সে যেখানেই থাক, দেবী তার বুক ঝাঁজরা ক'রে দিয়ে আসবে।

মহা ॥ সে আর বেঁচে নেই মা, পাপের শাস্তি সে পেয়েছে। তাকে তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে এক সন্ন্যাসী। ধর্মের জয় ঘোষণা করেছে সে।

দেবী ॥ কে সে ?

মহা ॥ রামানন্দ গিরি।

কৃপা ॥ রামানন্দ ?

মহা ॥ সেই তো আমাদের বাঁচালো, স্বামীজী। সেই গৌরকে জীবন্ত দগ্ধ হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোর কাছে পাঠিয়ে দিল। মা প্রফুল্ল, আমি তোকে কলংকিনী সাজিযে ঘরছাডা করেছিলাম, আমায ক্ষমা করিস, যদিও ক্ষমা আমার নেই।

দেবী ॥ ছি, মা, অমন বলে না। তোমার তো দোষ নেই। ব্রিটিশ সরকারের ছল বুঝতে পারো নি, সেটা কি অপরাধ ? তা রামানন্দ গিরি আমার গৌরকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন, এ বুক থেকে গুরুভার পাষাণ সরিয়ে এক মায়ের চিরকৃতজ্ঞতা কেড়ে নিলেন—তিনি কোথায় ?

মহা ॥ সে আসেনি মা ! সে ধরা দিয়েছে।

[সকলে শিহরিত]

কৃপা ॥ ধরা দিয়েছে ! রামানন্দ ধরা দিয়েছে ?

হর ॥ [হাস্যোজ্জ্বল, দৃপ্ত] গুরু ! এইবার কি বলবে ? আমার ছেলে মহাবীর। তার জননী হবার গর্বে আমার যে আর মাটিতে পা পড়ে না, কৃপানন্দ। ছেলের বিচার চেয়েছিলাম ? সে-বিচারে আমিই হ'যে গেলাম আসামী।

মহা ॥ যে ছিপে আমরা এলাম তার মাঝি—সে আসলে সন্ন্যাসী মিত্রানন্দ—সে বলছিল : রামানন্দ ধরা দিতেই গিযেছিল, ফেরার কোনো বাসনাই তার ছিল না।

দেবী ॥ এমন অভিমান ?

কৃপা ॥ কি ?

দেবী ॥ বলছি, বাইরে অমন রুদ্র তাপস, ভেতরে অভিমান এমন মুহ্যমান ? বুঝতে পারিনি কোনোদিন।

কৃপা ॥ দেবী, তার হৃদয়ের এমন এক খবর তুমি জানো যা আমাদের অজ্ঞাত। বলো মা, কেন সে আর বাঁচতে চায় না ?

দেবী ॥ সে এক ইতিহাস, গুরুদেব। একদিন সে আমাদের সবার কাছে

লাঞ্ছিত হয়েছিল, গুরুদেব, আমার হাতে বোধহয় সবচেয়ে বেশি। আমি তার মর্মের সবচেয়ে গভীরে আঘাত করেছিলাম, গুরুদেব। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি !

কৃপা॥ বুঝেছি, মা।

দেবী॥ আমাকে যেতে হবে তার কাছে।

কৃপা॥ কি বলছ ? তুমি কি উন্মাদ হ'য়ে গেলে ? সে কারাগারে রয়েছে—তাকে ফাঁসি দেবে ওরা।

দেবী॥ রেনেল প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনো কোনো প্রয়োজন হ'লে যেন দেখা করি। আমি রেনেলের শপথে বিশ্বাস ক'রে রামানন্দের সংগে দেখা করবো, গুরুদেব, এই অহেতুক আবেগ-মৃত্যু থেকে নিবৃত্ত করবো।

হর॥ পারবে না, মা, আমার ছেলে মহামৃত্যুর পথ ধরেছে। সেখানে সে মহান, জ্যোতিষ্মান, একক। মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে রামানন্দ। কৃপানন্দ এখনো কি বলবে সে তোমার লজ্জা ?

দেবী॥ তা যদি না-ও পারি, একবার তাকে প্রণাম করবো না ?

[হর দেবীকে বুকে টানিয়া ল'ন]

হর॥ যা, মা, আমার ছেলের কাছে যা, তাকে ফাঁসিতে মরতে সাহস জুগিয়ে আয়, দুর্বল ক'রে দিস নে কিন্তু। অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি ওকে—

কৃপা॥ এবার সময় হয়েছে, তোমরা এই দগ্ধ অরণ্য ছেড়ে চ'লে যাও। যে গৈরিক বসন আমি নিজে তোমাদের পরিয়ে দিয়েছিলাম, তা থেকে ও সন্ন্যাসীর শপথ থেকে তোমরা মুক্ত হ'লে। যাও, দেশমাতার মূর্তি এঁকে রেখো হৃদয়ের গহীনে।

দেবী॥ আপনি আসবেন না, গুরুদেব ?

কৃপা॥ [হাসিতে গিয়া কাশির দমকে টলিয়া যান] আমি ? না, মা। আমি যাবো অরণ্যের মধ্যে। আমার ডাক এসেছে।

দেবী॥ আর দেখা হবে না, না ?

কৃপা॥ না, দেবী। কৃপানন্দ এবার তার শেষ ব্রত পালন করবে।

শিবা॥ কি সেটা গুরুদেব?

কৃপা॥ বন্দুক পেতে ব'সে থাকবো একটি শত্রুর লাল কোর্তা দেখার অপেক্ষায়। তাকে মেরে তারপর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবো। দেবী, রামানন্দকে বোলো— সে গুরুর লজ্জা ঘুচিয়েছে। ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত গুরুর আশীর্বাদ অদৃশ্য ছায়ার মতন ওকে অনুসরণ করবে। আর ওপারে তো তার জন্য অপেক্ষাই ক'রে থাকবো।

[তিনি সকলকে আশীর্বাদ করেন, সকলের প্রস্থান। তাহার পর তিনি গম্ভীর স্বরে রুদ্রের স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান করেন।]

এগারো

[কারাগার। প্রথমে রেনেলের প্রবেশ, তাহার পর শৃংখলিত রামানন্দ। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গোরা সৈন্ত ; বন্দুক উদ্যত।]

রেনেল ॥ এইখানে দাঁড়ান। এঁরা আপনাকে দেখবেন।

রামানন্দ ॥ এরা কারা? আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? আমি কি খাঁচায পোরা বাঘ নাকি? লোকের সামনে আমাকে এভাবে দর্শনীয় বস্তু ক'রে তুলে কি আপনি বিকৃত আনন্দ পান?

রেনেল ॥ এঁরা শতাধিক গ্রামের মোড়ল ও মাতব্বর। [দর্শকের উদ্দেশ্তে] মহাশয়গণ, কোম্পানি বাহাদুর জানতে পেরেছেন,জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র দুর্বৃত্তরা গুজব রটাচ্ছে যে রামানন্দ গিরি ধরা পড়েন নি, পড়তে পারেন না। তারা এমনো বলছে, রামানন্দ মানুষ নন, দেবতা, প্রয়োজনবোধে তিনি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ ক'রে ফৌজের বেষ্টনী ভেদ ক'রে অন্তরীক্ষে চ'লে যান। এইসব দূরভিসন্ধিমূলক গুজবের চিরতরে অবসান ঘটানোর জন্ত আপনাদের ডাকা হয়েছে। ইনি রামানন্দ গিরি, ইনি কোম্পানি ফৌজের হাতে ধরা পড়েছেন। ওঁর হাতের শৃংখল দেখুন। কোন দৈব কৌশলেই উনি এ শৃংখল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। [গাত্রে হস্তার্পণ] এই দেখুন ওঁর স্থূল জড়দেহ, ইনি মানুষমাত্র, কোম্পানির বন্দী, দেবতা নন, যক্ষ-গন্ধর্ব কিছুই নন।

[রামানন্দ ঘৃণাভরে রেনেলের হাত সরাইয়া দেন।]

ইনি যে দেবতা নন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা পাবেন। এঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং এত খুন জখম দস্যুবৃত্তি ইনি করেছেন যে এঁর ফাঁসি অবধারিত। ফাঁসির দড়িতে

এ দেহ যখন ঝুলবে, তখন আশা করি আর এঁর অমরত্ব সম্পর্কে কোনো কাহিনী রটবে না।

[নিস্তব্ধতা। রামানন্দ হাসিয়া ওঠেন]

রামা॥ জমলো না, বক্তৃতাটা জমলো না, কেউ আহা মরি বললো না।

রেনেল॥ এবার আপনারা যেতে পারেন।

রামা॥ রেনেল-সাহেব, লোকে কেমন থ' হ'য়ে আছে দেখলেন ?

রেনেল॥ সেটা দুঃখে-শোকে নাও হ'তে পারে। ভয়েও হ'তে পারে। নরহত্যা যাঁর খেলা, সেই রামানন্দের ভয়ে হ'তে পারে।

রামা॥ তথাস্তু। দুজনের কথাই থাক। আমি ধ'রে নিচ্ছি ওরা আমাকে পরাজিত দেখে শোকাহত, আপনি ভেবে নিন ওরা সন্ত্রস্ত। হয়েছে ? এবার এই তামাসা শেষ করুণ, আমি বিশ্রাম করবো।

রেনেল॥ কিছু কথা আছে যে।

রামা॥ আচ্ছা, দিনের পর দিন আপনি আমার সংগে কথা কইছেন কেন বলুন তো ? ধরা দিয়ে তো বিপদ হ'লো দেখছি! প্রতি সকালে তিন চার দণ্ড ধ'রে আপনার ঐ বিশ্রী কণ্ঠস্বর শুনতে হবে জানলে আমি ধরা দিতাম না।

রেনেল॥ আর এ কণ্ঠস্বর শুনতে হবে না। আজকেই আপনাকে কলকাতা পাঠানো হবে। আজ শেষ আলোচনা।

রামা॥ না, আর কোনো আলোচনা নেই। আপনার সঙ্গ আমার অসহ্য।

রেনেল॥ এরপর যাদের সংস্পর্শে আসবেন, তাদের তুলনায় আমি দেবদূত। ওয়ারেন হেষ্টিংস, বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে—

রামা॥ ওদের সরাসরি প্রত্যক্ষ আপসহীন শত্রুতা আমার পছন্দ। আপনার মতন পাশা খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী শকুনিরা আমার দু'চোখের বিষ।

রেনেল॥ কিন্তু ফাঁসি আপনার হবেই। মামলা শুরু হলে ফাঁসি হবেই। একমাত্র আমিই পারি মামলা খারিজ ক'রে দিতে। তাই এভাবে আমাকে চটানো আপনার উচিত হচ্ছে না। বরং আমার উপদেশ আপনার শোনা উচিত।

রামা ॥ কি উপদেশ ?

রেনেল ॥ দেখুন, একদিকে ওয়ারেন হেষ্টিংসরা, অন্যদিকে আপনারা—দুয়ে মিলে এ দেশের মানুষকে যা করছেন, দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। এই দুই বলশালী দলের হাতে প'ড়ে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন শান্তি ফিরে আসছে। কারণ আমি, রেনেল, মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি, লোকে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, সুদিনের মুখ দেখেছে। এখন আপনি যদি সত্যি দেশের মানুষকে ভালবাসেন, মানে আপনার এই বিদ্রোহীপনাটা যদি স্রেফ আত্মপ্রচার না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আপনার উচিত হবে আমার পাশে এসে দাঁড়ানো।

রামা ॥ এই শিকলসুদ্ধ ?

রেনেল ॥ পাশে এসে দাঁড়ালে শিকল আর থাকবে কেন ? আপনাকে আমার সংগে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে শান্তি প্রচার করতে, অহিংসা প্রচার করতে। যে রক্তপাত ঘ'টে গেছে, সে ক্ষত ভরাতে হবে অহিংসা প্রচার ক'রে।

রামা ॥ [হাসিয়া] ইংরেজ ফৌজ অহিংসায় বিশ্বাস করে তো ?

রেনেল ॥ ওরা হুকুমের চাকর, বন্দুক নামিয়ে নিয়েছে।

রামা ॥ কিন্তু আমি যে অহিংসায় বিশ্বাস করি না।

রেনেল ॥ সে কি ? গেরুয়া পরেন, ঈশ্বর মানেন, মন্ত্রতন্ত্র পড়েন, অথচ জীবে দয়া করেন না ?

রামা ॥ জীবে দয়া করি, ইংরেজকে দয়া করি না।

রেনেল ॥ আপনি সুযোগ পেলেই আমাকে এ ধরণের গালাগাল দিয়ে থাকেন এবং—[ভাবিয়া] আমি আপনার সংঙ্গে একমত। আমি সত্যিই পশুর অধম। তবে ধর্মে আস্থা থাকলে দয়া মায়া,অহিংসাও তো মেনে চলা উচিৎ।

রামা ॥ এ আপনি কোন্ ধর্মের কথা বলছেন ? আপনি খ্রীষ্ট ধর্মের কথা বলছেন। আপনারা এমনই উদ্ধত হ'য়ে উঠেছেন যে নিজের ধর্মকেই বিশ্বের ধর্ম মনে করেন। আর খ্রীষ্টকেও আপনারা যা বুঝেছেন, সে তো আজ বাংলার বিধ্বস্ত গ্রামে মৃতদেহের ছড়াছড়িতেই প্রকাশ।

রেনেল ॥ আপনাদের ধর্ম রক্তপাত করতে শেখায় ?

রামা ॥ শুধু রক্তপাত নয়, শত্রুর রক্ত পান করতে শেখায়। দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে বৃকোদর বলেছিলেন, স্তনস্য মাতুর্মধুসর্পিষোর্বা মাধ্বীকপানস্য চ সংস্কৃতস্য, সর্বেভ্য এবাধিকো রসোহয়ং মতো মমাদ্যাহিত লোহিতস্য। মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও অন্যান্য অমৃততুল্য পানীয়ের চেয়ে শত্রুরক্ত অধিক সুস্বাদু। এর অর্থ বোঝেন ? ভগবান নিজে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বললেন : ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিছু নেই। এই হচ্ছে আমাদের ধর্ম—আমাদেরটা যুদ্ধের ধর্ম। ভগবান বার বার ধর্মসংস্থাপনার্থায় আবির্ভূত হয়েছেন,আনাচারীর পেট ও বুক চিরে তাকে বধ করার জন্য। তাঁর সুদর্শন চক্রকি প্রেম বিলোয় নাকি ? হিরণ্যকশিপু আর শিশুপালকে কি তিনি অহিংসা দিয়ে জয় করেছিলেন ? আমাদের ধর্ম শিবের ভৈরব তাণ্ডবের ধর্ম, তুচ্ছ পঞ্চশর যেখানে ভস্মীভূত ; ভালবাসাকে নয়নবহ্নি দিয়ে ভস্ম ক'রে রুদ্র ধ্বংসের মহানৃত্য করছেন। কোথায় অহিংসা ! নৃমুণ্ডমালিনী অসুরনাশিনী মহাকালী অসুরদের মুণ্ড মালা ক'রে গলে পরেছিলেন, অহিংসার মিঠে বুলি দিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন নি তো ? রেনেল সাহেব, আপনি আমাদের ধর্মের কি জানেন ? খ্রীষ্টধর্মই বোঝেন না, তো এদেশের শৈব ও শাক্তদেব কি ক'রে বুঝবেন ? পবিত্র ইসলামেরই বা আপনি কি জানেন ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ-ঘোষণার অর্থ কি ক'রে বুঝবেন ? এ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিমের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজে একটাই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সুর। অত্যাচারী যদি মাথা তোলে, তবে তরবারি ধরো! তরবারির জোরেই কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ।

রেনেল ॥ উঃ, মাথা ধ'রে গেল আপনার চীৎকারে।

রামা ॥ আমার বক বক করা ভুল হয়েছে; আপনার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, আপনি আফিম টাক্সন গে যান।

রেনেল ॥ আফিম আমি ছেড়ে দিয়েছি জানেন না? এখন তো বেঁচে উঠেছি, আর মাদকদ্রব্য দরকার হয় না।

রামা। মরা রেনেলই যেন ভালো ছিল। আমি কারাকক্ষে চললাম—

রেনেল ॥ এতে লাভটা কি হচ্ছে? বিদ্রোহ তো চূর্ণ হ'যে গেছে। মজনু শা মারা গেছেন—

রামা ॥ কি?

রেনেল ॥ মজনু শা যুদ্ধে নিহত, কৃপানন্দ নিহত, বিদ্রোহই নেই। আপনি স্রেফ একটা আবেগের বশে ফাঁসিতে ঝুলতে চাইছেন।

রামা ॥ সে আবেগেরও দরকার হয়। শহীদ মজনু শা-র রক্ত থেকে যেমন নূতন বিদ্রোহী জন্ম নেবে, ফাঁসিতে ঝুলন্ত আমার দেহ থেকেও তেমনি তারা নূতন মন্ত্র পাবে। শুনুন, অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করার একটি উপায় আছে ভেবে দেখলাম।

রেনেল ॥ কি সেটা।

রামা ॥ আপনারা ইংরেজেরা পাততাড়ি গুটিযে বিলেত চ'লে যান—নিরঙ্কুশ অহিংসা বিরাজ করবে।

রেনেল ॥ না, না, তা কি ক'রে হয়! স্বদেশে গেলে আমি আবার জনারণ্যে হারিয়ে যাবো, ম'রে বেঁচে থাকবো। এখানে ভূগোলের কোণটিতে রেনেল যে ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ লিখছে,অমর হচ্ছে। আমার এ সুখটা আপনি কাড়তে পারেন? শুনুন, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে ডাকি? [ইঙ্গিত]

রামা ॥ আমার সঙ্গে কে দেখা করবে? যম?

[দেবীর প্রবেশ]

একি? এ নারী এখানে কেন? দেবী, আপনি ধরা পড়েছেন?

রেনেল ॥ না। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি, তাঁর গায়ে হাত পড়বে না। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবেন যেথানে খুশি।

রামা ॥ আপনি রেনেলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন? আপনার শিক্ষা অসম্পূর্ণ, স্বামী কৃপানন্দের দীক্ষা ব্যর্থ।

দেবী ॥ তুমি আমাকে আপনি বলছো কেন? [রামানন্দ ঈষৎ বিভ্রান্ত]

রামা ॥ আপনার কী বক্তব্য আছে? কেন সাক্ষাৎ চেয়েছেন?

দেবী ॥ প্রণাম করতে। আমার ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে।

রামা ॥ আমি গিয়েছিলাম অত্যাচারী শশাংক দত্তকে বধ করতে, আপনার পুত্র উপলক্ষ্য মাত্র। তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল না।

দেবী ॥ [মৃদু হাসিয়া] কাকে বোকা বোঝাচ্ছ? বহুদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি, তোমাকে চিনি না মনে করো? তুমি ছেলেমানুষের মতন অবুঝ কেন? এমন প্রবল অভিমান কি বিদ্রোহীকে মানায়?

রামা [দুর্বলতা গোপন করিতে রুক্ষস্বরে] এসব বলতে এখানে এসেছেন? প্রয়োজনীয় কোনো কথা থাকলে বলুন, নইলে দূর হ'য়ে যান।

দেবী ॥ তুমি ধরা দিলে কেন?

রামা ॥ উত্তর দেবো না।

দেবী ॥ দিতে হবে। উত্তরটা আমায় শুনতে হবে।

[রামানন্দ হাসিয়া উঠেন]

রামা ॥ দেবী, আমি যদি ছেলেমানুষ হই, তুমি বড় মেয়ে মানুষ।

দেবী ॥ যাক, 'তুমি' বলে ডেকেছ।

রামা ॥ তোমার শোনার ইচ্ছে, বিরহে কাতর হ'য়ে রামানন্দ আত্মঘাতী হয়েছে। এটাকে দম্ভের মতন পুষতে চাও অন্তরে। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়।

দেবী ॥ সত্যি নয়?

রামা ॥ না।

দেবী ॥ সত্যি নয়?

রামা ॥ [সজোরে] না, কক্ষণো নয়। আমি ধরা দিয়েছি বিদ্রোহের শেষ

ফাঁসিকাঠ থেকে লডবো ব'লে। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর অন্য কোনো লোভ থাকতে পারে না, বিরহ-ভালবাসার বিলাস তার থাকতে পারে না।

দেবী ॥ এ তো শাস্ত্রের কথা বলছো। মানুষের মন কি সব সময়ে শাস্ত্র মেনে চলে ?

রামা ॥ আমার চলে, আমার কোনো আবেগ অনুভূতি নেই। তোমরাই তো বলেছো, আমি দয়াহীন এক অসুর। তুমি বলেছো, মা বলেছেন, গুরুদেব বলেছেন, সহযোদ্ধারা বলেছে।

দেবী ॥ আজ সকলে কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তোমার অভিবাদন জানাচ্ছেন।

রামা ॥ ম'রে এটা অর্জন করতে হ'লো, বেঁচে থেকে নয়। পরিহাস করছো ?

দেবী ॥ কিন্তু তুমি মরছো কেন ? বাঁচা উচিৎ নয়।

রামা ॥ বাঁচা কখনো উচিৎ, কখনো উচিৎ নয়।

দেবী ॥ এ ক্ষেত্রে তোমার বাঁচা উচিৎ। কৃপানন্দ নেই, মজনু শা নেই, তোমার বাঁচা উচিৎ। যে কোনো কৌশলে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিৎ।

রামা ॥ সে কৌশল আমার রপ্ত নেই।

দেবী ॥ আছে, তুমি কৌশলের শিরোমণি, কূটবুদ্ধির চাণক্য। [চট করিয়া দেখিয়া লয়, রেনেল দূরে আছে কি না ; মৃদুস্বরে] রেনেল যা বলছে তাই মেনে নাও ; অহিংসা প্রচারের ছলে বেরিয়ে এসো,তারপর পালিয়ে যেও—

রামা ॥ না, সম্ভব নয়।

দেবী ॥ কেন ?

রামা ॥ সেটা কৃপানন্দ হ'লে সম্ভব হ'তো। তিনি বেড়িয়ে গিয়ে আবার মন্ত্র প্রচার ক'রে একটা আস্ত বাহিনী গ'ড়ে তুলতে পারতেন। তাঁর পালিয়ে যাওয়ার দরকার হ'তো। আমি গডতে পারি না, শুধু ভাঙতে পারি। আমি পরাজিত বিদ্রোহের শ্মশানে ঘুরে কিছুই করতে পারবো না, গ্লানিতে হয়তো আত্মহত্যা করবো। তার চেয়ে এই ভালো। লোকে দেখুক, সন্ন্যাসী কেমন হাসতে হাসতে মরে।

দেবী ॥ আমি একটা পিস্তল এনেছি কাপড়ের মধ্যে। সেটা ধরো—অতর্কিতে গুলি চালিয়েওতো বেরিয়ে যেতে পারো। অহিংসা প্রচার যদিও করতে না পারো, বাহুবলে বেরিয়ে এসো।

রামা ॥ [অসহিষ্ণু] না। বার বার বলছি, আমি শপথ করেছি নিজের কাছে। আমার মরা দরকার। রামানন্দ শুধু অন্যের প্রতি নির্দয় নয় নিজের প্রতিও তেমনি নির্দয়, এটা প্রমাণ করবোই। আমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত কোরো না। চলে যাও।

দেবী ॥ তোমার জীবনে কি আপস কথাটা নেই?

রামা ॥ না, নেই।

দেবী ॥ তা হ'লে তুমি বিদ্রোহের কোনো পাঠই পাওনি। তুমি সন্ন্যাসী-সৈনিক হ'তে পারো নি।

রামা ॥ আমি সন্ন্যাসী নই, সন্ন্যাসীর তরবারি মাত্র। ইস্পাতের আপস নেই।

দেবী ॥ অমরত্বের লোভ তোমায় পেয়ে বসেছে, রামানন্দ, তুমি অমরত্বের লোভে আসক্ত। যুগ যুগ ধ'রে লোকে বলবে রামানন্দের মহামৃত্যুর কাহিনী, এই আসক্তি তোমার কাল হ'লো।

রামা ॥ তরবারির লোভ নেই। সে শুধু কাটতে জানে। চ'লে যাও। শোনো ॥ [গোপনে] মহানন্দার তীরে, বিলাসী গ্রামে অশ্বত্থ গাছের তলায় পুঁতে রেখেছি মজনু শা-র তরবারিটা, আমাকে দিয়েছিলেন করুণা ক'রে। সে তরবারি যেন ইংরেজের হাতে না পড়ে।

[দেবী মাথা নাড়িয়া প্রণাম করে]

রেনেল ॥ হ'য়ে গেল?

দেবী ॥ হ্যাঁ।

রেনেল ॥ কোনো ফল হ'লো না তো? জানতাম। এ কারুর কোনো কথা শোনে না।

দেবী ॥ ইস্পাতের তরবারির কান নেই, শুনবে কি ক'রে? সে তরবারি উঠলে নেমেও আসে তড়িৎগতিতে। থামতে তো সে শেখে নি। [প্রস্থান]

রেনেল ॥ আমি ভেবে দেখলাম, আমি যদি ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতন পাষণ্ড হতাম তা হ'লে আপনার প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করতে পারতাম। আপনার সামনে ঐ দেবী চৌধুরাণীকে তুরুন ঠুকে নির্যাতন করতাম। ওকে বাঁচাতে আপনি অহিংসা-প্রচারে রাজী হতেন।

রামা ॥ [হাসিয়া] আমাকে এত দুর্বল ভাবেন?

রেনেল ॥ ভালোবাসা কি দুর্বলতা? আমি মনে করি না। আমার মনে হয় আপনার সারা জীবনে ঐ দেবী চৌধুরাণীই একমাত্র···একমাত্র···কি বলবো? কুসুম—সৌন্দর্য—সার্থকতা।

রামা ॥ দেবী চৌধুরাণী আমার জীবনে কেউ নন। আমি সন্ন্যাসী, আমার জীবনে কেউ শিকড় গজিয়ে বসতে পারে না।

রেনেল ॥ এসব কথা বালকদের বলবেন। জীবনযুদ্ধে পোড়-খাওয়া রেনেলকে নয়। [প্রহরী খাদ্য ও জল আনে] খেয়ে নিন। নৌকো তৈরী আছে, কলকাতা যেতে হবে।

রামা ॥ আপনি স'রে বসুন, বিধর্মী ইংরেজের ছোঁয়া খাই না।

রেনেল ॥ ছোঁবো না ছোঁবো না, ভয় নেই।

রামা ॥ [প্রহরীকে] তুমি ব্রাহ্মণ তো? [প্রহরীর পৈতা প্রদর্শন]

রেনেল ॥ ওসব ব্যাপারে আমার কোনো ভুল হয় না গিরি মহারাজ। কারাগারের ব্যবস্থাদি আপনার কেমন লাগছে।

রামা ॥ ভালো, ভালো। [প্রহরীকে] জল ঢালো, খাই—

[জলপান। তৎসহ আহার]

রেনেল ॥ আমাদের দুজনকেই একই ভূতে পেয়েছে—অমরত্বের লোভ।

রামা ॥ দেবীও তাই ব'লে গেলেন এখুনি।

রেনেল ॥ আমিও চাই ইতিহাসে নামটা থাক, আপনিও তাই।

রামা ॥ আবার পার্থক্যও আছে। আমি আমার দেশের ইতিহাসে আছি, আপনি লক্ষ যোজন দূরে এসে পরদেশের ইতিহাসে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইছেন। আমারটা দেশপ্রেমের অমরত্ব, আপনারটা পররাজ্যগ্রাসী দস্যুর অমরত্ব।

[মস্তকে হস্তার্পণ]

রেনেল ॥ কি ? শরীর খারাপ নাকি ?

রামা ॥ না, সামান্য শিরঃপীড়া। আপনার অনর্গল কথার ফলেই বোধকরি।

রেনেল ॥ আচ্ছা, আমার দেশের মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে আমাকে স্মরণ করবে। আপনার দেশবাসী আপনাকে কি ভাববে ? খুনী ডাকাত ভাববে না তো ?

রামা ॥ সে নিয়ে আপনার এত মাথাব্যাথা কিসের ?

রেনেল ॥ না, ভাবছিলাম, আপনাকে মনে রাখবে তো ?

রামা ॥ এমনিতে মনে না রাখলেও, ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে তবে মনে রাখবে। এদেশের মানুষ জ্যান্ত বিদ্রোহীর চেয়ে শহীদ বেশী ভালোবাসে।

রেনেল ॥ আর যদি আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলতে না দেখে কেউ ?

রামা ॥ অর্থাৎ ?

রেনেল ॥ যদি আপনাকে আদালতেই না নিয়ে যাই, যদি বিষ দিয়ে মেরে গোপনে এই কারাগারের কোণেই দাহ করি বা পুঁতে ফেলি ?

[ধীরে ধীরে রামানন্দ বোঝেন, তাঁহাকে বিষ দেওয়া হইয়াছে—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি রেনেলকে দেখেন—]

রামা ॥ আপনি গুপ্তহত্যা করলেন ? আপনি আমাকে গুমখুন করলেন।

রেনেল ॥ গত তিন বছর আপনি গুমখুন করেন নি ?

রামা ॥ [টলিতে থাকেন] আপনারা পররাজ্য লোলুপ শয়তান···ব্রিটিশ বানিয়া···আমাকে·· আমাকে···আমাকে শেষ গৌরবটা দিলেন না ?

রেনেল ॥ দুজনেই যদি অমরত্ব চাই, তাহ'লে একজনকে তো স'রে দাঁড়াতেই হয়। আপনি ফাঁসিকাঠে গান গাইতে গাইতে মরলে আমি যে হেরে যাই ?

রামা ॥ ব্রতচ্যুত ব্রাত্য সন্ন্যাসী আমি···মৃত্যুর মহিমাও পেলাম না ··আমি এই শৃংখলের আঘাতে তোমাকে হত্যা করবো—

[অগ্রসর হইয়া হাত তুলেন ; প্রহরীগণ ছুটিয়া আসে, রেনেল তাহাদের নিরস্ত করেন]

রেনেল ॥ প্রয়োজন হবে না ! বিষক্রিয়া প্রবল হয়েছে, রামানন্দ, তুমি এবার অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে নীরবে গোপনে ঝ'রে যাবে নির্জন কারাকক্ষে। এক ইতিহাসে দুই নায়ক হয় না। হয় তুমি, নয় আমি। তোমাকে বিশাল হ'তে দেখলে আমার বড় হিংসে হয়। নিয়ে এসো এঁকে। [প্রস্থান]

[শেষ আক্রোশে রামানন্দ যুঝিতে থাকেন]

রামা ॥ কাপুরুষ, কাপুরুষ বানিয়ার দল ! দেশের মানুষের সামনে মরতে দেওয়ার সাহস নেই ? মানুষের মন থেকে আমায় মুছে দিতে চাও, এতবড় স্পর্ধা ? আমার স্মৃতিটুকু নিয়ে কাউকে শান্তি পেতে দেবে না ? এমন শক্তিমান ভাবো নিজেকে ? মানুষের মনকে তোমরা পাথরের মুঠোয় চেপে ধরবে, এ দেশের মানুষকে এমনই ক্লীব ভাবলে তোমরা ? নির্বোধ, দেশের মানুষের মনগুলোই জমাট বেঁধে এক-একটা রামানন্দ গিরি গ'ড়ে ওঠে। বিষ খাইয়ে মনকে মারা যায় ?

বারো

[বিলাসী গ্রামের পথ। একজন ঢোল দিতেছে। ক্রমে তাহার পশ্চাতে নানা দরিদ্র গ্রামবাসী আসিয়া দাঁড়ায়—তাহাদিগের মধ্যে দেবী, গৌর, হর, মহাকালী, শিবানন্দ, চেরাগ, মুসা, সাগর ইত্যাদি]

ঢোলবাদক॥ কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম মোতাবেক—সর্বসাধারণকে ইহা জ্ঞাত করা হয় যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা এবং বহু খুন ও ডাকাইতির নায়ক রামানন্দ গিরি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া কারাগারে পরলোক গমন করিয়াছেন। ফিরিঙ্গী চিকিৎসক, বৈদ্য, হাকিম ও কবিরাজগণ সকল প্রকার প্রয়াসেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। রামানন্দ গিরির বয়ঃক্রম হইয়াছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। রামানন্দ গিরি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম—হঠাৎ অসুস্থ হইয়া রামানন্দ গিরির মৃত্যু হইয়াছে। [প্রস্থান]

হর॥ কাকে বোকা বোঝাচ্ছে? তিন বৎসর অরণ্যে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিছু হয় নি, আর ক'দিন কারাগারে থাকতেই অসুস্থ হ'য়ে মৃত্যু হয়েছে? আমার ছেলে অসুস্থই হয় না! হ'লে তো বিশ্রাম হ'তো।

চেরাগ॥ মেরে ফেলেছে। শয়তানরা তাকে খুন করেছে।

শিবা॥ বিষ খাইয়ে চুপি চুপি তার দেহটা পুড়িয়ে দিয়েছে। পাছে সে আর এক ভাগবদগীতার মতন মানুষকে ধর্মযুদ্ধের কথা শোনায়।

সাগর॥ মেরে ফেলেছে? রামানন্দ গিরি ম'রে গেছে?

দেবী॥ তোমাদের কি ধারণা সে মরতে পারে?

সকলে। কি? কি বলছো?

দেবী। রামানন্দরা মরে নাকি কখনো? তরবারির মৃত্যু নেই।

[পরিচ্ছদের মধ্য হইতে মজনু শা-র দীর্ঘ তরবারি বাহির করিয়া]

এই তো রামানন্দ গিরি। মজনু শা-র তরবারি রামানন্দ গিরি। ইস্পাতের মৃত্যু নেই, অস্ত্রের মৃত্যু নেই। এ অস্ত্রকে শক্ত মুঠোয় ধরতে পারলেই হয়। সন্ন্যাসীর তরবারির মৃত্যু নেই।

বন্দেমাতরম গীত